দি ম্যান

ইন দি আয়রন মাস্ক

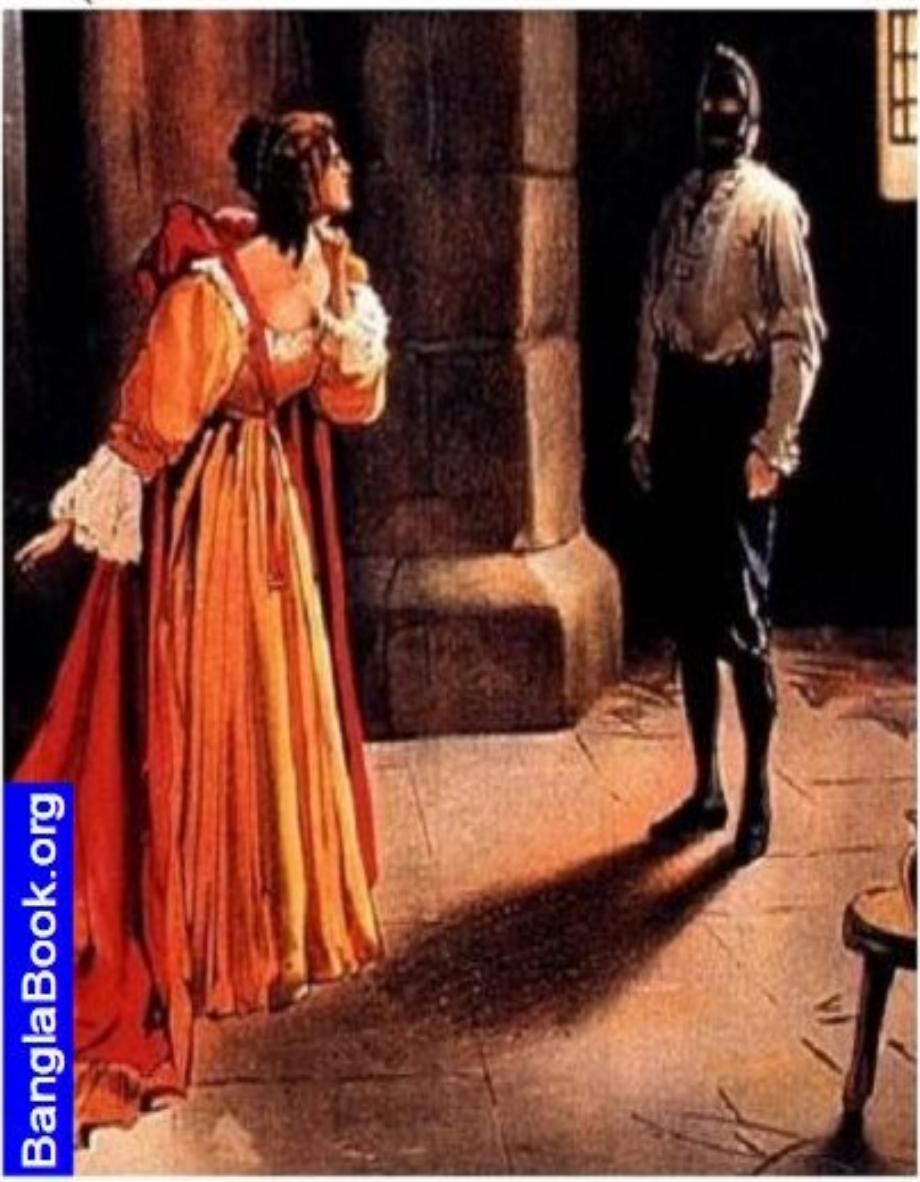

BanglaBook.org

আলেকজান্দার দ্যুমা

www.BanglaBook.org

দি ম্যান
ইন দি আয়রন মাস্ক

এক

ফরাসী বিপ্লবের দেড়শো বছর আগের কথা। ফরাসী দেশে তখন পাদ্রী, জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর দাপটে গড়া শক্ত বনিয়াদে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজশক্তি। রাজার হুকুম তাই সেখানে দুর্বার---কেউ তার বিরোধিতা করতে সাহস করে না। যদি কেউ রাজা বা তাঁর প্রিয়জনের কোপে পড়ে, তাকে চিরদিনের মতো রাজকারাগার ব্যাস্টিলের দুর্গে বন্দী থাকতে হয়—সেখানে থেকে মুক্তি পায় সে মৃত্যুর মুহূর্তে। দেশে একটা পার্লামেন্ট আছে বটে, কিন্তু সেটা একরকম না থাকার মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, সেটা একেবারে অকেজো। জনসাধারণের কোনো দাম নেই সেই পার্লামেন্টে।

সেযুগে ঘোড়সওয়ারের দাপাদাপি আর তরোয়ালের ঝনঝনানি কাঁপিয়ে তোলে সাধারণ মানুষকে দেশের যারা বীরপুরুষ, তারা সবাই কোনো না কোনো ভাবে রাজার আশ্রিত। রাজার নিজস্ব রক্ষী-বাহিনীতে রয়েছে দেশের বাছাই-করা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষেরা। তারা সবাই রাজার এমন অনুগত ভক্ত যে রাজার খেয়ালী হুকুম তামিল করার জন্যে তারা অসম্ভব রকমের দুঃখকষ্ট বরণ করে, আর নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিসর্জন দেয়। তাদের বীরত্ব ও সাহসের জন্যে তারা দেশের জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র, আর রাজার 'মাস্কেটিয়ার বাহিনী' নামে সকলের কাছে পরিচিত। রাজার মাস্কেটিয়ার দলে ভর্তি হওয়া সেযুগে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান। রাজাও নিজের মাস্কেটিয়ারদের যথেষ্ট খাতির করেন এবং নানাভাবে তাদের উৎসাহ দেন ও পুরস্কৃত করেন। একেবারে অসংগত না হলে রাজা তাদের কথাও শোনেন, আবদারও রাখেন। তাই মাস্কেটিয়ার বাহিনী অসাধ্যসাধন করে থাকে রাজার নামে বলীয়ান হয়ে।

রাজার যা ইচ্ছে করার ক্ষমতা থাকলেও তাঁকে কয়েকটা পুরোনো প্রথা মেনে চলতে হয় রাজ্যশাসনের ব্যাপারে। সেটা রদবদল করতে এযাবৎ কোনো রাজাই সাহস করেননি রাজশক্তির পুরোনো বনিয়াদ ভেঙে যাবার ভয়ে, কেন না সেই পুরোনো বনিয়াদই তাঁদের যোগাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বিলাস উপকরণ ভোগের চরমতম ঐশ্বর্য। নিজেদের সিংহাসন, পদগৌরব ও রাজমর্যাদা

www.BanglaBook.org

বজায় রাখার দিকে নজর দেওয়া ছাড়া রাজারা বড় একটা রাজ্যশাসন নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রধানমন্ত্রীর ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দেন রাজ্যশাসনের ভার। নিজেরা কেবল জাঁকিয়ে বসে থাকেন রাজধানী সুন্দর প্যারী শহরের মনোরম রাজপ্রাসাদে —ডুবে থাকেন বিলাসে আর ভোগে।

সেসময় ফরাসী দেশের এমনি একজন রাজা ছিলেন ত্রয়োদশ লুই।

পর পর দুজন জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী তাঁর বরাতে জুটেছিল—রিশল্যু আর ম্যাজারিন। রাজাকে সাক্ষীগোপাল খাড়া রেখে তাঁরাই সত্যিকার সব রাজক্ষমতা ভোগ করছিলেন, আর রাজাকে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন অফুরন্ত আরাম বিলাসের মাঝে প্রমোদের রঙ্গ শোষণ করা অর্থ যুগিয়ে। দেশশাসনের গুরুভার থেকে রেহাই পেয়ে রাজার না হল প্রশাসনের অভিজ্ঞতা, না রইল প্রজাদের সাথে বড় একটা যোগাযোগ। অবশ্য রাজার প্রতি প্রজাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যাতে বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়, সেদিকে প্রধানমন্ত্রীরা বিশেষ নজর রেখেছিলেন। ফলে প্রজারা রাজাকে ভক্তি করত যথেষ্ট, শ্রদ্ধা দেখাত প্রচুর।

রাজা ত্রয়োদশ লুই যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর পুত্র চতুর্দশ লুই নিতান্ত বালক, আর প্রধানমন্ত্রী ম্যাজারিন বেঁচে। ফলে চতুর্দশ লুই নামেই রাজা হলেন। আসল ক্ষমতা রয়ে গেল ম্যাজারিনের হাতে।

চতুর্দশ লুইয়ের বয়স অল্প হলেও তাঁর বুদ্ধি অল্প নয়। আর তাঁর উচ্চাশা? চতুর্দশ লুইয়ের উচ্চাশার সীমা-পরিসীমা নেই। নবীন যৌবনেই ইওরোপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

কিন্তু ইওরোপ জয় পরের কথা, আপাতত নিজের রাজ্যের পুরোপুরি কর্তৃত্ব এখনও আসেনি তাঁর হাতে। ম্যাজারিনের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া তখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

সুযোগ এল কয়েক বছর পরে। ম্যাজারিনের মৃত্যু হলে রাজকর্মচারীরা এসে লুইকে জিজ্ঞাসা করল—"মহারাজ! আমরা এখন থেকে আদেশ নেব কার কাছ থেকে?"

লুই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"আমার কাছ থেকে।"

শুধু রাজকর্মচারীরাই নয়, গোটা দেশটা অবাক হয়ে গেল এই তরুণ রাজার কথা শুনে।

রাজকর্মচারীদের প্রশ্নের সোজা অর্থ ছিল—প্রধানমন্ত্রী এখন কে হবেন?

রাজার জবাবের স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায়—রাজা নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করবেন, তাই প্রধানমন্ত্রী বলে কেউ থাকবে না এখন থেকে?

সবাই গুম হয়ে ভাবতে লাগল—ছেলেমানুষ রাজার এ হল এক ধরনের খেয়াল, দু'দিন বাদে তাঁর শখ মিটে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। কাউকে প্রধানমন্ত্রী করলেন না রাজা চতুর্দশ লুই। নিজের খেয়াল-খুশিমতো রাজ্যশাসন করতে লাগলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন সবাই নিশ্চিত হল—রাজার ছেলেমানুষির জন্যে দেশের ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে।

প্রথম প্রথম লক্ষণও দেখা গেল সেরকম। ওপর মহলের রাজকর্মচারীদের ভেতর শুরু হল দারুণ রেষারেষি। তা থেকে এল প্রশাসনে গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা।

ফোকে আর কোলবার্ট হলেন খুব উঁচুদরের রাজকর্মচারী। এঁদের দুজনের তো দুটো আলাদা দলই হয়ে দাঁড়াল রাজসভায়।

মন্ত্রী না হয়েও এঁরা দুজনে রাজ্যের কয়েকটা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, অনেক দায়দায়িত্ব এঁদের ওপরে। রাজসরকারের গোটা অর্থবিভাগটাই এঁদের দুজনের হেফাজতে। সেকালে ফরাসী দেশে অর্থবিভাগের কাজকর্মের ধরন ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। রাজস্ব আদায় করা এবং দেশশাসনের সবকিছু খরচ করার ভার ছিল কয়েকজন বাছাই-করা লোকের ওপর। এঁরা মাঝে মাঝে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতেন—আগে দিতেন প্রধানমন্ত্রীকে, এখন থেকে দেবেন খোদ রাজা চতুর্দশ লুইকে।

কোলবার্টের চেয়ে ফোকের পদমর্যাদা একটু বেশি। ফোকের উপাধি অধ্যক্ষ, আর কোলবার্টের উপাধি সহকারী অধ্যক্ষ। তা হলেও দুজনেই নিজের নিজের এক্তিয়ারে পুরোপুরি স্বাধীন—কেউ অপরের কাজে নাক গলাবার সুযোগ পান না। তাই একই অর্থবিভাগের কর্মচারী হয়েও কোলবার্ট ফোকের অধীন নন।

ফোকে অবশ্য এক দিক দিয়ে কোলবার্টের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, কেন না অর্থ বিভাগের অধ্যক্ষ পদ ছাড়া তিনি আরও বড় একটা উঁচু পদের অধিকারী। তিনি হলেন ফরাসী দেশের উকিল-সরকার। সরকারী কর্মচারীদের নামে কোনো নালিশ যদি পার্লামেন্টে আনতে হয়, তা আনবেন উকিল-সরকার। যে যত অপরাধই করুক না কেন, উকিল-সরকারের কাছ থেকে অভিযোগ না পেলে পার্লামেন্ট তার বিচার করবে না। এই হল দেশের আদ্যিযুগের কড়া আইন, খোদ রাজারও সাধ্যি নেই সে-আইনের নড়চড় করার। তাই উকিল-সরকার হয়ে ফোকে নিজে জঘন্য অপরাধ করলেও বিচারের শাস্তি এড়াতে পারতেন অনায়াসে। কারণ নিজের বিচারের জন্যে অভিযোগ আনার অধিকারীও একমাত্র তিনি, স্বয়ং রাজাও সে অধিকার ভোগ করেন না।

তাছাড়া ফোকে নিজে ইচ্ছে করে উকিল-সরকারের পদ ছেড়ে না দিলে কারও ক্ষমতা ছিল না সেই পদ ছেড়ে নেওয়ার। এটও হল আদ্যিযুগের একটা কড়া আইন। এই আইনে কোনো সরকারী চাকরি কেনাবেচা হতে পারত তখন। টাকার জোরে চাকরি এমনি কিনে ফেলতে পারলে অযোগ্যতার অজুহাতে কাউকে সে-চাকরি থেকে তাড়ানো যেত না। অবশ্য রাজা অযোগ্য বা অসাধু কর্মচারীদের বিনা বিচারে ব্যাস্টিলের কারাগারে বন্দী করে রেখে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতেন অনায়াসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

রাজা চতুর্দশ লুইয়ের মা রানী অ্যানের এক প্রিয় সখী ছিলেন মাদাম শেভ্রোজ। পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন ডাচেস, আর রূপে ও রসিকতায় ছিলেন অতুলনীয়া। রানী অ্যান তো তাঁকে প্রাণের মতো ভালবাসতেন, আর তাঁর স্বামী রাজা ত্রয়োদশ লুইও খাতির করতেন তাঁকে খুব বেশি রকম। সেই পুরোনো রাজার আমলে ফরাসী দেশে এই মহিলার ক্ষমতা ছিল অসীম।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম্যাজারিন তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। রাজা ত্রয়োদশ লুই মারা যাওয়ার পরে বালক রাজা চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের প্রথম দিকে ম্যাজারিন যখন দেশের সর্বেসর্বা, তখন মাদাম শেভ্রোজের পক্ষে আর মান ইজ্জত বজায় রেখে রাজধানীতে বাস করা সম্ভব হল না। ম্যাজারিন তাঁকে রাজধানী প্যারী শহর থেকে তাড়িয়ে ছাড়লেন। রানীর যে এত ভালবাসা প্রিয় সখীর ওপরে, তাও যেন উবে গেল একেবারে। অভাগিনী মাদাম শেভ্রোজ নিজের গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়েই রইলেন একরকম।

সেই ডাচেস, সেই মাদাম শেভ্রোজ আজ এত বছর বাদে ফিরে এসেছেন রাজধানীতে। প্যারী শহরে তাঁর বাড়িটা এখনও আছে বেমেরামত হয়ে। গোপনে তিনি এসে উঠেছেন সেখানে।

টাকার অভাবে আজকাল বড় কষ্ট পাচ্ছেন মাদাম শেভ্রোজ। নিজের এ কষ্ট দূর না করলেই নয়, তাই তিনি এসেছেন শেষ বয়সে একবার নতুন করে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে। শেষ জীবনটা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারেন তিনি, তার জন্য তাঁকে করতেই হবে একটা শেষ চেষ্টা। আগের রাজার আমলের অনেক মূল্যবান কাগজপত্র তাঁর হাতে আছে। হারিয়ে যাওয়া এমন অনেক গোপন খবরের হদিস তিনি রাখেন, যা দিয়ে বড় বড় রথী-মহারথীদের এখনও ঘায়েল করা যায়। সেসব হাতিয়ার সুকৌশলে প্রয়োগ করে কিছু টাকা কি তিনি এখন জোগাতে পারেন না? পারতেই হবে তাঁকে! কেউ যদি তাতে দুঃখ পায়, কারও যদি তাতে ক্ষতি হয়, মাদাম শেভ্রোজ আর সেজন্যে কি করতে পারেন? তাঁর মুখের দিকে কে চেয়েছে? পৃথিবীতে কেউ তাঁর আপন জন নেই আজ। একদিন তিনি যাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, তারা সবাই এখন তাঁর বিপক্ষে। ওই রানী অ্যান! ওই মাস্কেটিয়ার আরামিস*! জাহান্নমে যাক সবাই, মাদাম শেভ্রোজ আর কারও ওপরে দয়া করবেন না।

রাজার পরেই রাজ্যের প্রধান লোক এখন ফোকে আর কোলবার্ট। এঁদের দুজনের ভেতর ভয়ানক রেষারেষি। ফোকের বিষয়ে কিছু গোপন কাগজপত্র মাদাম শেভ্রোজের হাতে আছে। তা পেলে কোলবার্টের উপকার হবে। ফোকের

---

* আরামিস ও তার তিন বন্ধু আথস, পোর্থস ও দার্তানাঁর গোড়ার কথা "থ্রী মাসকেটিয়ার্স" গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

www.BanglaBook.org

ওপর কোনো রাগ মাদাম শেভ্রোজের নেই। কিন্তু তবু ফোকের অনিষ্ট তিনি করবেন, কেননা তাঁর টাকার এখন খুব দরকার। ফোকে যদি তাঁর গোপন কাগজগুলোর বিনিময়ে একটা মোটা টাকা তাঁকে দিতে পারতেন, তাহলে মাদাম শেভ্রোজ খুশি হয়ে ওগুলো তাঁর হাতেই তুলে দিতেন। কিন্তু ফোকে তো টাকা দিতে পারবেন না। মাদাম শেভ্রোজ জানেন, দেশসুদ্ধ লোকে সবাই জানে যে ফোকে অর্থবিভাগের অধ্যক্ষ হয়েও আজ নিঃস্ব।

এর কারণ?

কারণ শুধু এই যে ফোকে উদার, বন্ধুবৎসল, খরচের কোনো হিসেব নেই তাঁর। দেশের জ্ঞানী-গুণী লোকদের অবারিত আনাগোনা তাঁর বাড়িতে। কবি, শিল্পী, নাটকার, ভাস্কর—এরা সবাই ফোকের বন্ধু। এদের সকলের আহার-বিহার সবকিছু ফোকেরই বাড়িতে হয়ে থাকে। তা ছাড়াও তাঁর দানধ্যান আছে, বিলাস-ব্যসন আছে, আর আছেন বান্ধবী ব্যারনেস লা-বেলিয়ার।

সব দিক সামলে ফোকে যা খরচ করেন, রাজা চতুর্দশ লুইও বোধ হয় ততো খরচ করেন না। এত টাকা তিনি পান কোথা থেকে? সবাই সন্দেহ করে, সরকারী তহবিল তছরুপ করেন তিনি। কে আর তাঁর কাছে সরকারী অর্থের হিসেব নিচ্ছে?

আর হিসেব নিলেই বা হবে কি! তহবিল তছরুপের অপরাধ যদি হাতেনাতে প্রমাণও হয়, তা হলেও তো তাঁকে সাজা দেওয়ার কোনো উপায় নেই! তিনি নিজে উকিল-সরকার। পার্লামেন্টের কাছে নালিশ আনার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। তিনি নিজে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন, এটা তো আর হতে পারে না!

যে যাই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই মাদাম শেভ্রোজের। তিনি শুধু এটুকু খবর রাখেন যে তছরুপ করে সরকারী তহবিল অকাতরে ফুঁকে দিয়েছেন ফোকে যে এখন নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যেও মোটা লক্ষ লিভার* সেখান থেকে তিনি বের করতে পারবেন না।

কিন্তু কোলবার্ট! কোলবার্টের টাকা আছে। লোকটা ভীষণ কৃপণ, দারুণ হিসেবী, তাই ফোকের চেয়ে নিচু পদের কর্মচারী হলেও তাঁর হাতে প্রচুর টাকাপয়সা আছে। ফোকের সর্বনাশ করার জন্যে তা থেকে তিনি মোটারকম কিছু খরচ করলেও করতে পারেন।

* * *

আধবুড়ো এক মহিলা, চেহারায় কোনো জলুস নেই, পোশাকেও নেই জাঁকজমক—মাদাম শেভ্রোজকে এ অবস্থায় দেখে কোলবার্টের দরোয়ান প্রথমে বেশ নজর দিতে চায় না। কিন্তু এমন একটা মেজাজে নিজের নামলেখা

* ফরাসী দেশের সেকালের মুদ্রা লিভার। তিন লিভারে এক ক্রাউন, দশ লিভারে এক পিস্তোল।

www.BanglaBook.org

কাগজখানা মাদাম তার দিকে এগিয়ে দিলেন যে বেচারা দরোয়ানের চমক ভাঙল। এ মহিলাটি যে হেলাফেলার কেউ নন, চোখের পলকেই সে তা বুঝে নিল। এমন মেজাজ শুধু তাঁদেরই হয়, যাঁরা সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলার লোক।

কাগজ নিয়ে দরোয়ান হাওয়ার বেগে ওপরে ছুটল। কোলবার্ট রীতিমত চমকে উঠলেন কাগজে লেখা নামটি পড়ে।

"নিয়ে এস, নিয়ে এস!" কোলবার্টের মুখ থেকে ভাল করে একথা বেরুবার আগেই দরোয়ান আবার পায়ে পায়ে লাফিয়ে নিচে নামল তীরবেগে।

"আপনি ওপরে আসুন হুজুরাইন!" দরোয়ান বিনীতভাবে নিবেদন করল মাদাম শেভ্রোজকে।

মাদাম শেভ্রোজ সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে, দম নিলেন মাঝে মাঝে থেমে, যাতে হাইফাই করতে করতে কোলবার্টের সামনে তাঁকে হাজির হতে না হয়। ওতে নাকি ভারিক্কী চালটা নষ্ট হয়! প্রথম থেকেই খেলো হয়ে যেতে হয় খানিকটা! তাছাড়া যে কাজের জন্যে তিনি যাচ্ছেন তাতে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে তাঁকে।

কোলবার্ট নিজেই দরজার পাল্লা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খুব খাতির করে মাদামকে তাঁর আফিস ঘরে নিয়ে এসে নিজেই একখানা আরামকেদারা টেনে দিলেন তাঁর দিকে। তারপর বিনীতভাবে কোলবার্ট জানতে চাইলেন—"আপনি আমার বাড়িতে, হঠাৎ এ সৌভাগ্য আমার কী জন্যে মাদাম?"

আরামকেদারায় বেশ আরাম করে বসে মাদাম শেভ্রোজ বললেন—"মসিয়ে কোলবার্ট, আপনি হচ্ছেন সরকারী অর্থবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ। তা পুরোপুরি অধ্যক্ষ হবার উচ্চাশা আপনার নিশ্চয়ই আছে?"

"মাদাম, আপনি এসব কথা কী বলছেন!"

"যা বললাম তা অস্বীকার করে শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছেন কেন? সে তো কেবল সময় নষ্ট।"

"আমার ওপরওয়ালাকে আমি তাড়াব, এমন ধারণা আপনার কেন হল?"

"তাড়াবার কথা কে বলছে? আপনি চান কিনা অধ্যক্ষ হতে, সেটি শুধু জানতে চেয়েছি আমি।"

"কিন্তু তাঁকে না তাড়ালে আমি কী করে...?"

"খুবই ন্যায্য কথা! তাঁকে না তাড়ালে আপনি অধ্যক্ষ হতে পারেন না। তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা আপনি সাধ্যমতোই করেছেন, কিন্তু নিজের কাছে উপযুক্ত হাতিয়ার ছিল না বলেই সে কাজটা করতে পারেননি এতদিন। যদি চান তো সে হাতিয়ার আমি আজ দিতে পারি আপনার হাতে তুলে।"

কোলবার্ট নীরব। নিজের মনের কথা মাদাম শেভ্রোজের কাছে কতখানি খুলে বলা চলে তা ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। মাদাম শেভ্রোজ তাকিয়েই রয়েছেন তাঁর দিকে। কী যে হচ্ছে কোলবার্টের মনে, তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট নেই তাঁর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশেষে কোলবার্ট বললেন—"আপনি হয়তো নিশ্চয়ই জানেন যে মসিয়ে ফোকের নামে আজ ছ'বছর ধরে একটার পরে একটা নালিশ, মানে নালিশ নয় ঠিক—কানাঘুষা..."

"হ্যাঁ, সবই জানি।" মাদাম শেভ্রোজ বাধা দিয়ে বলেন—"হয়েছে বইকি কানাঘুষা। ফোকেকে একটুও নড়াতে পারেনি কেউ। সময় না হলে কোনো কিছুই হয় না। এতদিন ফোকের পতনের সময় হয়নি বটে, তবে এবার হয়েছে।"

"কী করে বুঝব যে হয়েছে?"

"এতেই বুঝবেন যে প্রধানমন্ত্রী ম্যাজারিনের নিজের হাতে লেখা ছ'খানা চিঠি আমার হাতে আছে, যা দিয়ে ফোকের অপরাধ প্রমাণ করা যাবে।"

"অপরাধ?" কোলবার্টের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল! বললেন—"অপরাধ হলে তো তার জের অনেকদূর গড়াতে পারে!"

"নিশ্চয়ই পারে। ওতে করে ফোকের নির্বাসন হতে পারে বা তাকে কারাদুর্গ ব্যাস্টিলে চিরদিনের মতো বন্দী করে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া, ওতে করে পাঁচ লক্ষ লিভার আমার এই থলেতে আসতে পারে।"

"সে কি! কী করে?" সব বুঝেও না বোঝার ভান করেন কোলবার্ট।

"কী করে? আপনি কি ভাবেন, ওই মূল্যবান দলিলগুলো আমি বিনা স্বার্থে আপনাকে দেবার জন্যে এখানে এসেছি?"

কোলবার্ট মাথা নাড়েন—"তা বটে। তবে পাঁচ লক্ষ নয়, দু'লক্ষ লিভার আমি দেব, যদি সত্যি তাতে—"

"সত্যই তাতে কাজ না হলে আপনি নেবেন কেন পয়সা খরচ করে? দামটা ঠিক হলে আমি আপনাকে চিঠি দেখাব। আচ্ছা, দু'লক্ষ নয়, তিন লক্ষে আমি রাজী হতে পারি। অবিশ্যি যদি আপনি রানী অ্যানের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন।"

"রানী অ্যানের সঙ্গে দেখা? কেন?" কথার সুরে বেশ বোঝা যায় যে কোলবার্ট ভয় পেয়ে গেছেন। রানী অ্যান একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলেন মাদাম শেভ্রোজকে বেশ কয়েক বছর আগে। এখনও তেমনি রাগ যদি রানী অ্যানের মনে থেকে থাকে, তবে মাদাম শেভ্রোজকে তাঁর সামনে হাজির করিয়ে দিলে কোলবার্টই রানীর বিষনজরে পড়ে যাবেন। জেনে শুনে তিনি বিপদের মুখে নিজের মাথা বাড়িয়ে দিতে যাবেন কেন?

মাদাম শেভ্রোজ কোলবার্টের ইতস্তত করার কারণ বুঝতে পারেন। তিনি বললেন "আমার সঠিক পরিচয় দিয়ে আপনাকে রানীর সাথে আমার দেখা করিয়ে দিতে হবে না।"

"তাহলে রানীকে আপনার কী জানাতে হবে?" জিজ্ঞাসা করেন কোলবার্ট।

মাদাম শেভ্রোজ এবার তাঁকে একটা চমৎকার ফন্দি বাতলে দিলেন। তিনি বললেন, "আপনি শুধু রানী অ্যানকে জানিয়ে দেবেন যে রুজেস মঠের এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্ন্যাসিনী তাঁর জন্যে একটা ওষুধ নিয়ে এসেছেন। ব্যস, এটুকুমাত্র! জানেন তো রানীর ক্যানসার আছে, আর ক্রুজেস মঠের সন্ন্যাসিনীরা যে সবরকম কঠিন অসুখ সারানের জন্যে জলপড়া দেয় তা তো দেশের সবাই জানে।"

"এরকম একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারি হয়তো, কিন্তু চিঠিগুলো আগে দেখি।"—বললেন কোলবার্ট।

হাতের ব্যাগ থেকে একখানা খাম বের করলেন মাদাম শেভ্রোজ। তার ভেতরে কয়েকখানা চিঠি। মাদাম শেভ্রোজ চিঠিগুলো কোলবার্টের হাতে তুলে দিলেন।

"এ তো নকল!"

"নকল বইকি!" জোর দিয়ে বলে ওঠেন মাদাম শেভ্রোজ—"আগে থাকতে আসল চিঠি কি কেউ দেয়?"

নকল চিঠিগুলো পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কোলবার্ট। বললেন—"সত্যিই যদি এরকম চিঠি ম্যাজারিন লিখে থাকেন—" এটুকু বলেই তিনি যেন ঝিমিয়ে যান একটু, তারপর আবার বলতে থাকেন ধীরে ধীরে ভাবনার রেশ টেনে—"এক কোটি তেরো লক্ষ লিভারের কথা আছে এসব চিঠিতে। কোন্ এক কোটি তেরো লক্ষ? কবে ম্যাজারিন ফোকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই এক কোটি তেরো লক্ষ? অভিযোগ করতে হলে সেসব খুঁটিনাটি প্রমাণও তো হাতে থাকা দরকার।"

"হ্যাঁ, সেসব প্রমাণও আমার হাতে আছে। ওই ছখানার পরে সপ্তম চিঠি একখানা আছে। তাতে ওসব খুঁটিনাটি প্রমাণও পাবেন। তবে টাকার ব্যাপারটা মিটে না গেলে সে চিঠির নকলও আমি দেখাতে পারব না আপনাকে।"

কোলবার্ট আর দেরি না করে তখনই খচখচ করে হুকুমনামা লিখে ফেললেন। এক লক্ষ ক্রাউন, অর্থাৎ তিন লক্ষ লিভার দিতে হবে মাদাম শেভ্রোজকে। এই হুকুমনামা কোলবার্টের খাজাঞ্চীখানায় দেখালেই খাজাঞ্চী তখুনি টাকাটা দিয়ে দেবে মাদাম শেভ্রোজকে।

টাকা পাওয়ার হুকুমনামাটা ব্যাগে রেখে মাদাম শেভ্রোজ নিজের জামার ভেতরে হাত দিলেন। সেখান থেকে বের করলেন আর একখানা খাম। সেই খামটা কোলবার্টের হাতে দিয়ে বললেন—"এই সেই সাতখানা চিঠি। এগুলো সব আসল চিঠি, কোনোটাই নকল নয়।"

কোলবার্ট প্রত্যেকখানা চিঠির ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে, ঠিকই আছে! ম্যাজারিনের হাতের লেখা ভাল করেই চেনেন তিনি। এসব ম্যাজারিনের নিজের হাতে লেখা চিঠিই বটে, এবং ফোকের মরণ ঘনিয়ে আসার হাতিয়ারও বটে।

"রানীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবার কি হবে?" আনন্দে দিশেহারা কোলবার্টকে মনে করিয়ে দেন মাদাম শেভ্রোজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনাকে সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে মুখোশ পরে রানী অ্যানের কাছে যেতে হবে। আপনি গিয়ে তৈরি হন, আমি রাজপ্রাসাদে খবর দিচ্ছি যে রানী অ্যানের জন্যে জলপড়া নিয়ে ক্রুজেস মঠের এক সন্ন্যাসিনী যাচ্ছেন, তাঁকে যেন ঢুকতে দেওয়া হয়। রানী যদি আপনাকে চিনতে পেরে রেগে তাড়িয়ে দেন, তাহলে আমি বলতে পারব যে আমি মাদাম শেভ্রোজকে পাঠাইনি, পাঠিয়েছিলাম এক সন্ন্যাসিনীকে।"

খুশি হয়ে মাদাম শেভ্রোজ বেরিয়ে গেলেন।

আর কোলবার্ট তাঁর এক কর্মচারীকে ডেকে আদেশ করলেন—"ভ্যানেলকে এখুনি ডেকে নিয়ে এস।"

ভ্যানেল হচ্ছেন পার্লামেন্টের একজন সদস্য আর কোলবার্টের বিশেষ অনুগত। তাঁর সাহায্যে নিজের মতলব হাসিল করার ফন্দি আঁটলেন কোলবার্ট।

তিন

রানী অ্যান বসে আছেন তাঁর শোবার ঘরে।

অ্যানকে এখন রানী না বলে রাজমাতা বলাই উচিত। কেননা তাঁর পুত্র চতুর্দশ লুই এখন দেশের রাজা। তবু সারা দেশের লোক এখনও তাঁকে রানী বলেই সম্বোধন করে। চতুর্দশ লুইয়ের যিনি পত্নী, তিনি নিজেকে রানী হিসাবে একটুও জাহির করেন না বলে তিনি যে এখন সত্যিকারের রানী সে কথাটাই দেশের লোকে যেন ভুলে যেতে বসেছে!

রানী অ্যান এখন খুবই অসুস্থ, তাই তিনি তাঁর শোবার ঘর থেকে বড় একটা বেরোন না। দুই সখীকে নিজের শোবার ঘরেই ডেকে এনে গল্পগুজব করছেন, এমন সময়ে দাসী এসে খবর দিল যে রানীর জন্যে ওষুধ নিয়ে ক্রুজেস মঠ থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসেছে।

"সন্ন্যাসিনী?" রানী জানতে চাইলেন—"রাজপ্রাসাদে সে এল কেমন করে?"

"মসিয়ে কোলবার্ট পাঠিয়েছেন তাকে।"

"নাম কী তার?"

"নাম বলেনি তো!"

রানী এক সখীকে পাঠাতে চাইছিলেন সন্ন্যাসিনীর সাথে কথা কইবার জন্যে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী ততক্ষণে নিজেই এসে পড়েছে দাসীর পেছনে পেছনে। মুখে তার মুখোশ—সেই মুখোশের ভেতর থেকে যে সুরে সে কথা কয়ে উঠল, তা শুনে রানী চমকে উঠলেন। এ কার গলার স্বর? হঠাৎ মনে পড়ছে না বটে, কিন্তু খুব চেনা লোকেরই গলার স্বর যে এটা, রানীর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মুখোশ-পরা সন্ন্যাসিনী বলে উঠল—"রানীর জন্যে আমি ওষুধ এনেছি বটে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু সে বিষয়ে গোপনে কথা কইতে চাই। কেননা, লোক জানাজানি হলে ওষুধের গুণই নষ্ট হবে।"

রানীর ইশারায় সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সন্ন্যাসিনী তখন ঘরের ভেতর এগিয়ে এসে রানীকে অভিবাদন করে বলল, "ব্রুজেস অঞ্চলে মহারানীর ভক্ত প্রজা অনেক আছে। তারাই পাঠিয়েছে আমায়।"

"তারা কারা? নাম বল।"

"বলে কোনো ফল নেই বোধহয়। আমার গলার স্বর শুনে যখন চিনতে পারছেন না, তখন নাম শুনেও হয়তো বুঝতে পারবেন না।"

রানী অ্যান এবার মাথা তুলে এক নজরে সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখোশের আড়ালে থাকলেও সন্ন্যাসিনীকে চেনার চেষ্টা করেন তিনি। চেনা গলা বটে, কিন্তু মানুষটাকে তিনি চিনতে পারেন না কিছুতেই। শেষে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন তিনি—"তুমি কি জানো না যে রাজা-রানীদের সামনে মুখোশ পরে আসার রীতি নেই।"

"তা ভাল করেই জানি মহারানী। সব জেনেও মুখোশ পরেই এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমাদের মঠের নিয়ম তো আমাকে মানতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো পীড়িত লোককে ওষুধ দেবার সময় নিজের পরিচয় তাকে দেওয়া চলবে না বা নিজের মুখ তাকে দেখানো চলবে না। এই নিয়ম মানতে যদি আপনি গররাজী হন, তাহলে আমায় এখুনি বিদায় নিতে হবে।"

রানী একটু চিন্তা করে বললেন—"আমার যখন ওষুধের দরকার, তখন দরকারী নিয়মকানুনের ওপর জোর দিতে চাই না। থাকো তুমি মুখোশ পরেই। কী ওষুধ এনেছো বল শুনি; ভগবানের দয়ায় আমার অসুস্থ দেহটাকে যদি তুমি সারিয়ে তুলতে পারো—"

"দেহ আপনার অসুস্থ, মনও আপনার অশান্ত। মনের চিকিৎসা আগে দরকার মহারানী, তা নইলে কোনো ওষুধেই আপনার দেহের অসুখ সারবে না।"

আর বেশি বলতে হল না সন্ন্যাসিনীকে। একে তো চেনা গলা, তার ওপর মনের খবর রাখে সে। রানী তড়াক করে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"কে তুমি? কী বলতে চাও তুমি? খুলে বল কী মতলবে তুমি এসেছ এখানে, তা নইলে—"

"ভয় দেখানোর কোনো দরকার নেই।" সন্ন্যাসিনী বলে শান্ত গলায়—"আমি তো আগেই বলেছি, আপনার বন্ধুদের তরফ থেকেই আমি এসেছি। আপনার যাতে ভাল হয়, সেটা করাই আমার মতলব।"

"তার প্রমাণ?" রানীর রাগ পড়ে না।

"প্রমাণ দিতে হলে অনেকদিন আগের কথাগুলো একটু মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। মহারানীর জানা কথা সবই, তবু পুরোনো স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিলে সুবিধে হয়। মহারানী কি তাতে অনুমতি দিচ্ছেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বেশ, বল—"

"শুনুন তবে। ১৬৩৮-এর ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম হল এখন যিনি রাজা আপনার সেই পুত্রের—"

"সেকথা তো সবাই জানে!" বলে ওঠেন রানী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই সেকথা জানে বইকি! সে কী মহোৎসব সারা দেশে! মহারাজ—আপনার স্বামী আনন্দে যেন দিশেহারা সেদিন! গীর্জায় গীর্জায় ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছেন!"

"কিন্তু যা সবাই জানে, সেকথা নিয়ে সময় নষ্ট করার কি কোনো দরকার আছে?" রানীর স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

"ধীরে মহারানী, ধীরে! এমন কথা এবার আমি বলছি, যা সবাই তো নয়ই, খুব কম লোকেই জানে। কম লোকের কথাই বা বলি কেন, বলতে পারি এখন মাত্র দুজন জীবিত লোকেরই জানা আছে সেকথা। আর যাঁরা জানতেন, যেমন—রাজা, তাঁর বিশ্বাসী ভৃত্য লাপোর্টি, ধাত্রী পেরোন, আর দুজন প্রধানমন্ত্রী রিশল্যু ও ম্যাজারিন—তাঁরা কেউই আর আজ বেঁচে নেই।"

রানীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে তৎক্ষণ। কী যেন একটা কথা বলার জন্যে তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একবার, কিন্তু কথা ফুটল না মুখ দিয়ে।

সন্ন্যাসিনী বলেই যাচ্ছে—

"গীর্জা থেকে ফিরে এসে রাজা ভোজে বসেছেন। দেশের সকল অভিজাতেরা আনন্দ করছেন রাজাকে ঘিরে। এমন সময়—"

রানীর মুখ দিয়ে অতি ধীরে শেষ কথারই প্রতিধ্বনি বেরুলো—"এমন সময়—?"

"এমন সময় লাপোর্টি হাসিমুখে এসে রাজার পেছনে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বলল—'আপনি একবার মহারানীর কাছে এলে ভাল হয় মহারাজ'।"

রাজা উঠে চলে গেলেন। রানীর ঘরে আসতেই ধাত্রী পেরোন তাঁর কোলে তুলে দিল দ্বিতীয় একটি ছেলে। একসঙ্গে দুটি ছেলে! যমজ—এ দু'ঘণ্টা আগে পরে তাদের জন্ম! রাজার হল হরিষে বিষাদ। এই দুই যমজ ছেলে কি বড় হয়ে সিংহাসনের জন্যে ঘরোয়া যুদ্ধে মেতে উঠবে না!

রাজা তখনি ডেকে পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী রিশল্যুকে। রিশল্যু পুরো এক ঘণ্টা বসে চিন্তা করলেন। তার পরে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর সেই অভিমতকে নিষ্পাপ শিশুকে সাজা দেওয়ার হুকুমও বলা যায়।

রিশল্যু বললেন—"দ্বিতীয় রাজকুমারকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। রাজা, রানী, রিশল্যু, লাপোর্টি আর পেরোন—এই পাঁচজন ছাড়া দেশের আর কেউ জানবে না যে রাজার যমজ ছেলে হয়েছিল।"

রানী হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এত কথা যে জানে তার ঠাঁই এ পৃথিবীতে নয়। কার কাছে তুমি জেনেছ এ গোপন কথা? লাপোর্টি, না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরোন? কে করেছিল এই ভীষণ বেইমানী? যেই করুক, তারা আগেই মরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এখন তোমার পালা। আমি এখনি—"

রানী ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছেন প্রহরী ডাকার জন্যে, হঠাৎ সন্ন্যাসিনী তার মুখোশ খুলে ফেলল। মাঝখানে কয়েক বছর রানী মাদাম শেভ্রোজকে দেখেননি, আর সেই কয়েক বছরের ভেতরে দুঃখে-কষ্টে তার চেহারাও বুড়িয়ে গেছে অনেকখানি, তাই তার মুখ দেখেও হঠাৎ তাকে চিনতে পারলেন না রানী।

সন্ন্যাসিনী ততক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। বিজয়িনীর মতো গৌরব করে বলে চলেছে—"লাপোর্টি নয়, পেরোন নয়, আপনি নিজেই! আপনি নিজেই গোপন কথা প্রকাশ করেছিলেন এমন একজনের কাছে, যে তখনকার দিনে আপনার একান্ত মনের মানুষ ছিল, যাকে আপনি আদর করে নিজের বড় বোন বলে ডাকতেন, আর সে ছিল ঠিক যেন দুই দেহে একই প্রাণের মতো।"

এতক্ষণে সন্ন্যাসিনীকে চিনতে পারলেন রানী। একটা চাপা কান্নার মতো সুর বেরিয়ে এল তাঁর গলা থেকে। অসহ্য আবেগে তিনি মাদাম শেভ্রোজের কাঁধের ওপর নেতিয়ে পড়লেন, তারপর থেমে থেমে দম নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"ওঃ, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা নিয়ে এমন খেলা খেলতে পারো তুমি ডাচেস?"

"দুঃখ? দুঃখ আমাদের দুজনেরই আছে।" মাদাম শেভ্রোজের কথায় ফুটে ওঠে খেদ। তিনি বলতে থাকেন—"মনে কর রানী, আমাদের সেদিনকার সেই ভালবাসা। দুষ্ট লোকের তা সইল না। তারা ফন্দি করে আমাকে তোমার কাছছাড়া করে ছাড়ল। তারপর থেকে দুঃখ তুমিও পেয়েছ, আমিও পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ। মনে তোমার যত দুঃখই থাক, বাইরে আনন্দের অভাব কোনোদিন হয়নি তোমার। কিন্তু আমি?"

রানী লাল হয়ে ওঠেন লজ্জায়, স্বীকার করেন—"তোমার ওপর খারাপ ব্যবহারই করা হয়েছে।"

"এখনও হবে। তোমার সখী বলে আমি ম্যাজারিনের বিষনজরে পড়েছিলাম। আবার এখন যিনি রাজা—তোমার ছেলে—"

"তারও খুব সুনজর তোমার ওপর নেই। এর মধ্যেই তার কান ভারী করে দিয়েছে নানা লোকে নানা কথা বলে। তবু তুমি গোপনে আসতে পারতে আমার কাছে। আমি তো শুনেছিলাম তুমি আর বেঁচে নেই।"

"শুনে সেকথা কি করে বিশ্বাস করলে? তোমার বোঝা উচিত ছিল যে আমি মারা গেলে তার পরদিনই তুমি এই বান্ডিল চিঠি ফেরত পেতে।"

"চিঠি?"

"তোমার সেসব দিনের বহু চিঠি আমার কাছে এখনও আছে তো! মরবার দিন বিশ্বাসী লোক দিয়ে সেসব চিঠি তোমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম আমি। এখন সেগুলো ফেরত দিতে পারিনে, কারণ তোমার ভালবাসা হারিয়ে অবধি এই

www.BanglaBook.org

চিঠিগুলো আমি রোজ একবার করে পড়ি। তাতে সান্ত্বনাও পাই অনেকটা।"

রানী চিন্তায় পড়েছেন। কী বলতে চাইছে মাদাম শেভ্রোজ?

মাদাম শেভ্রোজ তখনও বলে চলেছেন—"বিশেষ করে তোমার সেই চিঠিখানা—১৬৪৪-এর ২রা অগস্ট যেটা তুমি আমায় লিখেছিলে। তোমার দুটি ছেলের বয়স তখন ছ' বছর।"

রানীর বুক ধুকধুক করে উঠল।

মাদাম বলতে থাকেন—"যে চিঠিতে তুমি আমায় লিখেছিলে নয়জিলি-সেক্ গাঁয়ে গিয়ে তোমার অভাগা ছেলেটির খোঁজ নিতে। তোমার নিজের হাতে লেখা আছে ঠিক ওই কথাগুলো—'আমার অভাগা ছেলে'।"

মাদাম শেভ্রোজ যে ফাঁদ পেতেছেন, স্পষ্ট বুঝতে পারেন রানী।

সেই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরুনোর উপায় ভাবতে থাকেন রানী। শেষে তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—"সত্যিই আমার সেই ছেলে বড় অভাগা। তা নইলে অমন শোচনীয় ভাবে সে মারা যায়!"

"মারা যায়?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন মাদাম। প্রশ্নের ভেতর বিস্ময়ের সঙ্গে অবিশ্বাস মিশে আছে অনেকখানি।

অবিশ্বাসটা গায়ে মাখলেন না রানী, উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, ওই নয়জিলি-সেক্ গাঁয়ের বাড়িতেই মারা যায় সে। ক্ষয় রোগ হয়েছিল অভাগার। সেই অতিবিশ্বাসী লাপোর্টি আমাদের, তারই কোলের ওপর মারা যায় সে।"

একটু থেমেই আবার বলেন রানী—"বেচারী লাপোর্টি, সেও আর বেশি দিন বাঁচল না তারপর।"

মাদাম টিপ্পনী কাটেন—"তা আর কি করে বাঁচে? অত দুঃখেও যদি না মরত লোকটা, তাহলেই আশ্চর্য হবার কারণ ছিল।"

এ বিদ্রূপের জবাবটা ঠিক কীভাবে দেওয়া উচিত, রানী সেটা ভেবে ঠিক করে নেওয়ার আগেই মাদাম আবার বলেন—"কিন্তু আমি তোমায় একটা কথা বলতে পারি রানী, নয়জিলি-সেক্ গাঁয়ের লোকেরা বিশ্বাস করে না যে সেই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাড়ির নজরবন্দী বাচ্চা ছেলেটি মারা গেছে। তারা কি বলে জানো?"

"কী বলে তারা?"

"তারা বলে যে ১৬৪৫ সালের এক সন্ধ্যায় গাঁয়ের বাইরের চৌমাথায়, যে চৌমাথায় আমি এর আগে বহুবার গিয়ে অপেক্ষা করেছি অভাগা ছেলেটিকে দেখার জন্যে, সেখানেই এক উঁচুদরের মহিলা—মুখে মুখোশ থাকলেও গাঁয়ের লোকেদের বুঝতে ভুল হয়নি যে মহিলাটি অত্যন্ত উঁচুদরেরই একজন—"

"হুঁ" বললেন রানী।

"সেই মহিলা গাড়িতে করে চৌমাথায় আসার সাথে সাথেই অভাগা ছেলেটি তার পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তার অভিভাবকের সঙ্গে। বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

এসে সে গাড়ির দিকেই চলে গেল মহিলাটির কাছে।"

"তারপর?"

"পরদিন ওই গাঁয়ের লোকেরা দেখল পাঁচিল-ঘেরা বাড়িতে সে ছেলেটিও নেই, আর তার অভিভাবকও নেই।"

"ওরকম দেখা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেটার অসুখ আগে থেকেই ছিল, হঠাৎই মারা গেল সেই রাতে। লাপোর্টি তখন আর ওখানে কি জন্যে থাকবে? তাই সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে সে চলে এল।"

"কিন্তু রানী, ওরই কিছুদিন পরে আমি টুরেন শহরে বেড়াতে গিয়ে—"

রানী চমকে উঠলেন—"টুরেন!"

"হ্যাঁ, টুরেন শহরে সেই অভিভাবকটিকে তো দেখলামই, আর সেই অভাগা ছেলেটিকেও দেখলাম যেন! হয়তো আমার চোখের ভুল হয়েছে! হয়তো আমি যাদের দেখেছি, তারা দুজন অন্য লোক! কিন্তু তাদের চেহারায় আশ্চর্য মিল। যাক ওসব কথা। তোমাকে অনেক বিরক্ত করেছি রানী, এবার আমি বিদায় নেই।"

"কিন্তু তোমার নিজের কথা তো কিছু বলনি এখনও!" রানী ইশারায় বসতে বলেন মাদাম শেভ্রোজকে।

"আমার তো ওই একমাত্র কথা—জীবনে মরণে আমি তোমার।"

"তা যদি হবে, তাহলে আমার কাছে এতদিন কিছু চাওনি কেন?"

"চাওয়ার আর কীই বা আছে? তবে হ্যাঁ, তুমি আমাদের দেশের রানী, রাজার মা—তুমি যদি আমার ড্যাম্পিয়ারের বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন আমার অতিথি হয়ে থাক, তাহলে আমি বড় খুশি হই।"

"এইটুকুমাত্র!" রানী অবাক হয়ে যান।

"এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা হল! তুমি যদি সত্যি সত্যিই আমার বাড়িতে যাও রানী, আমার আনন্দের আর গৌরবের সীমা থাকবে না।"

রানী বুঝলেন মাদামের মতলব। বললেন—"বেশ যাব। কবে গেলে তোমার সুবিধে হয়?"

"এই দিন পনেরো বাদে। বাড়িটা মেরামত করতে হবে তো। ভাঙা বাড়িতে রানীকে নিয়ে তুলব কী করে? টাকার যোগাড় হয়ে ওঠেনি বলে এতদিন মেরামত করানো যায়নি। এবার রানী আমার বাড়িতে আসছেন শুনলে ঢের লোকে আমাকে এক লক্ষ ক্রাউন ধার দেবে বাড়ি মেরামতের জন্যে।"

"ওঃ, এক লক্ষ ক্রাউন ধারের দরকার ড্যাম্পিয়ারকে রানীর বাসের উপযোগী করার জন্যে? তা আমিই এ টাকা ধার দিচ্ছি তোমাকে! ধারই বা কেন, একেবারেই দিয়ে দিচ্ছি। সয়জিলি-সেক্ গাঁয়ে বহুবার তোমায় আনাগোনা করতে হয়েছে আমার জন্যে। তার জন্যে কোনোদিন তো কোনো কিছুই চাওনি তুমি আমার কাছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রানী তখনি একটা হুকুমনামা লিখে দিলেন মাদাম শেভ্রোজকে এক লক্ষ ক্রাউন দেবার জন্যে। হুকুমনামাটা কার কাছে পাঠাবেন? কোলবার্ট হয়তো ওজর করতে পারে টাকা নেই বলে। ওর কিপটেপনার অন্ত নেই। তার চেয়ে ফোকের দপ্তরেই ওটা পাঠানো ভাল। রানীর হুকুমনামা ফোকে কখনও ফেরত দেবে না। অতি ভদ্রলোক ওই ফোকে।

আরো অনেক মিষ্টিকথা বলে, পনেরো দিন বাদে ড্যাম্পিয়ারে আসার পাকা কথাটা রানীর কাছ থেকে আদায় করে মাদাম শেভ্রোজ বিদায় নিলেন রাজপ্রাসাদ থেকে।

বহু বছর পরে রাজধানীতে ফিরে আসা বিফল হয়নি মাদামের। এরই মধ্যে হাতে এসে গেছে দু'লক্ষ ক্রাউন অর্থাৎ ছ'লক্ষ লিভার। তারপর রানী যদি তাঁর বাড়িতে আসেন, তাহলে আবার তাঁর মান-ইজ্জত হু-হু করে বেড়ে যাবে, আবার তিনি রাজদরবারের কেউকেটা হয়ে উঠবেন একজন।

চার

ফোকের দপ্তর থেকে এক লক্ষ ক্রাউন পাবেন মাদাম শেভ্রোজ, অথচ ওই ফোকেরই সর্বনাশ ডেকে আনার হাতিয়ার তিনি তুলে দিয়েছেন কোলবার্টের হাতে। স্বার্থের খাতিরে শুধু তিনি এটা করেছেন, তা নইলে ফোকের সাথে তাঁর তো কোনো বিবাদ নাই। বরং ফোকের প্রতি তাঁর ভক্তি-মেশানো শ্রদ্ধা আছে এখনও, কিন্তু টাকার দরকার আছে বলে তিনি নিরুপায় হয়ে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে এ কাজটা করে বসেছেন।

অনেক ভেবেচিন্তে মাদাম ঠিক করলেন ফোকেকে আগে থেকে সাবধান করে দেবেন, যাতে অন্তত সেই ভদ্রলোক আত্মরক্ষার খানিকটা চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু কিভাবে তা করবেন? তিনি নিজে তো আর ফোকেকে গিয়ে বলতে পারেন না যে তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনার হাতিয়ার তিনি নিজের হাতে তুলে দিয়েছেন কোলবার্টকে, আর তাঁর কাছে এখন এসেছেন তাঁকে সাবধান করে দিতে। নাঃ এটা একেবারেই অসম্ভব!

ভাবতে ভাবতে আরামিসের কথা মনে পড়ে গেল মাদামের।

আরামিস ফোকের দরদী বন্ধু। ফোকের কোনোরকম ক্ষতি হলে যে আরামিস মোটেই খুশি হবে না, বরং যাতে ফোকের কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য সে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে—একথা মাদাম জানেন ভাল করেই।

আরামিসের সঙ্গে তো মাদামের আর আগের মতো বন্ধুত্ব নেই। তবে সাথে কালেভদ্রে মাদামের দেখা হয় আজকাল। আগে তো সে নিয়মিত সঙ্গী ছিল তাঁর।

ওই নয়জিলি-সেক্ গাঁয়ে কতবার আরামিস গেছে মাদামের সঙ্গে। রানীর লুকোনো দ্বিতীয় ছেলের কথা মাদাম আবেগের মুখে বলে ফেলেছেন

www.BanglaBook.org

আরামিসকে। এ খবরটা রানী এখনও জানেন না। রানী শুধু জেনেছেন যে তাঁর ওই গোপন কথাটি জীবিত লোকেদের মধ্যে শুধু একজনই জানে এবং সে হচ্ছে মাদাম শেভ্রোজ।

কিন্তু মাদাম তো জানেন রানীর সেই ধারণাটা কতো বড় ভুল। রানীর ওই গোপন কথাটা জানার আরও একজন যে ভাগীদার বেঁচে আছে, আর সেই লোকটা যে মাদামের চেয়ে আরও অনেক সাংঘাতিক—তাও মাদাম শেভ্রোজ ভাল করেই জানেন।

শেষ পর্যন্ত নিজের বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে মাদাম গোপনে দেখা করলেন আরামিসের সঙ্গে এক গভীর রাতে। ফোকের আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কার কথা বললেন তাকে। ম্যাজারিনের লেখা যেসব চিঠি ফোকের সর্বনাশ ঘটাবে, সেগুলো যে কোলবার্টের হাতের মুঠোয় এসেছে সেকথাও তিনি বুঝিয়ে বললেন আরামিসকে। তাকে শুধু বললেন না যে কিভাবে সেই চিঠিগুলো কোলবার্টের হাতে পৌঁছালো এক লক্ষ ক্রাউনের বিনিময়ে।

মাদামের মুখে ফোকের আসন্ন সর্বনাশের খবর শুনে আরামিস বিন্দুমাত্র দেরি না করে তখনি ছুটলেন ফোকের কাছে।

প্রধানমন্ত্রী না হয়েও ফোকে সারাদেশের মধ্যে সবচেয়ে মানী লোক। অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী তিনি—উদার, পরোপকারী, সত্যবাদী, রাজভক্ত।

শুধু একটিমাত্র দোষ তাঁর চরিত্রে—তিনি হিসেব করে খরচ করেন না। দেশের রাজস্ব তিনি আদায় করেন, তা থেকে খরচও করেন তিনি। দেশের প্রয়োজনেও খরচ করেন, আবার নিজের প্রয়োজনেও খেয়ালখুশিমতো খরচ করেন সরকারী তহবিলের টাকা, যেন সে টাকাগুলো তাঁর নিজেরই।

তিনি যে এভাবে সরকারী তহবিলের বহু টাকা উড়িয়েছেন তা আর লুকোছাপা নেই। অনেকের মনেই এ সন্দেহ অনেক দিন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, এখন ক্রমে তা দানা বেঁধেছে। এতদিন প্রকাশ্যে কেউ ফোকের কোনো ক্ষতির চেষ্টা করেনি, কারণ প্রমাণ ছিল না কারও হাতে। এবার কোলবার্টের হাতে প্রমাণ এসেছে। মাদাম শেভ্রোজ যে চিঠিগুলো তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন, তা দিয়ে কোলবার্ট ফোকের সর্বনাশ করতে পারবেন বলে আশা করেন।

কোলবার্ট তাই ডেকে পাঠিয়েছেন আরামিসকে। এ লোকটির উচ্চাশার অন্ত নেই। কোলবার্ট একে হাত করেছেন। চুপিচুপি পরামর্শ দিয়ে একে পাঠিয়েছেন ফোকের দরবারে। ফোকের আশেপাশে যেসব লোক সদাই ঘোরে ফেরে, তাদের কাউকে দিয়ে একটা প্রস্তাব ফোকের কাছে রাখার জন্যে। কোলবার্টের ধারণা, টোপ ফেললেই ফোকে তা গিলে ফেলবেন। না গিলে উপায় নেই তাঁর। টাকার নিদারুণ অভাবে তিনি আজকাল কষ্ট পাচ্ছেন।

সত্যিই ফোকে এখন প্রায় নিঃস্ব। নিজের উদারতায় সরকারী তহবিলের প্রায় সব টাকা ফুঁকে দিয়েছেন। তাই টাকা যোগাড় করার জন্যে তাঁকে নিজের একটা

www.BanglaBook.org

বাড়ি বন্ধক দিতে হয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত সেই বন্ধকী দেনার টাকা শোধ দিতে পারেননি তিনি। এখন খবর পেয়েছেন যে দেনার দায়ে সেটা এখন বেচে দিচ্ছে মহাজন। ফোকের অনুগত বন্ধুরা জানতে পেরেছে বাড়ি বেচার কথা। তাই তারা বাড়িটা রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। নিজেরা গরিব হলেও, যে যতটা পেরেছে, টাকা যোগাড় করে এনেছে। চাঁদা করে ফোকের দেনা মেটাবে তারা। একসঙ্গে পারবে না, কিস্তিতে কিস্তিতে দু'লক্ষ করে লিভার শোধ করে দেবে। প্রথম কিস্তির সিকি পরিমাণ টাকা এযাবৎ উঠেছে। তাতেই তারা আনন্দে ফোকের সেণ্ট-মন্দির প্রাসাদে মহা হইচই লাগিয়েছে আজ সন্ধ্যাবেলায়।

রোজ সন্ধ্যায় তারা সবাই এখানে খাওয়া দাওয়া সারে। আজও তারা এখানে জমায়েত হয়েছে। ভোজ শুরু হবে এবার। ব্যারনেস লা-বেলিয়ারেরও এখানে আসার কথা আছে। তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

ফোকে এসে দাঁড়িয়েছেন বন্ধুদের মাঝে। তাঁর সম্পত্তি রক্ষার জন্যে গরিব বন্ধুরা যে সামান্য পঞ্চাশ হাজার লিভার যোগাড় করে এনেছে, টেবিলের ওপর সেটা দেখে নাড়াচাড়া করছেন, আর চোখ তাঁর ছলছলিয়ে উঠছে বন্ধুদের ভালবাসার পরিচয় পেয়ে। যার যা সামান্য সঞ্চয় ছিল, তারা তা নিয়ে এসেছে ফোকের হাতে তুলে দেবার জন্যে। কেউ বা সংসার খরচের টাকা থেকে মোটা একটা অংশ বের করে এনেছে, কেউ বা এনেছে ধার করে। পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, এ উপহারের দাম ভালবাসার দিক দিয়ে যে কত বেশি, ফোকে তা বোঝেন।

কিন্তু নিজের বাড়ি রক্ষা করার চিন্তা ফোকের মাথায় তখন নেই। ওর চেয়ে ঢের কঠিন একটা সমস্যা নিয়ে তিনি এখন বিব্রত। কয়েকদিন আগে তের লক্ষ লিভারের দরকার হয়ে পড়ে ফোকের। সরকারী তহবিলের ওপর ওই পরিমাণ টাকার একটা দাবি আসে রাজার কাছ থেকে। তখনি সে দাবি না মেটালে ফোকের বিপদ হত। রাজা প্রশ্ন করে পাঠাতেন—সরকারী তহবিলের টাকা গেল কোথায়? ফোকে যে নিজের দরকারে সরকারী তহবিল খালি করে ফেলেছেন, তা তখনি হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে যেত।

তের লক্ষ লিভার কম কথা নয়। ফোকের তহবিল তখন একেবারে ঢুঢু। এই আসন্ন সর্বনাশের সময় তাঁর মান-ইজ্জত, এমনকি তাঁর জীবনরক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন তাঁর বান্ধবী ব্যারনেস লা-বেলিয়ারে। খুব বড়লোকের গিন্নী তিনি। নিজের দামী-দামী গয়নাগুলো তিনি এক মণিকারকে বেচে দিলেন রাতারাতি। তের লক্ষ লিভার এনে দিলেন ফোকের হাতে।

বিপদের সময় টাকা পেয়ে ফোকে তা না নিয়ে পারেননি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণিকারকে ডেকে তিনি অনুরোধ করলেন—"গয়নাগুলো তুমি বেচে দিও না। দু'চার দিন ধরে রাখ। আমি তোমার টাকা শোধ করে দিয়ে ওগুলো ফেরত আনব আবার।"

www.BanglaBook.org

কয়েকদিন কেটে গেছে তারপর। ব্যারনেস লা-বেলিয়ারের গয়নাগুলো খালাস করার কোনো উপায়ই করতে পারেননি ফোকে। নিজের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, নিজের মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে যেতে বসেছে, এমনকি নিজের স্বাধীনতা বা জীবনও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে কোনো মুহূর্তে, কিন্তু সেসব কথা নিয়ে ভুলেও মাথা ঘামাচ্ছেন না ফোকে। একমাত্র ভাবনা আজ তাঁর মাথায়—কেমন করে বান্ধবীর গয়নাগুলো বান্ধবীকে ফেরত দেবেন।

লা-ফন্তেন একজন কবি, ফোকের বড় অনুরাগী। সেও আটশো লিভার এনে দিয়েছে আজ। কিন্তু ফোকের প্রয়োজনের তুলনায় সে টাকা যে কত সামান্য, তা সে বোঝে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ফোকের কাছে, বলল—"চোদ্দ লক্ষ লিভার এখনি পেতে পারা যায়, মসিয়েঁ!" কথাটা বলে ফেলে সে তাকিয়ে থাকে ফোকের দিকে।

"চোদ্দ লক্ষ লিভার?" আকাশ থেকে পড়েন ফোকে।

"ভ্যানেল এসেছিল আমার কাছে। ওর সাথে কিছুটা পরিচয় আগে থেকেই আমার ছিল। সে আপনার উকিল-সরকারের চাকরিটি কিনে নিতে চায়।"

"উকিল-সরকারের চাকরি কিনে নিতে চায়!" কথাটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করেন ফোকে। এ চাকরি তাঁর আছে বলে তাঁর নামে এযাবৎ কোনো নালিশ হতে পারেনি পার্লামেন্টে। আজ যদি তিনি বেচে দেন এ চাকরি, তাহলে তাঁর সর্বনাশ হতে পারে। হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই হবে তাঁর সর্বনাশ। তাঁর কপাল ঘেমে ওঠে সর্বনাশের চিন্তায়। ঘাম মুছতে গিয়ে হাত কাঁপে ফোকের।

কিন্তু হোক নিজের সর্বনাশ, তবু বান্ধবীর দামী গয়নাগুলো নষ্ট হতে দিতে পারেন না তিনি। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতে করবেন তিনি। আপাততঃ বান্ধবী ব্যারনেস লা-বেলিয়ারের গয়নাগুলো মণিকারের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। তাই চোদ্দ লক্ষ লিভার পাওয়ার এ সুযোগ তিনি এখনি কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। এতে যদি জীবনে তাঁর নিদারুণ সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে, তবুও না।

"ভ্যানেল কোথায়?" প্রশ্ন করেন ফোকে।

"আমার সঙ্গেই সে এসেছে। বাগানে আছে দাঁড়িয়ে।" উত্তর দেয় লা-ফন্তেন।

বাস, আর ভাবনা-চিন্তা নয়! ভ্যানেলকে ডেকে এনে ফোকে তখনি নিজের উকিল-সরকারের চাকরিটা চোদ্দ লক্ষ লিভারের বিনিময়ে বেচে দেবার কথাটা পাকা করে ফেললেন। ঠিক হল, পরদিন কাল ভোর ছটাতেই ভ্যানেল চোদ্দ লক্ষ লিভার নিয়ে আসবে, আর ফোকে তখুনি সই করে দেবেন সেই দলিলে, আর টাকাগুলো গুনে নেবেন।

কোলবার্টের নির্দেশমতো চলে যাওয়ার সময় ভ্যানেল আবার জিজ্ঞাসা করে—"আপনি উকিল-সরকারের চাকরিটা আমায় বেচে দেবার পাকা কথাটা দিচ্ছেন তো মসিয়েঁ ফোকে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোকে কথা দিলে কোনোমতেই যে তার নড়চড় করেন না, এটা তাঁর পরম শত্রু কোলবার্টও জানেন এবং বিশ্বাসও করেন।

ভ্যানেলের শেষ প্রশ্নে ফোকে নিজের ডান হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আর হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। নিজের হাতের ওপর ফোকের হাতের ছোঁয়া পেয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে উঠল ভ্যানেলের দেহ। ফোকের চাকরি করা মানেই তাঁর গলায় ছুরি মারা—একথা ভাল করেই জানে ভ্যানেল। শত্রুকে জবাই করার জন্যেই কোলবার্ট চোদ্দ লক্ষ লিভার যুগিয়েছেন ভ্যানেলকে। তা নইলে ভ্যানেল এত টাকা পাবে কোথা থেকে?

সেই রাতেই তখনি ফোকের বন্ধু পেলিসন মণিকারকে ডেকে নিয়ে এল। গাড়ি বোঝাই করে মণিকার নিয়ে এল ব্যারনেস লা-বেলিয়ারের বন্ধকী গয়নাগুলো।

ফোকে তাকে চোদ্দ লক্ষ লিভার দেবার জন্যে একখানা হুকুমনামা লিখে দিলেন নিজের দপ্তরের ওপর। আগামী কাল দুপুরে এই কাগজখানা দপ্তরে দেখালেই মণিকার চোদ্দ লক্ষ লিভার পেয়ে যাবে। ভ্যানেল টাকা আনবে ভোর ছটায়। কাজেই ফোকে অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই টাকাটা সেখানে জমা করে দিতে পারবেন।

মণিকার বলে—"চোদ্দ লক্ষ লিভার কেন? আমি তো তের লক্ষ লিভার দিয়েছিলাম ব্যারনেস লা-বেলিয়ারকে।" সে অবাক হয়ে ফোকের দিকে তাকায়।

"এক লক্ষ লিভার তো তুমি অনায়াসে লাভ করতে গয়নাগুলো অন্য জায়গায় বেচে! তোমার লোকসান করব কেন আমি?"

"আপনার মহত্ত্ব—" মণিকারের মুখে আর কথা যোগায় না।

"ওতে আর মহত্ত্ব কি আছে?" এই বলে ফোকে নিজের জামার হাতা থেকে একটা হীরের বোতাম খুলে নেন। এ বোতাম কিছুদিন আগে ওই মণিকারই বেচেছিল ফোকের কাছে। দাম নিয়েছিল তিন হাজার লিভার।

"মহত্ত্ব বরং দেখিয়েছ তুমি। আমার অনুরোধে কয়েকদিন ব্যারনেসের গয়নাগুলো ধরে রেখেছ। তারই সামান্য প্রতিদান হিসেবে এই সামান্য উপহারটি তুমি নিয়ে যাও। তোমার ভদ্রতা আমি কোনোদিন ভুলব না।"

হীরের বোতামটা মণিকারের হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন ফোকে। সে-লোকটা আর কথা কইবার সুযোগ পেল না।

ব্যারনেস লা-বেলিয়ার যখন ভিক্ষে খেতে এলেন, টেবিলে টেবিলে তাঁর দামী গয়নাগুলো থরে থরে সাজানো রয়েছে দেখে তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ফোকে যে নিজের সুখ-সুবিধার ওপরেও স্থান দেন বান্ধবীর স্বার্থকে, তার এই চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে তিনি আজ ফোকের স্নেহপাশে বাঁধা পড়লেন।

সব দুশ্চিন্তা ঠেলে ফেলে ফোকে আনন্দে মেতে উঠলেন। প্রাণের বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আজকের রাতটা তো তাদের নিয়ে উৎসব করা যাক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালকের চিন্তা কাল করা যাবে।

অনেক রাত পর্যন্ত চলল খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ। তারপর এক সময় হঠাৎ শোনা গেল বাগানে একটা গাড়ির শব্দ। সবাই কান খাড়া করে উঠলেন। এ সময় যে এসেছে, সে কোনো সুখবর নিয়ে আসেনি নিশ্চয়ই! সকলের মনেই একসাথে দেখা দিল এই একই দুশ্চিন্তা।

ভৃত্য এসে জানাল—"মসিয়েঁ দা হ'রবেল, ভ্যানের বিশপ এসেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গেই দোরগোড়ায় দেখা গেল একখানি গম্ভীর মুখ। সে মুখখানা আরামিসের।

বন্ধুকে দেখে বন্ধুবৎসল ফোকে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বন্ধুর হাবভাবের ভেতর এমন একটা দমিয়ে দেওয়া মেজাজ তিনি নজর করলেন যে তাঁকেও হঠাৎই গম্ভীর হয়ে যেতে হল।

"আসুন, আসুন! আমাদের ভোজের শেষ পর্ব এখন চলছে, খাবেন না কিছু? নাকি আমাদের হই-হল্লায় ভয় পেয়ে গেলেন?"

খুব সম্ভ্রম দেখিয়ে আরামিস বললেন—"আপনাদের ভোজে ব্যাঘাত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। খাওয়া-দাওয়া মিটলে আমার দু'একটা জরুরি কাজের কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"জরুরি কাজের কথা?" ফোকে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"জরুরি কাজটা স্ফূর্তির জন্যে কখনো আটকে থাকতে পারে না। জরুরি কাজটা যে ভোজের মাঝখানে না এসে শেষমুখে এসে পড়েছে সে আমাদের বরাত জোরে।"

ব্যারনেস লা-বেলিয়ারকে বিশ্রামের ঘরে পৌঁছে তিনি আরামিসের হাত ধরে নিজের অফিস-ঘরে ঢুকলেন।

নিরিবিলিতে এসেই খাতির-সম্মান সব দূরে ছুড়ে ফেললেন আরামিস। কোনো কিছু ভূমিকা না করেই তিনি বলে উঠলেন—"কার সঙ্গে এইমাত্র আমার দেখা হল, তা বলতে পারেন কি?"

"আপনাকে এভাবে কথা পাড়তে শুনলেই আমি বুঝতে পারি যে একটা কিছু খারাপ খবর আপনি এনেছেন।"

"হ্যাঁ, খারাপ খবরই বটে! ঠিকই ধরেছেন আপনি।"

"তাহলে কেন আর ভাবিয়ে তুলছেন? বলেই ফেলুন খারাপ খবরটা!"

"শুনুন তবে। মাদাম শেভ্রোজের সঙ্গে দেখা হল আমার।"

"সেকালের সেই ডাচেস?"

"সেই ডাচেসের কাছ থেকে জানতে পারলাম কোলবার্ট নাকি কোথা থেকে মাজারিনের কতকগুলো চিঠি হাতিয়েছে।"

"তাতে আর অবাক হবার কী আছে? কিসের চিঠি?"

"আর্থিক বিষয়ের চিঠি। আপনি নাকি সরকারী তহবিল তছরুপ করে এক কোটি তের লক্ষ লিভার নিয়েছেন। সেকথাই নাকি ওসব চিঠিতে লেখা আছে।"

www.BanglaBook.org

চেয়ারে হেলান দিয়ে দু'পা ছড়িয়ে ছাদের দিকে তাকালেন ফোকে।

"কোন্ এক কোটি তের লক্ষ লিভার?" খুব যেন চিন্তায় পড়েছেন, এমন একটা ভাব দেখালেন ফোকে। তারপর তিনি বললেন—"ও ধরনের গুজব আমার নামে তো মাঝে মাঝেই ওঠে! সব সত্যি হলে তো বলতে হয় আমি এক কোটি কেন, অনেক কোটি লিভারই চুরি করেছি! ম্যাজারিন কোন্ এক কোটি তের লক্ষ লিভারের কথা বলেছেন চিঠিতে—"

"ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন না, দোহাই আপনার! ম্যাজারিনের চিঠিগুলো সত্যিই আছে এবং সেসব চিঠির সাহায্যে শত্রুরা নিশ্চয়ই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে।"

ফোকে হেসে উঠলেন—"বুঝেছি, বুঝেছি। হাঁ-হাঁ, এক কোটি তের লক্ষ লিভারই বটে। একটা বড় জমিদারি বন্দোবস্ত দিয়ে ম্যাজারিন একদিন ওই টাকাটা আদায় করেছিলেন সরকারী নজরানা বলে। তিনি সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।"

"বেশ, তারপরে? টাকাটার কী হল?" ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন আরামিস।

"হবে আবার কী? ম্যাজারিনই আবার সে-টাকাটা ফেরত নিয়ে নেন যুদ্ধের খরচা বলে।"

"বাঁচা গেল! তাহলে ম্যাজারিন রসিদ দিয়েছিলেন নিশ্চয়?"

"নিশ্চয়ই! বিনা রসিদে টাকা দেব কেন?" এই বলেই একটা দেরাজ খুলে ফেললেন ফোকে—"এই দেখুন সেই রসিদ।"

"কী আশ্চর্য গোছালো লোক আপনি! দশ বছর আগেকার একখানা রসিদ, আজ সেটা ঠিক কোথায় আছে তা এক সেকেন্ডের ভেতর বলে দেওয়া বড় সহজ কথা নয়!"

"আমার কখনও ভুল হয় না ওসব বিষয়ে—" বলতে বলতে একটা ফাইল খুলে ফেললেন ফোকে, আর তারপরই তাঁর মুখের রং ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ব্যাপারটা নজর করলেন আরামিস, বললেন—"অন্য কোথাও রেখেছেন হয়তো। খুঁজে দেখুন—"

"অসম্ভব! আমার কখনও ভুল হয় না এসব বিষয়ে। সে রসিদ আমার কাছে নেই!"

"তবে কি সেটা চুরি হয়েছে?" আরামিস প্রশ্ন করেন।

"তা ছাড়া আর কি! আমি না থাকলে এ ঘরে কেউ আসে না। তাছাড়া এই দেরাজের চাবি অন্য কারও হাতে দিই না আমি। কিন্তু চুরিই বা কী করে হল!" বিস্ময়ের সুর বেজে ওঠে ফোকের কণ্ঠে।

"চুরি যে লোক করে, সে হাজার উপায় খুঁজে বের করতে পারে। কী ভাবে চুরিটা হল তা আর ভেবে লাভ নেই। চুরি যে হয়েছে, এটাই হল আসল কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন এর ফলে আপনার কী কী অসুবিধে ঘটতে পারে, আমাদের ভাবনার কথা হল সেটা।"

"কী কী অসুবিধে? চাকরি যাবে, বিচার হবে, সাজা হবে—প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে!"

"আরে না না, ওসব যা-তা কী বলছেন?" তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন আরামিস।

"কিছুই বাড়িয়ে বলছি না। সরকারী তহবিল তছরুপের অপরাধে এর আগে ম্যারিনীর প্রাণ গেছে, গেছে সেন্‌ব্রাসেঁর।"

"আপনার সঙ্গে তো আর তাদের তুলনা হয় না!"

"তুলনা হবে না কেন? আমার চেয়ে ছোটো পদ তো তাদের ছিল না!"

"অর্থবিভাগের পদের বিচারে তা ঠিক, কিন্তু অর্থবিভাগের পদ ছাড়া আপনার আরও যে একটা পদ আছে—তাই আপনাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাবে। সে পদ তো ম্যারিনীর বা সেন্‌ব্রাসেঁর ছিল না।"

"উকিল-সরকারের পদ?" দারুণ হতাশার সুরে ফোকে বললেন—"সে পদটা এখন আর আমার নেই!"

"এখন আপনার নেই সেটা! তার মানে?" চমকে ওঠেন আরামিস।

"এই ঘণ্টা চারেক আগে সে পদটা আমি বেচে দিয়েছি।"

"কী সর্বনাশ! কার কাছে বেচে দিলেন?"

"পার্লামেন্টেরই একজন সভ্যকে। ভালরকম তাকে চিনি না। ভ্যানেল তার নাম।"

"ভ্যানেল!" আরামিস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—"ভ্যানেল যে কোলবার্টের হাতের পুতুল, তা কি আপনি জানেন না?"

সারা রাত দুই বন্ধু সেই ঘরের ভেতর মুখোমুখি বসে।

অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে।

আরামিস বলেন—"ভ্যানেলের কাছে উকিল-সরকারের পদ বেচে দেওয়া কোনোমতেই চলবে না।"

ফোকে জবাব দেন—"কথা যখন দেওয়া হয়েছে, সেটা বেচা হয়েছে ধরে নিতে হবে।"

আরামিস জোর দিয়ে বলে ওঠেন—"দলিল যখন সই করা হয়নি তখন সেটা বেচা হয়নি। আর কথা দেওয়ার প্রশ্ন যদি তোলেন, তাহলে বলব বিপদে পড়ে কোনো কথা ফেরত নিলে সেটা দোষের হতে পারে না।"

ফোকে জবাব দেন—"বিপদে পড়লেই যদি কথা ফেরত নেওয়া যেত, তাহলে কথা দেওয়ার দাম কী থাকে?"

সারারাত কথা কাটাকাটি করেও আরামিস ফোকের মত পালটাতে পারলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। অবশেষে দুজনে ঠিক করলেন যে, ভ্যানেলকে আপসে রাজী করাবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে সে নিজের ইচ্ছেয় ফোকেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে রেহাই দেয়।

ভোর ছ'টা হতে না হতেই ভ্যানেল এসে হাজির। তার হাতে চোদ্দ লক্ষ লিভার ভরতি একটা ব্যাগ।

কথা শুরু করলেন ফোকেই—"বসুন মসিয়ে ভ্যানেল! কাল সন্ধ্যায় একটা কথা হয়েছিল—আমার উকিল-সরকারের পদটা আপনাকে বেচে দেবার ব্যাপারে।"

"হ্যাঁ, কথাটা পাকাপাকি হয়েছিল।" ভ্যানেল জবাব দেয়। সে জানত যে শেষ মুহূর্তে ফোকে তাঁর কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারেন। সেজন্যে সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। কোলবার্ট তাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ভ্যানেল নিজে ইচ্ছে করে দাবি ছেড়ে না দিলে ফোকে নিজের দেওয়া কথা নিশ্চয়ই রাখবেন।

সে তাই জোর দিয়ে বলে উঠল—"কথা হয়েছিল বেচে দেবার এটা ঠিক নয়। আপনি বেচেই দিয়েছেন। আপনার তরফ থেকে বাকি আছে শুধু দলিলে সই করে দলিলটা আমাকে দেওয়া, আর আমার তরফ থেকে বাকি আছে শুধু চোদ্দ লক্ষ লিভার গুনে আপনাকে দেওয়া। তাই এই দলিল তৈরি করে এনেছি, আপনি এতে সই করুন। আর এই টাকা এনেছি, সাথে সাথে গুনে নিন।"

ফোকে হাল ছেড়ে দিলেন। তখন এগিয়ে এলেন আরামিস। তিনি জানেন যে লোভী লোককে জব্দ করতে হলে লোভ দেখানো ছাড়া উপায় নেই। পদমর্যাদার লোভে পেয়ে বসেছে এই লোকটাকে। ওকে জব্দ করার একমাত্র হাতিয়ার এখন হচ্ছে অর্থের লোভ দেখানো।

"আপনি অনেকগুলো টাকা রাতারাতি যোগাড় করে এনেছেন, আর এজন্যে আপনাকে নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে। তা বেশ, সে অসুবিধের ক্ষতিপূরণ দেব আমরা। এক লক্ষ লিভার ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রতিশ্রুতি থেকে রেহাই দিন আমার বন্ধুকে।"

"ক্ষতিপূরণ আমি চাই না।" ভ্যানেল শক্ত গলায় বলে—"আমি শুধু চাই যে মসিয়ে ফোকে নিজের দেওয়া পাকা কথাটা রাখুন।"

আরামিস ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেন। দু'লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, পুরো দশ লক্ষ লিভার!

না, ভ্যানেল একেবারে হীরের মতো শক্ত—পাষাণের মতো দুর্ভেদ্য। কোনো প্রলোভনেই সে এতটুকু টলে না।

পকেট থেকে দলিল বের করে ভ্যানেল বলে—"এই যে দলিল তৈরি। এতে সই করুন।"

দলিল বের করতে গিয়ে আর একখানা কাগজ ভ্যানেলের পকেট থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাটিতে পড়ে যায়। ভ্যানেল সেটা কুড়োতে যায় ব্যস্ত হয়ে, কিন্তু তার আগেই আরামিস সেখানা কুড়িয়ে নেন ছোঁ মেরে।

"কোলবার্টের হাতের লেখা। এই দলিলেরই খসড়া—" বলে ওঠেন আরামিস।

ফোকে কাগজখানা দেখে সায় দেন—"হ্যাঁ, কোলবার্টের লেখা এটা। এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

আরামিস ফোকেকে বলেন—"আপনার সর্বনাশের জন্যে যে ষড়যন্ত্র করছে কোলবার্ট, তা বুঝতে তো আপনার আর বাকি নেই একটুও। ভ্যানেলের বেনামীতে উকিল-সরকারের পদটা কিনে নিচ্ছেন কোলবার্ট নিজেই। তাই আপনার প্রতিশ্রুতি রাখতে আপনি বাধ্য নন। ভ্যানেলকে আপনি পদটা বেচতে চেয়েছেন, কোলবার্টকে তো নয়।"

কিন্তু এ যুক্তিও ফোকের হৃদয়কে ছোঁয়া দেয় না। কথা যা দেওয়া হয়েছে তা পাকা। একবার কথা দেওয়া হয়ে গেলে আর তা ফিরিয়ে নেওয়া চলে না, যদি না অপর তরফ থেকে নিজের ইচ্ছেয় তা ফেরত নেয়।

ফোকে কোলবার্টের খসড়ার ওপরেই নাম সই করে দিলেন।

ভ্যানেল টাকা দিয়ে সেই খসড়াটা নিয়ে চলে গেল। আবার দুই বন্ধু চুপচাপ।

হঠাৎ আরামিস সোজা হয়ে বসে বললেন—"মুষড়ে পড়লে তো চলবে না। সর্বনাশ আপনাকে গিলতে আসছে, চুপ করে থাকার সময় তো এ নয়।"

হতাশ ভাবে ফোকে বলেন—"করার আর আমার কীই বা আছে?"

"আছে বইকি, আছে একটা কাজ। বাঁচবার এখন উপায় একটা মাত্রই আছে। তাই-ই আমাদের করতে হবে। কোলবার্ট আঘাত হানবার আগেই তা করতে হবে।"

"কী? কী সে কাজ?"

"একদিন আপনি বলেছিলেন, আপনার ভস্ন প্রাসাদে একটা উৎসব করার মতলব আছে।"

ফোকের মুখে মলিন হাসি ফুটে ওঠে, বলেন—"উৎসব করার দিন ফুরিয়েছে আমার। ওসব কথা আর তুলছো কেন বন্ধু?"

"আগে শুনুন না মতলবটা! তারপর না হয় চুলচেরা বিচার করবেন।"

"বলুন তাহলে আমাকে কি করতে হবে?"

"সেই উৎসব হবে শুনেই রাজা বলেছিলেন—তিনি যাবেন আপনার ভস্ন প্রাসাদে।"

"তা তিনি বলেছিলেন বটে। আমার কোটিখানেক লিভার খসিয়ে দেবার মতলব আর কি! তা নইলে ভালবেসে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রাসাদে নেমন্তন্ন খেতে আসতে চাননি!"

"ভালবাসুন বা নাই বাসুন, নেমন্তন্ন করে আসুন না রাজাকে!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোকে লাফিয়ে উঠলেন—"সে কী!"

"হ্যাঁ, রাজাকে সপরিবারে, সপারিষদে আপনার ভস্ন প্রাসাদে উৎসবে যোগ দেবার জন্যে নেমন্তন্ন করে আসুন।"

"আপনি কি পাগল হয়েছেন মসিয়েঁ? আমি কি বলিনি যে রাজাকে ভস্ন প্রাসাদে নেমন্তন্ন করার মানেই হল এক কোটি লিভার খরচা?"

"তা তো বলেছেন!"

"আর দেখছেন না যে আজ আমি ফতুর!"

"তাও দেখছি। কিন্তু তাতে আসবে যাবে না কিছু। এক কোটি লিভার আমি দেব আপনাকে।"

"আ-পনি অ-ত-টা-কা দে-বেন!" অতি কষ্টে কথাগুলো বেরুলো ফোকের মুখ থেকে। আরামিসের অত অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে ফোকে যে বিশ্বাস করেন না, তা তাঁর কথার সুরে স্পষ্টই ধরা পড়ে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ফোকে।

"হ্যাঁ, আমিই দেব। রাজা ভস্ন প্রাসাদে এলে সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনাকে এক কোটি লিভার দেব। এক কোটি কেন, তার চেয়ে বেশি যদি দরকার হয়—"

এত জোরালো আরামিসের গলা, এত আন্তরিকতা তাঁর কথার সুরে যে ফোকে আর তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি ধীরে ধীরে বসে পড়লেন চেয়ারে। তারপর কপালের ঘাম মুছে ধীরে ধীরে বললেন—"অথচ কয়েকটা দিন আগে আপনি যদি আমাকে লাখ দশেক লিভারও দিতেন, তাহলে আমাকে এই সর্বনাশের পথে দাঁড়াতে হত না।"

"আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন বন্ধু!" ম্লান হাসি হেসে আরামিস উত্তর দিলেন—"কয়েকটা দিন আগে দশ লাখ লিভার দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। অথচ কয়েকটা দিন বাদে দশ কোটি লিভার দেওয়ার ক্ষমতা আমার হবে। আপনি একটা কাজ করুন শুধু! নিজে চিন্তা করা ছেড়ে দিন। ভস্নের উৎসবের ব্যাপারটায় একেবারে যোল আনা নির্ভর করুন আমার ওপরে। তাহলেই আমার ভরসা আছে সর্বনাশের হাত থেকে আমি আপনাকে এখনও বাঁচাতে পারব।"

ফোকে আরামিসের কথায় রাজী না হয়ে পারলেন না।

সেদিনই রাজপ্রাসাদে রাজা চতুর্দশ লুই কথা কইছেন কোলবার্টের সঙ্গে। কাজের লোক এবং টাকাপয়সার ব্যাপারে খাঁটি লোক বলে কোলবার্ট তরুণ রাজার প্রিয় হয়ে উঠছেন দিন দিন।

এমন সময় ফোকে এসে অভিবাদন করলেন রাজাকে। কোলবার্টকে দেখেও যেন দেখতে পেলেন না তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর ফোকে রাজার কাছে নিজের পুরোনো একটা ইচ্ছের কথা জানালেন। তাঁর ইচ্ছে, রাজা নিজের সুবিধেমতো একদিন তাঁর ভক্স প্রাসাদে পায়ের ধুলো দিয়ে তাঁকে একটা ভালরকমের উৎসব করার সুযোগ দেন।

রাজা খুশি হয়েই রাজী হলেন ফোকের এই প্রস্তাবে। কেননা আমোদ-আহ্লাদের ওপর তাঁর ঝোঁক কারও চেয়ে কম নয়। তিনি উৎসবের দিন ঠিক করে দিলেন দিন বারো পরে এক রবিবারে। ফোকের অনুরোধে পাকা কথাও তিনি দিলেন যে সেই উৎসবে তাঁর পরিবারের সবাই তো যাবেনই তাঁর সঙ্গে, তাছাড়া কর্মচারীদের ভেতরও বাছাই-করা লোকদের তিনি নেমন্তন্ন করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে বিদায় নেবার সময় ফোকে রাজাকে জানালেন যে, তিনি উকিল-সরকারের পদটা বেচে দিয়েছেন।

একথা শুনে রাজার তো বিস্ময়ের সীমা রইল না। কোলবার্ট ফোকের দিকে তাকাতে পারেন না যেন! মুখ কালো করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

পাঁচ

কাউন্ট সেন্ট-আইনাঁ রাজার নিবিড় বন্ধু। রাজপ্রাসাদেই তিনি থাকেন। ফোকের ভক্স প্রসাদের উৎসবে যাওয়ার জন্যে রাজা তাঁকেও নেমন্তন্ন করলেন।

কাউন্ট বিষাদ-মাখা সুরে বললেন—'অবশ্যই যাব ভক্সে, যদি তার আগেই বৈতরণী পারে যেতে না হয়।"

"বৈতরণী পারে! মানে যমের বাড়ি! সে কি হে?' হেসে ফেললেন রাজা।

"হাসির কথা নয়, মহারাজ! আমি একটা ডুয়েলের* আহ্বান পেয়েছি। ডুয়েল লড়তে গিয়ে মারা পড়তে পারি তো!"

"ডুয়েল! সে কি!" রাজা অবাক হয়ে জানতে চান—"কে তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চায়?"

"ডুয়েল যে লড়তে চায়, তার নাম রাওল। ব্রাগেলোঁর ভাইকাউন্ট সে। মহারাজ তাকে ইংলন্ডে পাঠিয়েছিলেন। একথা হয়তো আপনার মনে থাকতে পারে মহারাজ!"

"খুব মনে আছে। রাওল কি ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেছে আমার অনুমতি না নিয়েই?"

"নিশ্চয়ই এসেছে, নইলে সে আমাকে ডুয়েল লড়াইয়ে আহ্বান করে কেমন করে?"

BanglaBook.org

---

* ডুয়েল অর্থাৎ দুজনের মধ্যে তরোয়াল নিয়ে লড়াই। সেযুগে অন্যায় প্রতিকারের জন্যে একে অপরকে ডুয়েল লড়াইয়ে আহ্বান করতেন। সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা খুব নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করা হত। লড়াইয়ে অনেক সময় একজন মারা পড়ত। এটা ছিল মধ্যযুগের এক প্রথা। এখন এ প্রথা উঠে গেছে।

www.BanglaBook.org

"কিন্তু ডুয়েল লড়াইটা হবে কিসের জন্যে? তোমার সঙ্গে তার ঝগড়াটা কিসের?" রাজার মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেয়। তাঁর সন্দেহটা ঠিক কিনা, তা যাচাই করে নিতে চান সেন্ট-আইনাঁর জবাব থেকে।

সেন্ট-আইনাঁর জবাব কিন্তু রাগিয়ে দেয় রাজাকে। সে একেবারে খোলাখুলি বলে বসে—"ঝগড়াটা তার ঠিক আমার সঙ্গে নয়, মহারাজেরই সঙ্গে। রাজাকে ডুয়েল লড়তে আহ্বান কর' যায় না বলেই সে আহ্বান জানিয়েছে আমাকে, আপনার প্রতিনিধি হিসেবে।"

ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি থাকে না রাজার।

লা-ভেলিয়ারের ব্যাপার এটা। লা-ভেলিয়ার হল একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারী মেয়ে। রাওল দ্য ব্রাগেলোঁ তাকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসে। মেয়েটিও কথা দিয়েছিল রাওলকে বিয়ে করবে বলে। কিন্তু তারপরেই মেয়েটির রাজপ্রাসাদে চাকরি হল। তাকে এসে বাস করতে হল রাজপ্রাসাদেই। কিছুদিনের মধ্যে রাজা সেই মেয়েটির প্রেমে পড়লেন, আর পথের কাঁটা দূর করার জন্যে রাওলকে ইংলন্ডে পাঠালেন একটা কাজের অছিলায়। ইংলন্ডে বসেই রাওল প্রথম খবর পেল যে রাজা লা-ভেলিয়ারের প্রেমে পড়েছেন, এবং রাজার বন্ধু সেন্ট আইনাঁর ঘরে রাজা লা-ভেলিয়ারের সাথে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করেন। খবর পেয়েই সব কাজ ফেলে রেখে লণ্ডন থেকে রাওল ছুটে এসেছে প্যারীতে, এবং রাজার কাছাকাছি পৌঁছোনোর কোনো উপায় নেই দেখে রাজার বন্ধু সেন্ট আইনাঁকেই ডেকে পাঠিয়েছে ডুয়েলে লড়াই করার জন্যে। সেন্ট আইনাঁর যে একেবারে দোষ নেই, তাও সে বলতে পারবে না, কেননা তারই ঘরে সে লা-ভেলিয়ারের সঙ্গে রাজার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছে।

সেন্ট আইনাঁর মুখে এসব কথা শুনে রাজা রেগে আগুন হয়ে গেলেন একেবারে। প্রজা হয়ে রাওল রাজাকে অপমান করতে সাহস করে? এ দুঃসাহসের চরম সাজা দেবেন তিনি।

সেন্ট-আইনাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন—"ডুয়েলের কথা ভেবে তোমাকে মাথা খারাপ করতে হবে না। ও ব্যাপারে যা করার তা আমিই করব।"

সেন্ট-আইনাঁ নিশ্চিন্ত হয়ে তুড়িলাফ খেতে খেতে চলে গেল। রাজা অস্থির হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। একজন প্রজার এত বড় স্পর্ধা? রাজার খেয়ালে বাগড়া দিতে যায়? রাজার প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়? এবং ব্যারন-কাউন্ট-ডিউক-মারকুইসগুলোকে গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন তিনি। নিজের ভেতরে যে দুর্বার শক্তি আছে, সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন। সেই শক্তি কীভাবে চালনা করা যেতে পারে, সেটাই এখনও তাঁর জানা নেই শুধু। তবে তাঁকে তা জেনে নিতে হবে শীগগিরই, এখনি!

রাজার এই উত্তেজনার মুহূর্তে খবর এল—কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ার রাজদর্শনে এসেছেন।*

* কাউন্টি দ্য-লা-ফেয়ার বা আথস-এর কাহিনী 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' গ্রন্থে আছে।

www.BanglaBook.org

কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ার! সে যুগের রহস্যময় পুরুষ! ফরাসী দেশের প্রথম শ্রেণীর অভিজাত হয়েও সামান্য সৈনিকের বেশে লুকিয়ে ছিলেন রাজার মাস্কেটিয়ার্স রক্ষিবাহিনীতে! অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন মৃত রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের আমলে। সেসময় আথস নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। আথস, পোর্থস, আরামিস আর দারতাঁয়া—এই চার মাস্কেটিয়ার্স বন্ধুর বীরত্বের কথা তখন দেশের লোকের মুখে মুখে ফিরত।

চতুর্দশ লুই সেসব কথা জানেন না। জানেন শুধু এটুকু যে শুধু বড়লোক জমিদার বলে নয়, চরিত্রবলে আর মহত্বে আথস নামধারী কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ারের মতো লোকের আর জুড়ি নেই সারা দেশে। এঁকে খাতির না দেখিয়ে রাজারও উপায় নেই।

এটুকু তিনি জানেন বলেই সেই মুহূর্তে আথসের আগমন তাঁকে ভয়ানক অস্থির করে তুলল, কেননা রাওল দ্য ব্রাগেলোঁ এই আথসেরই ছেলে।

আথস যে রাওলের সম্বন্ধেই কথা কইতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ কী?

রাজা নিজেকে সংযত করে নেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে একজন প্রজার চোখে তাঁর অস্থিরতা মোটেই ধরা না পড়ে।

আথস এলেন রীতিমত দরবারী পোশাকে। তাঁর বুকের ওপর যেসব পদক আর সম্মানের চিহ্ন ঝলমল করছিল, তা ফরাসী দেশে তিনি ছাড়া আর কারও পরবার অধিকারই ছিল না।

তাঁকে দেখে রাজা এক পা এগিয়ে গেলেন। প্রজা যত মহৎই হোন না কেন, রাজা তাঁর দিকে এক পা এগুলেই তাঁকে যথেষ্ট খাতির করা হল।

রাজা এক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আথস সেই হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে রাজাকে অভিবাদন করলেন। রাজার মুখে অমায়িক হাসি। আথসের হাবভাবেও গভীর রাজভক্তি।

রাজা বুনি আওড়াবার মতো বলে গেলেন—"এই যে কাউন্ট! আপনি আজকাল এত কালেভদ্রে দেখা দেন যে দেখা পেলেই ভাবি আমার বরাত খুলেছে।"

আথস আবার মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন, তারপরে বললেন—"রাজার আশেপাশে বরাবর যদি থাকতে পারতাম, তার চেয়ে আমার আনন্দ আর কিছুতেই হত না।"

রাজা এবার বললেন—"আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন কাউন্ট!"

"মহারাজের হয়তো মনে আছে—আমার ছেলে ব্রাগেলোঁকে যখন ইংলন্ডে পাঠানো হয়, তখন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। তবে কী কথা তখন হয়েছিল—না, সেটা মনে পড়ছে না তো!"

"অনুমতি দিলে আমি তা মনে করিয়ে দিতে পারি। আমি তখন বলেছিলাম

www.BanglaBook.org

যে ভাইকাউন্ট ব্রাগেলোঁ বিয়ে করতে চান কুমারী লা-ভেলিয়ারকে।"

রাজা মনে মনে বলেন—'যা ভেবেছি তাই।' তার পরেই মাথা নাড়লেন—"হাঁ, মনে পড়েছে।"

"আপনি তখন এ বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন।"

"ঠিক।"

"বলেছিলেন যে মেয়েটির তেমন কিছু বংশমর্যাদা নেই, ভাইকাউন্ট ব্রাগেলোঁর উচিত হবে না ওকে বিয়ে করা।"

"সবই ঠিক।"

"কিন্তু মহারাজ! এ বিয়ে না হওয়ার দরুন আমার ছেলে এত বেশি অসুখী হয়ে পড়েছে যে আমি বাধ্য হয়ে মিনতি করছি—মহারাজ সম্মতি দিন এ বিয়েতে। রাজার মত না হলে তো অভিজাত ঘরের ছেলেদের বিয়ে হতে পারে না।"

"সে মত আমি দেব না।" রাজা হঠাৎ কড়া নেজাজে বলে বসলেন।

আথসও কঠিন হয়ে উঠলেন হঠাৎ, বললেন—"কারণ কী জানতে পারি মহারাজ?"

"কারণ? আপনি কারণ জানতে চান আমার কাছে?"

"জানতে শুধু চাই না, জানাবার দাবি করি।"

রাজা রাগ সামলাতে না পেরে টেবিলের ওপর ঘুষি মারলেন একটা, বললেন,—"আপনি রাজসভার আদবকায়দা ভুলে গেছেন। রাজার কাছে কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করে না।"

"জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে আজ বাধ্য হয়েছি, মহারাজ!"

রাজা এতক্ষণ নিজের হাতের দস্তানা চিবোচ্ছিলেন। এবার তা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে মাটিতে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলেন—"আমার ব্যাপারে যারা হাত দিতে আসবে, কপালে তাদের অনেক দুঃখ আছে। সব বাধা আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।"

"বাধা কিসের?" প্রশ্ন করলেন আথস।

ছুটন্ত তেজী ঘোড়ার মুখে লাগামের টান পড়লে সে যেমন হঠাৎ থেমে যায়, রাজা তেমনি ভাবেই থেমে গেলেন। মাথা উঁচু করে জ্বলন্ত চোখে চেঁচিয়ে বলেন—"কুমারী লা-ভেলিয়ারকে আমি নিজেই ভালবাসি।"

আথস বাধা দিয়ে বললেন—"তাতে হয়েছে কী? ভালবাসলেই তো নিজেকে বলি দিতে হয়! রাজার যোগ্য আত্মত্যাগ করুন আপনি লা-ভেলিয়ারের সঙ্গে ব্রাগেলোঁর বিয়ে দিয়ে। ব্রাগেলোঁ রাজভক্ত, বীর। তার জন্যে এটুকু স্বার্থত্যাগ করলে আপনি মহত্ত্বের পরিচয় তো দেবেনই, তাছাড়া আপনি যে রাজনীতি বোঝেন, তার পরিচয়ও দেবেন আপনি।"

রাজা ওকথার জবাব খুঁজে না পেয়ে ভাঙা গলায় বললেন—"লা-ভেলিয়ার

www.BanglaBook.org

নিজেও তো ভালবাসে না ব্রাগেলোঁকে।"

"তাই নাকি!" এক মুহূর্ত নীরব থেকে আথস উত্তর দিলেন—"তাই যদি হয়, তাহলে আপনি ব্রাগেলোঁকে ইংলন্ডে পাঠিয়েছিলেন কেন? ওটা তো তার নির্বাসন! ওর দরুন অনেকে রাজার সততা সম্বন্ধেই সন্দেহ করেছে!"

"রাজার সততায় সন্দেহ?" গর্জে ওঠেন রাজা।

"রাজা যদি তাঁর জমিদারদের ইজ্জতে হাত দেন, তবে আর তাঁর সততা থাকে কোথায়? যারা তাঁর সিংহাসনের বনিয়াদ, তাদের মর্যাদা নষ্ট করলে রাজার নিজের মর্যাদাও থাকে না।"

রাজা মাথা তুলতে পারেন না। না পেরে হাত নেড়ে বিদেয় নিতে বলেন আথসকে।

আথস কিন্তু অনড়। শক্ত হয়ে তিনি বলেন—"না মহারাজ! যাব না আমি, যতক্ষণ এর একটা মীমাংসা না হচ্ছে। হয় আমি আপনাকে বোঝাব যে আপনি অন্যায় করছেন, নয় আপনি আমাকে বোঝাবেন যে অন্যায় করছি আমি। শুনতে চান না আমার কথা? না মহারাজ, শুনতেই হবে। এই বুড়ো, এদেশের যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ—তারই সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই বুড়োর কথা না শুনে তাকে আপনি তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। আমি বুঝতে পারছি মনে মনে আপনি কি ভাবছেন। ভাবছেন যে, কী সাজা আমাকে দেবেন আপনি। তা আপনি ভাবুন। আমিও ভাবছি—কী সাজা আপনাকে দেবার জন্যে আমি ভগবানকে ডাকব। আপনার বেইমানি আর আমার ছেলের দুর্ভাগ্য,—এর প্রতিকার আমি ভগবানের কাছে চাইতে পারি বইকি!"

রাজা তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরময় ঘুরছেন। বুকের ভেতরে তাঁর দু'হাত ঢোকানো, মাথা উঁচু, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

রাজাকে চুপচাপ দেখে আথস বলেন—"আপনি উত্তর দেবেন, এই আশায় আমি অপেক্ষা করছি মহারাজ!"

"আপনি ভুলে গেছেন যে রাজার সাথে এ ধরনের কথা কওয়া একটা মহা অপরাধ!"

"আপনিও ভুলে যাচ্ছেন যে দু'দুটো মানুষের জীবন আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন। এটাও মহাপাপ।"

"যান! এখনি চলে যান এখান থেকে।" খেঁকিয়ে বলে ওঠেন রাজা।

"যাব! কিন্তু যাবার আগে বলে যাব—ত্রয়োদশ লুইয়ের পুত্র! আপনার রাজত্বের শুরুতেই অশুভ। আপনি নারীকে ভুলিয়েছেন প্রলোভনে, আর রাজভক্তকে করেছেন বঞ্চনা। আমি, আমার বংশের সবাই আমরা রাজাকে চিরদিন ভালবেসে, ভক্তি করে এসেছি। সেন্ট ডেনিস গীর্জার গোপন কক্ষে, যেখানে আপনার পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ শবাধারে রাখা আছে, সেখানে আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলাম, সারা-জীবন সেই ভালবাসা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ভক্তিকে আদর্শের মতো নিজের সামনে ধরে রাখার জন্যে। সেই বন্ধন, সেই শপথ, সেই আনুগত্য থেকে আজ আমরা পিতাপুত্রে রেহাই পেলাম। আপনি এখন আমাদের শত্রু, আমাদের একমাত্র প্রভু এখন ভগবান। তাঁর কাছে ছাড়া আর আমাদের কোনো আনুগত্য নেই কারও কাছে। আপনি সতর্ক থাকবেন।"

"আপনি ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে?" রাজা খেপে ওঠেন।

"না, ভয় দেখাচ্ছিও না, ভয় পাচ্ছিও না। সতর্ক থাকতে বলছি এজন্যে যে আমাদের মতো রাজভক্তেরা যখন রাজার আনুগত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়, তখন রাজার দুঃসময় এসেছে বলে বুঝতে হবে। আপনাকে শুধু এটুকুই বলতে চাই আমি যে আমাদের পিতাপুত্রের হৃদয়ে যে ভক্তি আর ভালবাসা ছিল রাজার জন্যে, তা আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন। বিদায় মহারাজ!"

একথা বলেই আথস হাঁটুর ওপর চাড় দিয়ে নিজের তরোয়াল দু'টুকরো করে ভেঙে ফেললেন, তারপর মেঝেতে সেই টুকরো দুটো রেখে দিয়ে, রাজাকে অভিবাদন করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আর রাজা? রাজা তখন লজ্জায় রাগে ফেটে পড়ার মতো। দু'হাতের ভেতর মাথা চেপে ধরে রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন নিজেকে সংযত করার জন্যে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন।

প্রতিহারী ছুটে আসতেই হুকুম করলেন "মসিয়েঁ দারতাঁয়াকে ডাকো।"*

দারতাঁয়া রাজার কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর মাস্কেটিয়ার সৈনিকদের ভেতর কেউ কেউ তাঁকে জানাল—"আপনার বন্ধু কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ার এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।"

কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ার নেমে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই এত জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দারতাঁয়াকে ডাকলেন রাজা যে চতুর দারতাঁয়ার মনে হল—লক্ষণ খুবই খারাপ!

সন্দেহ আরও প্রবল হল, যখন ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন যে রাজার মুখ শুধু লাল নয়, একেবারে তেলেবেগুনে ঝলসে গেছে যেন!

তার ওপর আবার মেঝেয় পড়ে আছে একখানা তরোয়াল দু'টুকরো হয়ে। রাজার সামনে তরোয়াল ভেঙে রেখে যাবে এমন সাহস খুব কম লোকেরই আছে এদেশে। আর সেই কমসংখ্যক লোকেদের ভেতর একজন হচ্ছেন আথস।

দুয়ে-দুয়ে চার হয়।

তা যে সত্যিই হয়, রাজার কথাতেই তার প্রমাণ।

রাজা বলছেন—"ক্যাপ্টেন দারতাঁয়া, মসিয়েঁ দ্য-লা-ফেয়ারকে আমি ত্যাগ করেছি, এমন বেয়াদব লোক।"

"বেয়াদব?" এমন সুরে বলে উঠলেন দারতাঁয়া যে রাজার মুখে ও নিয়ে আর কোনো কথা যোগালো না।

---

* দারতাঁয়ার অগের কথা 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রাজা আবার শুরু করলেন—"আমি যা বলি তা শোনো, আর সেই মতো কাজ করো।"

"সে তো করা আমার কর্তব্যই!"

"ওই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আমার। তাই আর এখানেই ওঁকে গ্রেফতার করিনি।"

"তাই নাকি!" বলেন দারতাঁয়া অতি শান্তভাবে।

"যাহোক, একখানা গাড়ি নিয়ে এখনি ছুটে যাও তুমি! কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ারকে গ্রেফতার করো। যদি ইতিমধ্যেই তিনি শহর ছেড়ে নিজের জমিদারির দিকে বেরিয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে রাস্তাতেই—"

দারতাঁয়া চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকেন।

"কী হল? এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন?" রাজা জিজ্ঞাসা করেন বিরক্ত হয়ে।

"হুকুমটা লিখে দিন।"

এসব জবরদস্তি জুলুমবাজি হাতে-কলমে লিখে দেওয়া রাজার পছন্দ নয়। কিন্তু লিখে না দিলেও তো নড়ে না দারতাঁয়া। আরও বিরক্ত হয়ে রাজা কাগজ কলম নিয়ে লিখলেন—"মসিয়েঁ দ্য-লা-ফেয়ারকে গ্রেফতার করার জন্যে আমার মাস্কেটিয়ার বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ক্যাপ্টেন মসিয়েঁ লা শিভালিয়ের দারতাঁয়ার ওপর হুকুমনামা!"

কাগজটা পেয়েও দারতাঁয়া দাঁড়িয়ে থাকেন। আরও কী চায় এ লোকটা? রাজা জোর গলায় বললেন—"এখনি যাও।"

দারতাঁয়া বেরিয়ে গেলেন।

আথস ওদিকে নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন ততক্ষণ। পৌঁছেই দেখেন—তাঁর ছেলে রাওল বসে আছে তাঁর জন্যে।

রাওলের পাশে বসে তিনি বললেন—"রাজার সঙ্গে দেখা করেছি আমি। তোমার সন্দেহই ঠিক। রাজা নিজেই ভালবাসেন লা-ভেলিয়ারকে।"

"দেখুন, দেখুন, যা বলেছিলাম তাই ঠিক হল কিনা!"

"তাই-ই বটে। তবে তুমি যা বলনি, এমন কথাও বলেছেন রাজা। তিনি বলেছেন যে লা-ভেলিয়ারও তাঁকে ভালবাসে।"

"দেখুন, দেখুন, রাজার চাতুরীটা দেখুন একবার।"

"ওসব কথা ছেড়ে দাও, রাওল। এ সম্বন্ধে শেষ কথা আমি বলে এসেছি রাজাকে। তুমি নিজে সুযোগ পেলে রাজাকে যা যা বলতে পারতে, আর সবটাই আমি বলেছি। খোলাখুলি তাঁকে জানিয়ে এসেছি যে তাঁর সঙ্গে আর আমাদের বংশের কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি যে আর চাকরি করবে না রাজার, তাও বলতে বাকি রাখিনি।"

"ঠিকই বলেছেন, বাবা!"

"আমি ভাবছি, এখন গাঁয়ে ফিরে গিয়ে অবসর ভোগ করব। তার আগে শুধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে চাই যে তুমি এখন কি করবে?"

"কী আর করব? ভেবেছি এখন আমার প্রথম কর্তব্য হল সেন্ট-আইনাঁর সাথে লড়াই করা। তার জন্যে আপনার বন্ধু মসিয়েঁ পোর্থসকে* পাঠিয়েও ছিলাম সেন্ট-আইনাঁর কাছে। হয়তো মসিয়েঁ পোর্থস এতক্ষণ ভিন্‌সেন-এর বনে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন সেন্ট-আইনাঁকে নিয়ে। সেখানেই ডুয়েল লড়ার কথা।"

"কিন্তু এর পরেও কি সে-ডুয়েল লড়বে তুমি?"

"সেন্ট-আইনাঁ যদি ডুয়েলের আহ্বান গ্রহণ করে থাকেন, তবে অবশ্যই আমাকে লড়তে হবে। যদি গ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে ও নিয়ে আর জিদ করব না আমি। তবে তার বদলে কী যে করব তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।"

এমন সময়ে ভৃত্য এসে জানাল যে, ক্যাপ্টেন দারতাঁয়া এসেছেন দেখা করতে। আথস কোনো ভাবান্তর দেখালেন না এ খবর শুনে, কিন্তু রাওল খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল।

দারতাঁয়া প্রবেশ করলেন তাঁর মামুলি হাসি-মুখ নিয়ে। রাওল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আথস এগিয়ে গেলেন বন্ধুকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে এক মৌন জিজ্ঞাসা। দারতাঁয়াও মুখ চোখের নীরব ভাষাতেই সে-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে রাওলের হাত ধরলেন গিয়ে আর ঠাট্টার সুরে আথসকে বললেন—"তাহলে ছেলেকে এখন সান্ত্বনা দিচ্ছ, কী বল?"

আথস কিছু বলার আগেই রাওল বলে উঠল—"মসিয়েঁ দারতাঁয়া, আপনার নাম শুনেই আমার ভয় হয়েছিল যে আপনি বুঝি এখানে এসেছেন রাজার পরোয়ানা নিয়ে।"

হো হো করে হেসে উঠে দারতাঁয়া বললেন—"তুমি পাগল হলে নাকি হে রাওল!"

একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে যে কেউ বুঝতে পারত যে দারতাঁয়ার এ অট্টহাসিটা জোর করে টেনে আনা হাসি।

রাওল একবার দারতাঁয়ার দিকে তাকায়, আর একবার আথসের দিকে। একজন হেসেই কুটিপাটি, আর একজনের পাণ্ডু মুখে এক তিলও চাঞ্চল্য নেই। বেচারা ছেলেমানুষ রাওল ওঁদের দিকে তাকিয়ে ভেতরের কথা কিছুই বুঝতে পারল না।

"তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?" দারতাঁয়া জিজ্ঞাসা করলেন তাকে।

রাওল উত্তর দেয়—"আমার নিজের বাসায়। আমাকে কিছু বলবেন নাকি?"

"নতুন আর কী বলব! বিপদে ধৈর্য ধর, একথাই আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি!"

---

* পোর্থসের আগের কথা "থ্রী মাসকেটিয়ার্স" গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই অমায়িক সাদাসিধে কথাবার্তা শুনে রাওলের সব সন্দেহ ঘুচে গেল। দারতাঁয়ার দিক থেকে আথসের কোনো বিপদের ভয় নেই বুঝতে পেরে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে নিজের বাসার দিকে চলে গেল। সেখানে থেকে এখনি তাকে আবার বেরুতে হবে ভিন্‌সেন-এর দিকে। সেখানকার বনে পোর্থস এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছেন সেন্ট-আইনাঁকে নিয়ে, কিংবা না নিয়েই।

আথসের বুঝতে আর কিছুই বাকি নেই। রাওল বেরিয়ে যেতেই তিনি বললেন—"চল, আমরাও এবার যাই। আমি তোমার আগে যাব, না পেছনে হাঁটব?"

দারতাঁয়া বললেন—"দুটোর একটাও না। আমরা দুজনে চিরকাল হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি হেঁটেছি, আজও ঠিক সেরকম হাঁটব।"

হাত ধরাধরি করেই দুজনে বেরিয়ে গিয়ে দারতাঁয়ার গাড়িতে উঠলেন। আথসের সর্দার ভৃত্য গ্রিমড এসে সামনে দাঁড়াতেই দারতাঁয়া হেসে তাকে বললেন—"আমরা একটু বেড়াতে বেরুচ্ছি, গ্রিমড!"

গ্রিমড ঠোঁট বাঁকালো একটু। কথা সে চিরকালই কম বলে, তা ভাল করেই জানেন দারতাঁয়া। তার ঠোঁট-বাঁকানোকেই নমস্কার এবং ধন্যবাদ বলে মনে করা ছাড়া উপায় কিছু ছিল না তাঁর।

গাড়ি কোথায় নিয়ে যেতে হবে, তার কোনো নির্দেশই কোচম্যানকে দিলেন না দারতাঁয়া। সম্ভবত সে নির্দেশ আগে থেকেই তাকে দেওয়া আছে।

কোচম্যান গাড়ি নিয়ে এল নদীর ধারে। আথস বললেন—"তুমি আমায় ব্যাস্টিলেই নিয়ে যাচ্ছ দেখছি।"

দারতাঁয়া উত্তর দিলেন—"তুমি যেখানে যেতে চাইবে, সেখানেই আমি নিয়ে যাব তোমায়, অন্য কোথাও নয়।"

"এটা কীরকম হল?" আশ্চর্য হয়ে যান আথস।

"ঠিকই হল আবার কি! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তোমায় ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগ দেবার জন্যেই এ কাজের ভার অন্যকে না দিয়ে আমি নিজের হাতে নিয়েছি? ব্যাস্টিলে তোমায় নিয়ে যাব—এই যদি আমার ইচ্ছে হত, আমি চুপচাপ সরে দাঁড়াতাম এক পাশে। অন্য কোনো সেনানী এসে গ্রেফতার করত তোমায়।"

"তার মানে?"

"তার মানে এই যে তুমি যেখানে যেতে চাইবে, সেখানেই যাবে!"

দারতাঁয়াকে জড়িয়ে ধরে আথস বললেন—"এ তোমারই যোগ্য কাজ।"

দারতাঁয়া বলে যাচ্ছেন—"কিছু হাঙ্গামা হবে বলে তো আমার মনে হয় না। কুর-লী-রেইন সীমান্ত পর্যন্ত এই কোচম্যানই তোমায় নিয়ে যাবে। সেখানে দেখবে একটা ঘোড়া তোমার জন্যে হাজির আছে। সে ব্যবস্থা আমি আগে থাকতেই করে রেখেছি। সেই ঘোড়ায় চড়ে তুমি অনায়াসে রাজার নাগালের বাইরে চলে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে। আর ন্যাগালের বাইরে তুমি যতক্ষণ না যাচ্ছ ততক্ষণ আমি রাজার কাছেও ফিরছি না। ফিরে গিয়ে যখন খবর দেব যে তুমি পালিয়েছ, তখন রাজার করার কিছুই থাকবে না।"

আথস নীরবে তাকিয়ে থাকেন বন্ধুর দিকে।

দারতাঁয়া বলেই চলেছেন "রাজার করার কিছুই থাকবে না, কেননা ততক্ষণে তুমি পৌঁছে যাবে হেভার বন্দরে। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে ইংলন্ডে পৌঁছানো খুব সোজা। ইংলন্ডে আমার সুন্দর একখানা বাড়ি আছে, তা তো তুমি জান। আমার বন্ধু মঙ্ক আমায় সে-বাড়িখানি উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে তুমি আরামে থাকতে পারবে। তাছাড়া ইংলন্ডের রাজাও তোমাকে আদর-অভ্যর্থনা করবেন। কেননা তাঁর পিতার জন্যে আমরা সেকালে যা-কিছু করেছিলাম, তা তিনি নিশ্চয়ই ভোলেননি এখনও। এ মতলব সম্বন্ধে কী বলতে চাও তুমি?"

একান্ত শান্তভাবে আথস বললেন—"আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই। সেটা এই যে, তুমি আমাকে এখনি ব্যাস্টিলে নিয়ে চল। তুমি যদি আমাকে সেখানে না নিয়ে যাও, আমি গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ব্যাস্টিলে উঠব।"

দারতাঁয়া তো আথসকে ভাল রকম চেনেন! এ ধরনের একটা কথাই তাঁর কাছ থেকে দারতাঁয়া আশা করছিলেন। তাই তিনি বিস্মিত হলেন না।

আথস বলে যাচ্ছেন—"আমি এই ছোকরা রাজাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে রাজমুকুটের জৌলুশে তার চোখে ধাঁধা লেগেছে। কোন্ জিনিসটার কী দাম তা সে ঠাহর পাচ্ছে না। আমি ওকে শিখিয়ে দিতে চাই যে সত্যিকারের রাজা হতে হলে ওকে মহৎ আর উদার হতে হবে। আমায় কয়েদ করবে? সাজা দেবে? যন্ত্রণা দেবে? দিক্ সে আমাকে! ওটা হবে কেবল তার শক্তির অপব্যবহার। তা থেকে তার শক্তিক্ষয়ই হবে। একদিন নিজের ভুল সে বুঝবে।"

দারতাঁয়া বললেন—"বন্ধু, তুমি একবার 'না' বললে তা যে আর কিছুতেই 'হাঁ' হয় না, তা আমি ভাল করেই জানি। আর কিছু বলব না আমি তোমাকে। তুমি তাহলে ব্যাস্টিলেই যেতে চাও?"

"হাঁ ব্যাস্টিলেই যেতে চাই!"

"চল তাহলে!" এই বলে দারতাঁয়া কোচম্যানকে হেঁকে বললেন—"ব্যাস্টিলে চল।" তারপর তিনি গাড়ির গদিতে হেলান দিয়ে বসে এমন হিংস্রভাবে গোঁফ চিবুতে লাগলেন যে আথসের বুঝতে আর বাকি রইল না তাঁর বন্ধুর মনের অবস্থা। বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁর বন্ধু কী-একটা সাংঘাতিক কাজ করার জন্যে মন ঠিক করে ফেলেছে। গাড়ি সশব্দে ছুটে চলেছে, অথচ গাড়ির ভেতরটা চুপচাপ। আথস অন্ধকারের ভেতর বন্ধুর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন—"তুমি রাগ করলে না তো?"

"রাগ? কেন করব রাগ?" দারতাঁয়া বলেন—"তুমি যা করছ, এ অবস্থায় আমিও ঠিক তাই করতাম যে! তুমি করছ তুমি বীর বলে, আমি করতাম আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোঁয়ার বলে।"

"আমার ওপর এই যে অন্যায় হল, ভগবান তার জন্যে রাজাকে সাজা দেবেন, এ কথা তো তুমি বিশ্বাস কর, দারতাঁয়া?"

"তা নিশ্চয়ই করি! তাছাড়া, ভগবানের সেই কাজে যারা সাহায্য করবে তাদেরও আমি চিনি আথস।"

গাড়িটা ততক্ষণে ব্যাস্টিলের বাইরের তোরণে পৌঁছে গেছে। সান্ত্রীরা গাড়ি থামাতেই দারতাঁয়া মুখ বাড়িয়ে কী যেন বললেন তাদের। তারা এবার পথ ছেড়ে দিল। গাড়ি চলতে লাগল একটা ছাদ-আঁটা সরু পথ দিয়ে। এটা ব্যাস্টিলের দুর্গাধ্যক্ষের মহলে যাবার পথ।

গাড়িতে বসে দুজনেই দেখলেন ওঁদের আগে আগে আর একটা গাড়ি সমানে ছুটে চলেছে একই পথে। একটা বাঁকের মোড়ে সামনের গাড়ির সওয়ারীকে আবছা দেখতে পেলেন দারতাঁয়া। দেখেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"আরে, ওই গাড়িতে কাকে যেন দেখলাম?"

আথস শান্ত ভাবেই বললেন—"কাকে আর দেখবে? ওতেও নিশ্চয়ই আমার মতো কোনো অভাগা কয়েদী আছে।"

"বন্ধু, আমি বাজি ধরতে পারি—এ আমাদের সে-ই।"

"সে-ই! কে সে-ই?"

"আরামিস।"

"আরামিস হয়েছে বন্দী? অসম্ভব।"

"আরামিস বন্দী হয়েছে একথা কে বলছে? দেখলে না, গাড়িতে ও একাই সওয়ারী।"

"ও এখানে এসেছে কেন?"

ব্যঙ্গের সুরে বললেন—"ও যে দুর্গাধ্যক্ষ বেইসিমিওর বন্ধু! নিশ্চয়ই নিজের কোনো গোপন কাজে এসেছে!"

"এঃ, তাহলে তো ভারী মুশকিল হল। আরামিস আমাদের দেখে চটে যাবে খুব। এখানে আমরা ওকে দেখে ফেললাম এজন্যেও বটে, আবার আমি বন্দী হয়েছি সেজন্যও বটে।"

"না না, তুমি বন্দী হয়েছ, একথা ওকে এখন বলার দরকার নেই। তুমি নিজে থেকে খুঁচিয়ে কোনো কথা ওর সাথে বোলো না বন্ধু, কেননা তুমি মিছে কথা বলতে পার না। সেজন্য বলছি তুমি চুপচাপ থাকবে। আমি একা ওর সাথে কথা কইব, আর এন্তার মিথ্যে বলে যাব। জাতে আমি গ্যাস্কন, জানো তো? গ্যাস্কনদের জিভে মিথ্যেগুলোই সহজে আসে।"

আথস হেসে ফেললেন। ওঁদের গাড়ি থামল দুর্গাধ্যক্ষের মহলের সামনে। আগের গাড়িটা ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর সওয়ারী আরামিস আগেই চলে গেছে ভেতরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা, দুটো, তিনটে দরজা পেরিয়ে ভেতরে যেতে হল। এসে উঠলেন তাঁরা দুর্গাধ্যক্ষের খাওয়ার ঘরে। প্রথম যে মুখখানি আথস ও দারতাঁয়ার চোখে পড়ল, সে হল আরামিসের মুখ। দুর্গাধ্যক্ষ বেইসিমিওজের পাশে তিনি বসে আছেন। ডিশ ভরতি উপাদেয় খাবার নিয়ে আসছে পরিচারকেরা। ডিশের পর ডিশ সাজানো হচ্ছে। রাজকীয় আয়োজন একেবারে।

দারতাঁয়া ভান করলেন যেন আরামিসকে হঠাৎ এখানে দেখে তিনি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছেন। আরামিসকে কিন্তু ভান করতে হল না। তিনি সত্যিই ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছেন ওঁদের দুজনকে দেখে।

বেইসিমিওজ একসঙ্গে তিনজন মানী অতিথিকে তাঁর খাওয়ার টেবিলে হাজির দেখে রীতিমতো বিপন্ন বোধ করলেন।

আরামিসই প্রথম বললেন—"ব্যাপার কী হে? তোমরা এখানে কেন?"

দারতাঁয়া জবাব দিলেন—"আমরাও তো ওই কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তোমাকে!"

হো হো করে হেসে উঠে আরামিস বললেন—"আমরা কি সবাই কয়েদী হবার জন্যে এখানে এলাম নাকি?"

দারতাঁয়া লম্বা লম্বা গোটা কয়েক নিশ্বাস নিয়ে টিপ্পনী কাটলেন—"বাস্তবিক, এটা দুর্গাধ্যক্ষের খাওয়ার ঘর হলেও এখানে কেমন যেন কারাগার কারাগার গন্ধ!" তারপর বেইসিমিওজের দিকে ফিরে তিনি বললেন—"মনে আছে তো সেদিন আমায় নেমন্তন্ন করেছিলেন আপনার সঙ্গে ভোজ খাওয়ার জন্যে?"

"আ-মি নে-ম-ন্ত-ন্ন ক-রে-ছি!" বেইসিমিওজ হতভম্ব।

দারতাঁয়া যেন খুবই অবাক হয়ে বললেন—"এ আবার কেমন ধারা কথা? আপনি যে মশাই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন! সব ভুলে মেরে দিয়েছেন নাকি এরই মধ্যে?"

বেইসিমিওজের মুখটা প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তারপর হয়ে উঠল লাল। তিনি তাকালেন আরামিসের দিকে, আরামিস তাকালেন তাঁর দিকে। সব শেষে তোতলার মতো থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন—"নিশ্চয়ই! ভারী আনন্দের কথা! কিন্তু কী জানি কেমন করে, মনে হচ্ছে যেন ঠিক...হায় হায়, বয়সের সাথে আমার স্মরণশক্তি দিন দিন ঘোলাটে হয়ে আসছে!"

ও বিষয়ে যাতে আর কথা না বাড়ে, সেজন্য দারতাঁয়া বললেন, "মানে আজ সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে কোনো কাজ নেই দেখে ভাবলাম আপনার খাওয়ার টেবিলে হানা দিই গিয়ে। পথের মাঝে দেখা হয়ে গেল কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ারের সাথে—"

দারতাঁয়া বলতে লাগলেন—"কাউন্ট এর আগেই রাজার সাথে দেখা করে ফিরছিলেন। রাজা ওঁর হাত দিয়েই একটা জরুরি হুকুম পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। তাই দু'জনে মিলে এই দিকটাতে এলাম রাজার হুকুমটা তামিল করতে। এসে ভাবলাম—মানে, আমি তো আসছিলামই আপনারই কাছে, ভাবলাম, এই সুযোগে

www.BanglaBook.org

কাউন্টকেও এনে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে নেই। এঁর সম্বন্ধে আপনি সেদিন অত প্রশংসার কথা কইছিলেন—সেই যে সেদিন রাজার ওখানে যখন আপনার সাথে আমার দেখা হল!"

"ঠিক আছে! ঠিক আছে!" বাধা দিয়ে বেইসিমিওজ বললেন—"ইনিই তাহলে কাউন্ট-দ্য-লা-ফেয়ার?"

"নিশ্চয়ই!"

"কাউন্টকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি।"

আথস নমস্কার করলেন বেইসিমিওজকে।

"কাউন্ট আপনাদের দুজনের সাথে আহার করুন, আর আমি এই ফাঁকে আমার জরুরি কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে আসি।" এই বলে দারতাঁয়া এমন জোরে নিশ্বাস ফেললেন, যেন কামার-বাড়ির হাপরের হাওয়া বেরুলো।

"সে কি? না খেয়েই আপনি এর মধ্যে চলে যাবেন?" দুর্গাধ্যক্ষ প্রশ্ন করেন।

"বললুম তো জরুরি কাজ আছে। ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই ফিরে এসে ভোজের শেষ পর্বটা খেতে পাবো আশা করছি।"

আথস চুপিচুপি বললেন—"সত্যিই আসছ নাকি ফিরে?" তাঁর সুরে সন্দেহের আভাস।

"নিশ্চয়ই ফিরে আসছি!" বলে আথসের হাতে একটা চাপ দিয়ে দারতাঁয়া ফিসফিস করে বললেন—"যতক্ষণ না ফিরে আসি, প্রাণ খুলে ফুর্তি করো, আর দোহাই তোমার, ভেতরের কথা একটুও ফাঁস কোরো না।"

বেইসিমিওজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দারতাঁয়াকে তোরণ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। অমনি আরামিস একেবারে যেন আঁকড়ে ধরলেন আথসকে। ভেতরে যে কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে, তা বুঝতে তাঁর আর বাকি নেই। সেই ব্যাপারটা যে কী, তাই আথসের মুখ থেকে বের করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন তিনি। কিন্তু আথস শক্ত লোক। 'বলব না' গোঁ ধরলে তাঁর পেটের কথা মুখ দিয়ে বের করার সাধ্যি কারও নেই।

একটু পরেই বেইসিমিওজ ফিরে এলেন। এবার খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। আথস রেহাই পেলেন আরামিসের জেরা থেকে।

ওদিকে দারতাঁয়া গাড়িতে উঠেই হুকুম দিলেন—"রাজার কাছে চল। ঝড়ের বেগে যাওয়া চাই। এমন জোরে ঘোড়া ছোটাও যেন তাদের পায়ের খুরে রাস্তার পাথর থেকে আগুন ঠিকরে বেরোয়।"

দারতাঁয়া যখন রাজার ঘরে ঢুকলেন, তখন রাজা গল্প করছেন সেন্ট-আইনাঁর সাথে। রাওল ইংলন্ড থেকে ফিরেই ডুয়েলের আহ্বান পাঠিয়েছে,—এ খবর পেয়েই লা-ভেলিয়ার ভয়ে ভাবনায় কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দুজনের মধ্যে আলোচনা চলছে সেই কথা নিয়ে।

এমন সময়ে দারতাঁয়া প্রবেশ করলেন সেখানে। রাজা তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা

www.BanglaBook.org

করলেন—"হল কাজটা?"

দারতাঁয়া তাকালেন সেন্ট-আইনাঁর দিকে। ইশারায় জানিয়ে দিলেন যে, ওই ভদ্রলোক বেরিয়ে না গেলে সেসব কথা বলা যাবে না।

রাজার নির্দেশ পেয়ে সেন্ট-আইনাঁ চলে গেলেন পাশের ঘরে। তখন দারতাঁয়া উত্তর দিলেন রাজার প্রশ্নের—"হ্যাঁ মহারাজ! কাজটা হয়েছে।"

"কাউন্ট কী বললেন?" জিজ্ঞাসা করেন রাজা।

"কাউন্ট?" দারতাঁয়া জবাব দেন "তিনি বললেন, গ্রেফতার যে হতে হবে, তা তিনি আগে থাকতেই জানতেন।"

"আশা করি, কাউন্ট দ্য লা ফেয়ারের মনে এখনও সেই বিদ্রোহের ভাবটা নেই?"

"বিদ্রোহ! বিদ্রোহ আপনি কাকে বলেন মহারাজ? চুপচাপ একটা লোক ব্যাস্টিলে ঢুকেছে। যার ওপর ভার ছিল, তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার, সে-ই চেষ্টা করেছিল তাকে ছেড়ে দেবার। কিন্তু সেই লোকটা ওরকম ভাবে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ সরাসরি নাকচ করে ব্যাস্টিলে ঢুকেছে। সেই লোকই কি আজ রাজার চোখে বিদ্রোহী?"

রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন—"যার ওপরে ভার ছিল, সে চেষ্টা করেছিল ছেড়ে দেবার? এ থেকে কী বুঝব আমি? তুমি কি পাগল হয়েছ ক্যাপ্টেন?"

"না মহারাজ, পাগল হইনি।"

"কিন্তু ভার তো আমি তোমাকেই দিয়েছিলাম! আর তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলছ যে কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ারকে গ্রেফতার না করে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে?"

"হ্যাঁ মহারাজ! ঠিক তাই।"

"বটে!"

"শুনুন মহারাজ! আমি কাউন্টকে বলেছিলাম যে সীমান্তে আমি তাঁর জন্যে ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। সেই ঘোড়ায় চেপে পৌঁছে অনায়াসে তিনি ইংলন্ডে পৌঁছোতে পারেন—একথাও বলেছিলাম তাঁকে।"

"অর্থাৎ তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে আমার সাথে!" রাজার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন।

"শুনুন মহারাজ!"

"আমার ধৈর্যের সীমা আছে, মনে রেখো।"

"মনে রাখার দরকার দেখি না। আমি তো এসেছি বন্দী হবার জন্যেই!"

"বন্দী হবার জন্যে? তুমি?"

"নিশ্চয়ই! আমার বন্ধুর একা থাকতে কষ্ট হবে ওখানে। আমি প্রার্থনা করছি মহারাজ, আমাকে বন্ধুর কাছে গিয়ে থাকতে দিন। মহারাজ শুধু মুখের কথাটি বলুন, আমি নিজেই নিজেকে গ্রেফতার করে ব্যাস্টিলে নিয়ে যাব। তার জন্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্য কোনো সেনানীকে মহারাজের ডাকতে হবে না।"

রাজা লাফিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলেন দারতাঁয়ার কারাবাসের হুকুম।

"মনে রেখো, এ কারাবাস চিরদিনের জন্যে।"

"তাতে আর সন্দেহ কী? আমার সাথে এরকম চমৎকার ব্যবহার করার পরে কোন্ লজ্জায় আর আপনি আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন?"

রাজা ছুড়ে ফেলে দিলেন কলম—"দারতাঁয়া! দাম্ভিক গ্যাস্কন্! এখানে কে রাজা? তুমি না আমি?"

"আমার বরাত মন্দ যে রাজা হচ্ছেন আপনিই।"

"তুমি রাজা হলে বোধ হয় দারতাঁয়ার বিদ্রোহের সমর্থন করতে?"

"নিশ্চয়ই! শুধু সমর্থন নয়, আমি সদয়ভাবে কথা কইতাম আমার ক্যাপ্টেনের সাথে। মানুষের চোখ দিয়ে চাইতাম তার দিকে, জ্বলন্ত কয়লার মতো চাহনি দিয়ে চাইতাম না। তাকে বলতাম—মসিয়েঁ দারতাঁয়া, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি যে রাজা, সেকথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একজন ভদ্রলোককে অপমান করার জন্যে আমি সিংহাসন থেকে নেমে এসেছিলাম অনেক নিচে।"

রাজা চিৎকার করে উঠলেন—"তুমি কি ভেবেছ তোমার বন্ধুর চেয়ে বেশি উদ্ধত হলেই তুমি বন্ধুকে মুক্ত করতে পারবে?"

"উদ্ধত? আমার বন্ধুর চেয়ে অনেক বেশি উদ্ধত আমাকে তো হতেই হবে। তার জন্যে দায়ী আর কেউই নয়,—আপনি নিজে। আমার বন্ধু আর আপনাকে কতটা বলেছেন? আমি তাঁর চেয়ে বেশি কিছু বলব। বলব যে, আপনি তাঁর ছেলের জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি কথা কইতে এসেছিলেন নিজের ছেলের সম্বন্ধেই, অমনি রেগে উঠে আপনি তাঁর জীবনটাও ধ্বংস করে দিলেন। তিনি আপনাকে শোনাতে চেয়েছিলেন ধর্মের কথা, ন্যায়ের কথা, সততার কথা। আপনি তাঁকে লাথি মেরে ঠেলে দিয়েছেন কারাগারে।"

রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন—"দারতাঁয়া!"

"শুনুন মহারাজ, আমার বন্ধুর চেয়ে অনেক কঠোর কথা আমি শোনাব আপনাকে। আপনি বেছে নিন কোন্‌টে চেয়েছেন আপনি? বন্ধু, না বান্দা? সৈনিক, না বিদূষক? শক্তিমান পুরুষ, না খেলার পুতুল? যাদের দিয়ে কাজ পাবেন, এমন মানুষ কি চান? না, কথায় কথায় কুঁজো হয়ে সেলাম করবে শুধু, এমন মানুষ চান? মানুষ আপনাকে ভালবাসুক—এটা চান? না আপনাকে ঘেন্না করুক—এটা চান? এ দুটোর কোন্‌টে চান? তাড়াতাড়ি বেছে নিতে হবে আপনাকে দুটোর একটা। পুতুল যদি চান, অসংখ্য ছড়িয়ে আছে চারদিকে। মহৎ লোক যদি চান, খুব অল্পই বেঁচে আছে এখন। পুতুলের দিকেই যদি ঝোঁক হয় আপনার, আমাকে এখনি ব্যাস্টিলে পাঠিয়ে দিন আমার বন্ধুর কাছে। আপনি যদি কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়রের কথা সইতে না পেরে থাকেন, যে কথার অক্ষরে অক্ষরে ফুটে বেরোয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সততা আর শুভেচ্ছা, আপনি যদি ক্যাপ্টেন দারতাঁয়ার কথাও শুনতে না পারেন, যে কথা আগাগোড়া অন্তরিকতায় ভরা, তাহলে আপনি দুষ্ট রাজা। আর যে রাজা আজ দুষ্ট, কাল সে হবে অযোগ্য রাজা। দুষ্ট রাজাকে লোকে ঘেন্না করে, অযোগ্য রাজাকে লোকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেয়। একথাই আজ আমার বলার আছে আপনাকে। আপনিই আমায় আজ বাধ্য করেছেন এসব কথা বলতে। বাধ্য করে ভাল করেননি।"

রাজার যেন ভয়ানক শীত লাগছে। তাঁর হাত-পা যেন ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ধপাস্ করে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে। আকাশ ভেঙে মাথায় বাজ পড়লেও তিনি এর চেয়ে বেশি চমক খেতেন না। রাজার রাগ যে কত বেশি হয়েছে, তা বুঝতে পেরে দারতাঁয়া এবার তরোয়াল খুলে বিনীতভাবে সেটা রাজার সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

কিন্তু রাজার মাথার ঠিক নেই তখন। রাগের মাথায় হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেলেন সেই তরোয়াল। আর নাড়া পেয়ে সেই তরোয়াল টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ফিরে এল দারতাঁয়ারই পায়ের কাছে।

যতই সংযম থাকুক, দারতাঁয়ার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। আর রাগে পাগলের মতো হয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"রাজা ইচ্ছে করলে সৈনিককে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কর্মচ্যুত করতে পারেন, তার প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন। কিন্তু যত বড় রাজাই হোন না কেন, সৈনিকের তরোয়াল ফেলে দিয়ে তাকে অপমান করার অধিকার কোনো রাজারই নেই। শুনুন মহারাজ! এই কলঙ্কিত তরোয়ালকে আর খাপের ভেতর পুরব না আমি। এখন এর একমাত্র উপযুক্ত খাপ হচ্ছে আপনার বুক বা আমার বুক। আমি নিজের বুকই বেছে নিলাম। আপনাকে ক্ষমা করার মতো এখনও আমার অন্তরে ভালবাসা আছে, সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।"

তারপর ছুটে গিয়ে তরোয়াল তুলে নিয়ে সেই তরোয়াল নিজের বুকের ভেতর বসিয়ে দিতে গেলেন দারতাঁয়া।

সহসা দারতাঁয়াকে এভাবে নিজের বুকে তরোয়াল বসাতে দেখে রাজার হুঁশ ফিরে এল। চকিতে ছুটে গেলেন তিনি দারতাঁয়ার দিকে তীর বেগে। তারপর নিজের ডান হাত দিয়ে তিনি দারতাঁয়ার গলা জড়িয়ে ধরলেন, আর বাঁ হাত দিয়ে তরোয়ালের মাঝখানটা ধরে ধীরে ধীরে সেটা দারতাঁয়ার কোমরে ঝোলানো খাপের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।

দারতাঁয়া পাথরের মূর্তির মতো নিথর।

তরোয়াল খাপে ঢুকিয়ে দিয়ে রাজা আবার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর একখানা কাগজে কী যেন লিখে তুলে দিলেন দারতাঁয়ার হাতে।

"এটা কী কাগজ, মহারাজ?" জিজ্ঞাসা করেন দারতাঁয়া।

"কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ারের মুক্তির আদেশ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দারতাঁয়া রাজার হাতখানা টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন সেই হাতে, তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটি কথাও কেউ বললেন না—না রাজা, না দারতাঁয়া।

দারতাঁয়া চলে যাবার পর ফাঁকা ঘরের মধ্যে বসে রাজা আপন মনে বলে উঠলেন—"হায় রে মানুষের মন! কবে আমি ওকে বুঝতে শিখব? না, আমি দুষ্ট রাজাও নই, অযোগ্য রাজাও নই। তবে আমি এখনও বালক! নেহাতই ছেলেমানুষ!"

ছয়

রাজার দেওয়া মুক্তির পরোয়ানা আথসকে দেখিয়ে তাঁকে ব্যাস্টিল থেকে ফিরিয়ে আনতে দারতাঁয়ার বেশি সময় লাগল না।

আথস আর দারতাঁয়া যখন বিদায় নিলেন, আরামিস তখনও বেইসিনিওজের টেবিলে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—"ব্যাস্টিলে খুবই একঘেয়ে জীবন কাটাতে হয় আপনার!"

এরকম প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলেন না বেইসিনিওজ মোটেই। চোঁক গিলে বললেন—"নাঃ, একঘেয়ে কেন হবে? কতরকম মজা তো দেখতে পাচ্ছি এখানে।"

"সমিতির লোকজন এখানে কি মাঝে মাঝে আসছে?"

"সমিতি!" বেইসিনিওজ যেন আকাশ থেকে পড়েন।

"আপনি কোনো একটা বিশেষ সমিতির সভ্য তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছাদের দিকে তাকিয়ে আরামিস যেন কোনো ধর্মগ্রন্থের বুলি আওড়াতে লাগলেন—"ওই সমিতির সভ্য হিসেব কারাধ্যক্ষ, প্রয়োজন হলে বা কোনো বন্দীর কাছ থেকে আবেদন পেলে, তাঁরা সমিতির অনুমোদিত ধর্মযাজককে বন্দীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।"

বেইসিনিওজের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

বুলি আওড়ানো শেষ করেই আরামিস তাকালেন দুর্গাধ্যক্ষের দিকে, আর বলতে লাগলেন—"ওই রকমের একটা প্রয়োজনেই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু আমার কোনো কথাই আপনি বুঝতে পারছেন না দেখছি। তাহলে আমি ফিরে গিয়ে সমিতিকে বলি যে তাঁদের ভুল হয়েছে। ব্যাস্টিলের দুর্গাধ্যক্ষ সমিতির সভ্যই নন, এবং কাজে কাজেই সমিতির নিয়ম-কানুন মেনে চলতেও তিনি বাধ্য নন।"

"ফিরে যাবেন না, দয়া করে সমিতিকে বলবেন না এ ধরনের কথা।" ব্যস্ত হয়ে মিনতি করেন বেইসিনিওজ—"আমি তো এমন কোনো কথা আপনাকে বলিনি যে আমি সমিতির সভ্য নই!"

"ওঃ হোঃ, বটে বটে!" ধূর্তামির হাসি হেসে বলেন আরামিস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি তো আগে কোনো খবর পাইনি কিনা। তাই এ ব্যাপারে তৈরি ছিলাম না।"

"বাইবেল কি একথাই বলেনি যে সর্বদা চোখ-কান খুলে রাখবে, কখন যে কাজের সময় আসবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন?"

সার্জেন্ট দরজার কাছে এসে সেলাম জানাল।

বেইসিমিওজ বিরক্ত হয়ে বললেন—"কী চাই?"

"দু'নম্বর মহলে যে বন্দীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলছে, সে একজন পাদরি চায়।"

কথাটা শুনেই বেইসিমিওজ চেয়ার থেকে পড়ে যান বুঝি! আরামিসকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি—"কী জবাব দেব ওকে?"

"আমি কি ব্যাস্টিলের অধ্যক্ষ? যা ভাল মনে করেন, বলে দিন।"

বেইসিমিওজ সার্জেন্টকে বললেন—"বন্দী যা চায়, তা পাবে এখনি!"

সার্জেন্ট চলে গেল। তখন বেইসিমিওজ আরামিসের দিকে ফিরে বললেন—"এখন চলুন তো বন্দীকে দেখে আসি!"

বেইসিমিওজ আগে আগে চললেন, পেছনে আরামিস।

অনেক মহল ঘুরে অনেক পথ পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। পেছনে এসে দাঁড়াল একজন পাহারাওয়ালা হাতে লণ্ঠন নিয়ে।

কারাকক্ষের তালা খুলে বেইসিমিওজ ভেতরে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় আরামিস বলে উঠলেন—"বন্দী যা পাদরিকে বলবে, তা কেউই শুনতে পাবে না, এমন কি কারাগারের অধ্যক্ষও না—এরকমই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে সমিতি।"

বেইসিমিওজ পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিলেন। পাহারাওয়ালার হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে আরামিস প্রবেশ করলেন ঘরের ভেতর। সাথে সাথে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

দুর্গাধ্যক্ষ আর পাহারাওয়ালার পায়ের আওয়াজ যতক্ষণ দূরে মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ আরামিস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। তারপর তিনি ঘরের ভেতর এগিয়ে গেলেন। শোবার ঘণ্টি বেজে ওঠার পরে ব্যাস্টিলের কোনো কারাকক্ষে আলো থাকতে দেওয়া হয় না। তাই ঘরটা এখন অন্ধকার। আরামিস সামনের টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রেখে তাকালেন চারদিকে।

সামনেই দেখা গেল একটা খাট। সেখানে সবুজ সার্জের চাদরে ঢাকা বিছানায় মশারি ফেলাই আছে। সেই মশারির ভেতর আছে বন্দী এক যুবক। ঘরে আলো নিয়ে লোক এসেছে, অথচ বন্দী সাড়া দিচ্ছে না। আরামিস ভাবলেন, হয় বন্দী ঘুমিয়েছে, নয়তো সে মারা গেছে। আরামিস ধীরে ধীরে বন্দীর বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ভাবে আর চালচলনে কৌতূহল ও সম্ভ্রম সমানভাবে ফুটে উঠেছে।

এবার মাথা তুলে বললে বন্দী যুবক—"কী চাই এখানে?"

www.BanglaBook.org

"আপনি কি একজন ধর্মযাজক চেয়ে পাঠাননি?"

আরামিসের মুখের ওপর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে যুবক বিস্ময়ে বলে উঠল—"আমি আপনাকে আগেও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!"

তারপর ধীরে ধীরে বন্দী যুবকের মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের হাসি। আসল কথা, আরামিসের মুখের দিকে ভাল করে নজর দিলে কারও মনেই তাঁর ওপর বিশ্বাস আসতে পারে না -এত ধূর্তামি আর এত দম্ভের আভাস সেই মুখে।

বোধ হয় আরামিসকে বিশ্বাস করতে পারল না বলেই বন্দী যুবক জানাল—"আমি এখন ভাল হয়ে উঠেছি।"

"বেশ তো, তাতে কী?"

"ভাল হয়ে উঠলে ধর্মযাজকের আর দরকার কি? মরবার সময়েই তো মানুষের ধর্মযাজকের দরকার হয়!"

"ধর্মযাজকের দরকার এখন না থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মযাজকের পোশাকে একজনের এখানে আসার কথা কী ছিল না?"

কথাটা শুনেই বন্দী যুবক চমকে উঠল, কিন্তু সে কোনো কথা বলার আগেই আবার আরামিস বলতে শুরু করলেন—"রুটির ভেতর আপনি নিশ্চয়ই চিঠি পেয়েছিলেন একখানা। সেই চিঠিতে ধর্মযাজকের পোশাকে একজনের দেখা দেওয়ার কথা ছিল না কী? আপনার দরকার নেই কি সেই একজননের মুখ থেকে নিজের জরুরি গোপন কথাটা শোনার?"

বালিশে হেলান দিয়ে বন্দী যুবক বলল—"হুঁ হুঁ, এবার ব্যাপারটা বুঝেছি। বলুন তাহলে, শুনি।"

এতক্ষণ পরে বন্দী যুবকের মুখখানি ভাল করে দেখার সুযোগ পেলেন আরামিস। কী সহজ স্বাভাবিক মহিমা ফুটে উঠেছে সেই মুখে! এ রকম জিনিস জন্মের সঙ্গে যে না পায় সে চেষ্টা করে কখনই আয়ত্ত করতে পারে না।

"এ জগতে আমিই আপনার একমাত্র দরদী। আপনার ভেতর সব কথা আমায় খুলে বলা।"

"কি জানতে চান, বলুন?" উত্তর দেয় বন্দী যুবক।

"বন্দী মাত্রেই কোনো না কোনো অপরাধ করে কারাগারে আসে। আপনি কী ধরনের অপরাধ করেছিলেন?"

"কী অপরাধ করেছিলাম? এর উত্তর পেতে হলে আগে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে—অপরাধ কাকে বলে। আমার মন তো আমাকে কোনো কিছুর জন্যে অপরাধী করে না!"

"শুধু নিজে অন্যায় করেছি যে সকল সময় অপরাধ, তা ভাববেন না মোটেই। বড় বড় ওমরাহ লোকে যে অন্যায় করে, তার কাহিনী যদি কোনো গতিকে আপনি জেনে ফেলেন বা তার প্রমাণ আপনি হাতিয়ে নেন, তাহলেও তাদের চোখে আপনি হয়ে যাবেন অপরাধী।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব মনোযোগের সঙ্গে আরামিসের কথাগুলো শুনছে বন্দী যুবক।

"তা হতে পারে! সেদিক দিয়ে হয়তো আমি অপরাধ করে বসেছি। খুব বড় গুণীমানী লোকেদের চোখে—হ্যাঁ, খু-ব ব-ড় গু-ণী মা-নী লো-কে-দের চো-খে।"

আরামিস একথায় উৎসাহিত হয়ে বললেন—"আপনি তাহলে জানেন কিছু?"

"জানি! কিন্তু অচেনা লোকের কাছে কেউ কি গোপন কথা বলে?"

"তা বলে না বটে, কিন্তু হে মহামান্য, আমি কি সত্যই আপনার অচেনা? বলুন, ভাল করে ভেবে বলুন।"

'মহামান্য' সম্বোধনে বন্দী যুবক চঞ্চল হয়ে উঠল একটু। কিন্তু আরামিসের একথার ভেতরে অসংগত কিছু সে দেখতে পেয়েছে, এমন তো তার ভাব দেখে মনে হল না।

"আপনার পরিচয় কিছুই তো মনে করতে পারছি না!" শুধু এটুকুই বলল সেই বন্দী যুবক।

"আপনার যদি অতই অবিশ্বাস হয় আমার ওপরে, তাহলে তো বিদায় নেওয়া ছাড়া আমার আর করার কিছুই থাকে না!" বললেন আরামিস।

যুবকও ঠিক সেই সুরেই জবাব দেয়—"যে চিরজীবনের মতো বন্দী, তার পক্ষে সবাইকেই অবিশ্বাস করা ছাড়া উপায় যে নেই, একথা যে না বুঝবে, তাকেও তো আমার বলার কিছু নেই!"

"পুরোনো বন্ধুদেরও অবিশ্বাস করবেন কি তা বলে? এতটা সতর্কতা আপনার বাড়াবাড়ি, মহামান্য!"

"আমার পুরোনো বন্ধু আপনি?"

"পনেরো থেকে আঠারো বছর আগে নয়জিলি-সেক গাঁয়ে এক মহিলা আপনাকে দেখতে আসতেন, মনে আছে কি তাঁর কথা? কালো রেশমের পোশাক তাঁর পরনে, মাথায় তাঁর লাল রেশমের ফিতে?"

যুবক ঘাড় নেড়ে বললে—"খুব মনে পড়ে!"

"আর সেই মহিলার সাথে আসত এক ঘোড়সওয়ার। মনে পড়ে কি তাকে?"

"হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে। একদিন আমি নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওই ঘোড়সওয়ারকে। জবাবে কে যেন বলেছিল, উনি হচ্ছেন অ্যাবি-দ্য-হারব্রে। অ্যাবিরা যে উঁচু পদের ধর্মযাজক, তা জানতাম আমি। তাই সেদিন ভেবে পাইনি কী করে একজন ধর্মযাজকের চেহারা অমন যোদ্ধার মতো হল?"

"বেশ বেশ, তারপর?"

"আমার বিস্ময় কেটে গেল যখন শুনলাম যে ওই অ্যাবি আগে রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের মাস্কেটিয়ার সৈন্যদলের এক নামকরা সৈনিক ছিলেন।"

"তবে আর কি! সেই আগেকার মাস্কেটিয়ার, যাকে আপনি পনেরো বছর আগে অ্যাবি-দ্য-হারব্রে বলে জানতেন, লোকে তাকে এখন জানে ভ্যানের বিশপ বলে। সেই বিশপই আজ ব্যাস্টিলের কারাকক্ষে হাজির হয়েছে আপনার সামনে।"

www.BanglaBook.org

"জানি। আপনাকে দেখেই চিনেছি।"

"জানেন? তবে আরও একটা কথা জেনে রাখুন। আজ যদি রাজা চতুর্দশ লুই জানতে পারেন যে সেই আগেকার মাস্কেটিয়ার এবং অ্যাবি, এখনকার ভ্যানের বিশপ ও ধর্মযাজক এই মুহূর্তে আপনার সাথে কথা কইছে বাস্টিলের কারাকক্ষে বসে, তাহলে আজ রাত কাবার হওয়ার আগেই, জল্লাদের কুঠারের এক ঘা তাকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবে, যে জায়গা বাস্টিলের এই কারাকক্ষের চেয়ে ঢের বেশি অন্ধকার।"

আরামিসের কথা শুনতে শুনতে বন্দী যুবক বিছানার ওপরে উঠে বসে উত্তেজনায়। কড়া নজরে সে তাকিয়ে থাকে আরামিসের মুখের পানে। আরামিসের কথাটা যে মিথ্যা নয়, সে বিশ্বাস বোধহয় হল এতক্ষণে।

"আমার বেশ মনে পড়ছে। আপনি আসতেন সেই কালো রেশমের পোশাক-পরা মহিলার সাথে।"

"আমার কথা যখন মনে পড়ছে, তখন দেখুন তো চেষ্টা করে—অন্য কারও কথা মনে পড়ে কিনা! সেই কালো পোশাক-পরা মহিলা অনেক সময় সঙ্গে নিয়ে আসতেন আমাকে, আবার অনেক সময় তাঁর সাথে থাকতেন অন্য এক মহিলা—মনে পড়ে কি? এই দ্বিতীয় মহিলা প্রতি মাসে একবার করে আসতেন আপনাকে দেখতে, মনে পড়ে কি?"

"খুব মনে পড়ে।"

"কে ঐই দ্বিতীয় মহিলা, তা কি জানেন?"

এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে বেরুলো বন্দীর চোখ থেকে। উত্তেজিত হয়ে সে বললে—"শুধু এটুকুই জানি যে তিনি রাজসভার কেউকেটা ছিলেন।"

"ওঁকে বেশ ভাল করে মনে করতে পারেন কি?"

"তা পারব না কেন? সে সময় তো মাত্র পাঁচজন লোকের সাথে আমার দেখা হত! একজন হচ্ছেন আপনি, আর অন্যেরা হলেন আমার ঠিক লাপোর্টি, ধাত্রী পেরোনেট আর ওই মহিলা দুজন। তার পরে আমার পরিচয় হয়েছে আর মাত্র দুজনের সাথে। একজন হচ্ছেন এই বাস্টিলের অধ্যক্ষ, আর অন্য জন হচ্ছেন এই মহলের কারারক্ষী।"

"আপনি তাহলে নয়তিলি-সেক গাঁয়ে এরকম বন্দী ছিলেন, তাই না?"

"ঠিক তা নয়, তবে অনেকটা ওইরকম। সেখানে আমার কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। বাড়ি থেকে বেরুতে পারতাম না বটে, কিন্তু উঁচু পাঁচিলে-ঘেরা বড় বাগান ছিল সেখানে। সেই বাগানের মাঝখানে ভেতরে ঘুরে ফিরে বেড়াতাম, ঘোড়ায়ও চড়তাম আমি। সেখান থেকে নিয়ে এল এখানে। চিরদিনই কি এরকম কারাগারে থাকতে হবে আমাকে?"

বিষণ্ণ ভাবে আরামিস বললেন—"হয়তো তাই।"

"কেন?"

www.BanglaBook.org

আরামিস উত্তর দিলেন—"বাইরে বেরুতে পারলে আপনি বড়লোকদের একটা সাংঘাতিক গোপন কথা ফঁস করে দেবেন, এটাই আপনার বন্দী হওয়ার কারণ।"

"আমার মতো একটা নিরপরাধ যুবককে বিনাবিচারে যে ব্যাস্টিলে আটকে রাখতে পারে, সে বোধহয় খুব ক্ষমতাশালী?"

"নিশ্চয়ই ক্ষমতাশালী।"

"আমার শিক্ষক আর আমার ধাত্রীকে তারা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কেন? ওঁদের থেকে কি কোনো বিপদের ভয় ছিল আমার দুশমনদের?"

"নিশ্চয়ই ছিল। তাই দুনিয়া থেকে ওঁদের চিরদিনের মতো সরিয়ে দিয়ে তারা বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করল।"

বন্দী যুবকের মুখ কালো হয়ে গেল। কপালের ওপর দিয়ে সে নিজের হাতখানা বুলিয়ে আনল একবার। আরামিস দেখলেন, বন্দীর হাত ঈষৎ কাঁপছে।

"ওঁদের কি বিষ দিয়েছিল?" বন্দী যুবক জানতে চাইল একটু পরে।

"তাই-ই বটে।"

"ঠিক ওই কথাই ভেবেছিলাম আমি।"

"ঠিক কী ভেবেছিলেন, আর কেনই বা তা ভেবেছিলেন, আমাকে সব কথা খুলে বলুন। আমাকে কোনো সন্দেহ করবেন না। একবারও ভুলবেন না যে আপনার সাথে দেখা করতে এসে আমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি।"

"আমি ভেবেছিলাম আমার শিক্ষককে—"

"শিক্ষককেই আপনি গোড়ায় আপনার বাবা বলে জানতেন, তাই না?"

"তাই-ই জানতাম আগে। কিন্তু এখন বুঝি, সত্যিকার বাবা হলে উনি আমার সাথে অমন বিনীতভাবে কথা কইতেন না।"

একটু থেমে বন্দী যুবক আবার বলতে লাগল—"আমাকে চিরদিন লোকের চোখের আড়ালে রাখার মতলব গোড়ায় ওদের ছিল না বোধ হয়। তা যদি থাকত, তাহলে আমার লেখাপড়ার জন্যে অত যত্ন ওরা নিত না। শিক্ষক মশাই আমাকে সাহিত্য আর গণিত তো শিখিয়েছিলেনই, তারও শিখিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়া আর তরোয়াল খেলা।

একদিন সকালবেলায় হল কি, তরোয়াল খেলে শ্রান্ত হয়ে আমি নিচের ঘরে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লাম। শিক্ষক মশাই ছিলেন ওপর তলায়। সেখান থেকে তিনি "পেরোনেট, পেরোনেট" বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে নিচে নামলেন। তারপর পেরোনেটকে নিয়ে দুজনে মিলে বাগানের ইঁদারার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখতে লাগলেন।

শিক্ষকের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কৌতূহলের বশে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি নজর করতে থাকলাম ওঁদের। ওঁদের কথা কানে এল। শিক্ষক বলছেন—'কী বিপদ হল বল দেখি, রানীর কালকের চিঠিখানা হাওয়ায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উড়ে এই ইঁদারার ভেতর পড়ে গেল।'

ধাত্রী বললেন—'তাতে আর বিপদটা কী?'

শিক্ষক খিঁচিয়ে উঠলেন—'বিপদ কী, জানো না? প্রতি মাসে রানী এসে তাঁর চিঠিগুলো ফেরত নিয়ে নিজের হাতে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এবার যদি একখানা চিঠি কম ফেরত পান, তাহলে তিনি ভাববেন আমি সেটা লুকিয়ে রেখেছি তাঁর দুশমনদের হাতে দেবার জন্যে।'

ধাত্রী বললেন—'তা হলে এখন উপায়?'

—'চিঠি তুলতেই হবে ইঁদারা থেকে। লোক ডেকে আনা যাক ওর ভেতর নামার জন্যে।'

লোক ডাকার জন্যে দুজন দু'দিকে চলে গেলেন। আর সাথে সাথে আমি লাফিয়ে বাগানে পড়লাম জানালা দিয়ে। তারপর জল-তোলা দড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেলাম ইঁদারার ভেতর।

শক্ত-সমর্থ ছেলে ছিলাম আমি। চিঠি তুলে নিয়ে ডাঙায় উঠে আসতে আমার দশ মিনিটও লাগল না। ওঁরা কেউ তখনও ফিরে আসেননি।

বাগানের উলটো দিকে একটা ঝোপের আড়ালে বসে আমি পড়লাম সেই চিঠি।"

এতক্ষণে কথা কইলেন আরামিস—"কী পড়লেন সে চিঠিতে?"

"যা পড়লাম, তাতে এটুকুই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে যে আমি সামান্য লোক নই—রানী এবং প্রধান মন্ত্রী ম্যাজারিন দুজনেই ফিলিপের অর্থাৎ আমার খোঁজখবর অনবরত নিয়ে থাকেন। আমার শিক্ষক নিজে একজন উঁচু দরের সম্ভ্রান্ত লোক এবং ধাত্রী পেরোনেটও সাধারণ ধাত্রী শ্রেণীর লোক নন। আমাকে অর্থাৎ ফিলিপকে যাতে খুব সাবধানে রেখে দেওয়া হয়, তার জন্যে ওঁদের সকলের আকুলতার অন্ত নেই।"

"তারপর কী হল?" আরামিসের গলা শোনা গেল আবার।

"ইঁদারায় চিঠিটা ফেলে দিয়ে ভিজে পোশাকেই বসে রইলাম অনেকক্ষণ সেই ঝোপের ভেতর। এরপর দারুণ জ্বরে পড়লাম আমি। বিকারের ঘোরে যা তা বকতে লাগলাম। ইঁদারার ভেতরে নেমে চিঠি তুলে আনার কথা আমার মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ল আমার অজান্তে।"

"তারপরই কি এলেন এই বাস্তিলে?"

"তাই তো হল শেষ পর্যন্ত। এবার আপনার যা বলার আছে, তা বলুন।"

একথায় আরামিসের মুখে ফুটে উঠল অপরিসীম গাম্ভীর্য। যে গুরুতর বিষয়ে তিনি কথা কইতে যাচ্ছেন তারই প্রস্তুতি এটা। প্রথমেই তিনি বললেন—'আমার কথা শুরু করার আগে আর একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আপনি যে বাড়িতে ছিলেন, আয়না ছিল কি সেখানে?"

"আয়না! সেটা আবার কী জিনিস?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যা ভেবেছি তাই। আয়না হচ্ছে এমন একটা আসবাব যার ভেতর জিনিসের ছায়া পড়ে। এই ধরুন, আয়না, নিজের সামনে ধরলে তার ভেতরে আপনি নিজের চেহারা হুবহু দেখতে পাবেন।"

"না, সে বাড়িতে এ ধরনের কোনো আসবাব ছিল না।"

ঘরখানার চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আরামিস বললেন—"এ ঘরেও আয়না নেই। একই ধরনের সতর্কতা এখানেও। শুনুন তাহলে। আপনাকে আমি সংক্ষেপে এ দেশের গত তেইশ-চব্বিশ বছরে ইতিহাস বলছি। এই সময়কার ঘটনাগুলোই আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। আপনি জানেন কি যে শেষ রাজা ছিলেন ত্রয়োদশ লুই?"

"তা জানি।" যুবকের মুখ বুঝি একটু লাল হয়ে উঠল।

"ত্রয়োদশ লুইয়ের অনেকদিন পর্যন্ত বড়ই দুশ্চিন্তা ছিল—তাঁর মৃত্যুর পরে কে রাজা হবে, এই নিয়ে।"

"কেন, তাঁর কি কোনো ছেলে ছিল না?" প্রশ্নের সাথে সাথে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল যুবকের মুখে।

"অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না। যখন ছেলের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, সেসময় ১৬৩৮-এর ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর এক ছেলে হল। প্রজাদের ডেকে এনে দেখানো হল নবজাত রাজপুত্রকে। তাকে ঘোষণাও করা হল ভবিষ্যতের রাজা বলে। তারপর—প্রথম রাজপুত্রের জন্মের দু'ঘণ্টা পরে রানী প্রসব করলেন দ্বিতীয় একটা ছেলে।"

"রানীর দ্বিতীয় একটা ছেলে তো আছেই।" যুবক বলে উঠল সন্দেহের সুরে—"কিন্তু আমি যে শুনেছি তার জন্ম হয় অনেক দিন পরে।"

"সত্যি কথাটা শুনুন তাহলে। প্রথম রাজপুত্রের জন্মের দু'ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় রাজপুত্রের জন্ম হল যখন, ধাত্রী পেরোনেট তখন ছিল রানীর পাশে।"

"হুঁ, ধাত্রী পেরোনেট!" বিড়বিড় করে কী যেন বলল যুবক।

"রাজাকে ডেকে আনা হল। দ্বিতীয় রাজপুত্রকে দেখে তো তিনি ভয়ে অস্থির। ফরাসী দেশের রীতি এই যে রাজার বড় ছেলেই রাজা হয়। যমজ ছেলে যদি হয়, দু'জনের ভেতর কে বড় এ নিয়ে তো তর্ক উঠতে পারে। অনেক চিকিৎসকের মত এই যে যমজ সন্তানের ভেতরে প্রথম যেটি ভূমিষ্ঠ হয়, সেটি সত্যিই জ্যেষ্ঠ হয়।"

কবীর মুখ থেকে হঠাৎ একটা চাপা চিৎকার বেরুলো। মুখখানা তার সাদা হয়ে গেল। যে সাদা চাদর দিয়ে সে ঢাকতে চাইছে নিজের মুখ, তার চেয়েও বেশি সাদা।

আরামিস বলে চলেছেন—"হে মহামান্য, এবার তাহলে গোপন রহস্যের সূত্র আপনি ধরতে পেরেছেন হয়তো। রাজবংশ বজায় রাখার জন্যে রাজা চেয়েছিলেন একটি ছেলে, কিন্তু তাঁর ছেলে হল দুটি। একটিকে ভবিষ্যৎ রাজা বলে আগেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোষণা করেছেন তিনি, কিন্তু অন্যটি যে বড় হয়ে সিংহাসনের ওপর নিজের দাবি কায়েম করার জন্যে ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে না, তাই বা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে? দাবি তো তারও আছে!"

"বুঝেছি! এবার সব বুঝেছি!" বুক ভেঙে যেন আর্তনাদ বেরিয়ে আসে বন্দী যুবকের।

"বুঝেছেন তো? এই কারণেই মহারানী অ্যানের একটি ছেলে জন্ম থেকেই নির্বাসিত বন্দী। দেশের লোকে জানে না তার কথা। জানেন শুধু একমাত্র তাঁর মা, আর জানেন সেই মহিলা—কালো রেশমের পোশাক আর মাথায় লাল রেশমের ফিতে পরে যিনি আসতেন নয়তিলি-সেক গাঁয়ে—আর সবশেষে জানে শুধু—"

"জানেন শুধু আপনি, কেনন?"

"হুঁ, তাই। এবার দেখুন রাজা চতুর্দশ লুইয়ের ছবি, আর নিজের চেহারাখানা?"—এই বলে আরামিস পকেট থেকে বের করলেন একটা ছবি ও একটা আয়না। ও দুটো এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"এই নিন রাজার ছবি? আর এই দেখুন সেই জিনিস, যাকে বলা হয় আয়না। আয়না দিয়ে রাজার ছবির সাথে নিজের চেহারা মিলিয়ে দেখুন। রাজপোশাক আর বন্দীর পোশাকের মধ্যে তফাত থাকলেও চেহারা দুটি হুবহু এক কিনা, তা ভাল করে মিলিয়ে দেখুন।"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ফিলিপ, আর বিড়বিড় করে বললেন—"এত উঁচুতে? এত উঁচুতে?"

"কী ভাবছেন মহামান্য?" আরামিস জিজ্ঞাসা করলেন অবশেষে।

"ভাবছি যে রাজা আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না।"

"রাজা? কে রাজা? সিংহাসনে যিনি বসে আছেন অতুল গৌরবে, তিনি? না, এই কারাগারে আমার সামনে বসে যিনি দুঃখের দিন গুনছেন, তিনি?"

বড়ই কাতর হয়ে ফিলিপ বললেন—"রাজা তিনিই, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন। রাজা তিনিই, যিনি নিজে কারাগারে থাকেন না, অন্যদের পাঠান কারাগারে। রাজা মানেই মূর্তিমান শক্তি। সেকথা সামনেই তো দেখছেন—শক্তি আমার এক কণাও নেই।"

"হে মহামান্য, রাজা আপনিই হবেন, যখন কারাগার থেকে উদ্ধার করে ভক্ত বন্ধুরা আপনাকে বসিয়ে দেবে ফিরে সিংহাসনে।"

"আমায় লোভ দেখাবেন না, লোভ দেখাবেন না।" উত্তেজিত গলায় বলে ওঠেন ফিলিপ।

তারপর আবার নিজেকে সংযত করে বিষাদের সুরে বললেন—"বন্ধুর কথা বলছেন! আমার বন্ধু হতে কে আসবে? আমার অর্থ নেই, ক্ষমতা নেই, স্বাধীনতা পর্যন্ত নেই।"

"তবু তো আমি এসেছি আপনাকে নিজের আনুগত্য জানাতে! শুনুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহামান্য! আমার পরামর্শ মতো যদি আপনি চলেন, দেখবেন যে কত বন্ধু আপনার চারপাশে ভিড় করে এসে দাঁড়াবে। তারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাজা করে তুলবে আপনাকে।"

"বুঝিয়ে বলুন—কারা সেসব বন্ধু?"

"এখন নয়। বুঝিয়ে বলব সেদিন, বন্ধুদের পরিচয়ও দেব সেদিন, যেদিন আপনাকে বসাতে পারব আপনার পৈতৃক সিংহাসনে।"

"সিংহাসনে আমি? তাহলে আমার ভাই—?"

"তার সম্বন্ধে আপনি যা ঠিক করবেন, তাই হবে! আপনার কি দয়া হচ্ছে তার ওপরে, যে আপনাকে কারাগারে ফেলে রেখেছে চিরদিনের জন্যে?"

"না, মোটেই নয়।" বলে ওঠেন ফিলিপ।

"তাহলে তো ভালই।"

আবেগের সাথে ফিলিপ বলতে থাকেন নিজের মনের বাঁধন আলগা করে দিয়ে—"অথচ আমাকে আপন করে নেওয়া তার পক্ষে কতই না সোজা ছিল! একবার যদি সে আসত এই কারাগারে, একবার যদি সে আমার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে বলত—'ভাই! ভগবান আমাদের দুজনকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন একে অপরকে ভালবাসার জন্যে, হানাহানি করার জন্যে নয়। আমি তাই এসেছি তোমার কাছে। মানুষের ভুল, মানুষের হিংসা তোমাকে নিজের জায়গা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল অন্ধকার কারাগারে, দুঃখে-কষ্টে কুঁকড়ে মরার জন্যে। আমি এসেছি তোমাকে সেখানে থেকে তুলে নিজের পাশে বসাবার জন্যে। পাশে বসার সুযোগ পেয়ে কি এবার তুমি আমার বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দেবে?' —এসব কথা যদি সে একবার বলত, আমি কৃতজ্ঞতায় ভেসে গিয়ে তাকে বলতাম—কখনও না। ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন, তাই কিছু তার চেয়ে ঢের বেশি। আমি তোমাকে প্রভু বলে মানব, ভাই বলে ভালবাসব।"

"তা তো সে করেনি! এখন তবে কি করবেন?" পাল্টা প্রশ্ন করেন আরামিস।

"ব্যাস্টিলের বাইরে যতক্ষণ না পা দিচ্ছি, ততক্ষণ আর এ বিষয়ে কোনো চিন্তাই আমি করব না।"

"আমিও ঠিক সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।" বললেন আরামিস।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আরামিস বিদায় নিলেন বন্দী যুবকের কাছ থেকে। যাবার সময় তিনি বললেন, "যেদিন আমি আপনাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারব, সেদিন আবার আমাদের দুজনের দেখা হবে।"

"সবই ভগবানের ইচ্ছে। কিন্তু কি করে আমাকে খবর দেবেন যে কবে আসছেন?" প্রশ্ন করেন ফিলিপ।

"আমি নিজেই আসব আপনাকে খবর দেবার জন্যে। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে, আমার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সাথে ব্যাস্টিল ছেড়ে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবেন না আপনি। যদি জোর করে কেউ নিয়ে যায় আপনাকে, জানবেন—সে ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।"

আরামিসকে এবার বিদায় দেবার জন্যে ফিলিপ তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আরামিস অভিবাদন করলেন নত হয়ে।

ফিলিপ শেষে বললেন—"যেসব গোপন খবর কোনোদিন কাউকে বলিনি, তা আজ বলে ফেলেছি আপনাকে। ঈশ্বর না করুন, আপনি যদি আমার দুশমনদের চরই হন এবং এসব খবর নিয়ে আমার মরণের পথ তৈরি করার জন্যেই যদি আপনি এসে থাকেন, তাহলেও আপনি আমার বন্ধু! বন্ধুর কাজই করছেন আপনি। এই বন্দীশালায় চিরজীবন কাটানোর চেয়ে মরণও আমার ভাল। বহু বছর ধরে যে জ্বালা-যন্ত্রণা আমায় দগ্ধে মারছে, তার অবসান হবে এবার।"

আরামিস বললেন—"আগে তো দেখুন আমি কি করি, তারপর বিচার করবেন আমার।"

"আমি বলছিলাম যে আমার মৃত্যু ঘটাবার জন্যেই যদি আপনি এসে থাকেন, তাহলেও আমি আপনাকে ক্ষমা করব, মঙ্গল কামনাই করব আপনার। কিন্তু তা যদি না হয়, সত্যিই যদি আমার উপকারের জন্যেই এসে থাকেন আপনি, যে দুর্দশায় পড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি—তা থেকে সদয় হাতে তুলে নিয়ে আপনি যদি আমার বংশগত মর্যাদার আসনে বসাতে পারেন আমায়, তাহলে আমার ক্ষমতার আর গৌরবের অর্ধেকই আপনার হবে। তাতেও আপনার উপকারের যোগ্য প্রতিদান আমার দেওয়া হবে না।"

"মহামান্যের সুনজরে থাকলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব"—বলেই আরামিস পিছু হটে দরজায় সজোরে ঘা মারলেন। বেইসিমিওজ তার আগেই এসে গেছেন দরজার ওধারে। এঁদের ভাগ্য ভাল, তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও এঁরা কেউ কারও গলার স্বরকে চড়া হতে দেননি। তাই বেইসিমিওজ জানতে পারলেন না এঁদের গোপন শলাপরামর্শ।

সাত

আথস ব্লয়-এর জমিদারিতে চলে গেছেন। রাওলও গেছে সেখানে তার দু-একদিন পরেই।

পোর্থসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি দারতাঁয়োর। একদিন প্রাসাদে কোনো কাজ নেই দেখে তিনি বন্ধুর খোঁজ নিতে বেরুলেন।

গিয়ে দেখেন—অদ্ভুত কাণ্ড! পোর্থস একটা বড় ঘরে মুখ গোমড়া করে বসে আছেন। তাঁর সামনে লাল, নীল, হলদে, ময়ূরকণ্ঠী—নানারকম রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে একেবারে। অত বড় ঘরখানা পোশাকে পোশাকে ভরতি একেবারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুনিয়ায় যত রকম রঙ আছে, সব রঙের পোশাক জড়ো হয়েছে সেখানে। পোর্থসের সর্দার ভৃত্য মোস্টন দাঁড়িয়ে আছে দরজা ঘেঁষে খুবই লজ্জিত আর বিব্রত হয়ে।

দারতাঁয়াকে দেখেই পোর্থস খুশি হয়ে বলে উঠলেন—"আরে! বন্ধু দারতাঁয়া যে! কি সৌভাগ্য আমার যে তুমি এসে পড়েছ! এবার একটা বুদ্ধি বাতলে দাও তো।"

"কী ব্যাপার? হয়েছে কী?"

"ব্যাপার হল যে ভদ্র প্রাসাদে মসিয়েঁ ফোকে যে উৎসব করছেন, তাতে নেমন্তন্ন পেয়েছি আমি।"

"বেশ তো! তাতে ঘাবড়াবার কী আছে?"

"আছে হে, আছে! এমন জামা-কাপড় আমার নেই, যা পরে সেই উৎসবে যেতে পারি।"

"জামা-কাপড় নেই!" দারতাঁয়া যেন পাথর বনে গেলেন! বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে রঙ-বেরঙের কাঁড়িকাঁড়ি পোশাকের দিকে চোখ বুলিয়ে আমতা-আমতা করে তিনি বললেন,—"পঞ্চাশটা পোশাক মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তবুও তোমার জামা-কাপড় নেই?"

"পঞ্চাশটা পোশাক দেখছো বটে, কিন্তু এদের একটাও আমার গায়ে হয় না।"

"সে কি! পোশাক তৈরি করার আগে দরজিকে মাপ দাওনি?"

"মাপ দেওয়া হয় বইকি!" এবার কথা কইল ভৃত্য মোস্টন—"মুশকিল হয়েছে কি জানেন, আমি মোটা হয়ে গেছি।"

"সেটা অবশ্য তোমায় দেখলেই বোঝা যায়।" বলেন দারতাঁয়া।

পোর্থস মোস্টনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—'গুনছিস গাধা! তোকে দেখলেই বোঝা যায় যে তুই মুটিয়ে গেছিস।"

দারতাঁয়ার মাথায় আসে না কিছুই। তিনি পোর্থসকে প্রশ্ন করেন—"বলি, মোস্টন মোটা হয়েছে বলে তোমার পোশাক তোমার গায়ে লাগবে না,—এর মানেটা কী?"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি হে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।" জবাব দেন পোর্থস—"খাইয়ে-দাইয়ে গোড়ায় ওকে আমিই মোটা করে তুলছিলাম। আমি নিজে মোটা তো! আমার মতো জাঁদরেল চেহারা যাতে ওর হয়, চেষ্টা করছিলাম তারই জন্যে। ও যখন ঠিক আমার মতো মোটা হল, তখন আমার জামা তৈরি করার সময় দরজিকে বলতাম মোস্টনের গায়ের মাপ নিতে।"

"কী চমৎকার ফন্দী!" দারতাঁয়া যেন বাহবা দেওয়ার আর ভাষা খুঁজে পান না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসতে হাসতে তিনি বলেন—"এতে নিজের সময়ও বেঁচে যাচ্ছে, আর দরজিগুলোর নোংরা হাতের ঘাঁটাঘাঁটিও তোমাকে সইতে হচ্ছে না! বাঃ বাঃ, কী সাফ মাথা তোমার পোর্থস!"

"ভালই হয়েছিল বন্দোবস্তটা গোড়ার দিকটায়, কিন্তু বাঁদরটা সব ভেস্তে দিয়েছে নিজের আহাম্মকিতে। মোটা হতে সেই যে শুরু করেছিল, তা আর বন্ধ করেনি। দিন দিন মুটিয়েই চলেছে আজ দু'বছর ধরে। আমিও খুব বড় একটা এদিকে নজর দেইনি। এখন দেখছি—দু'এক মাস বাদে বাদে শেষের দিকে যে বারোটা কোট তৈরি করিয়েছি এভাবে—তা বিলকুল ঢোলা হয়ে গেছে আমার গায়ে। কোনোটা বা ছ'ইঞ্চি, কোনোটা বা দেড় ফুট বেশি চওড়া।"

"ব—টে! তাহলে তো খুবই মুশকিল! কিন্তু শেষের তৈরি বারোটা কোটের আগে যেগুলো তৈরি করিয়েছিলে, অর্থাৎ মোস্টন বেশি মোটা হওয়ার আগে—"

"সেগুলোও অবশ্য রয়েছে। গায়ে সেগুলো হতে পারে বটে, কিন্তু ওসব ফ্যাশান তো আজকাল বাতিল! ওই কাটছাঁটের জামা গায়ে দিয়ে উৎসবে গেলে সবাই আমার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে—আমি জঙ্গল থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এলাম।"

"তাইতো! খুব ঝামেলায় পড়েছ দেখছি! যা হোক, কতগুলো জামা ওখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে বললে?"

"ছত্রিশটা।"

"তাহলে ও ছত্রিশটা জামা মোস্টনকেই দিয়ে দাও, আর "

মোস্টনের বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে পড়ে আনন্দে।

"সাঁইত্রিশ নম্বরের একটা জামা তৈরি করাও। নিজের গায়ের মাপ দাও দরজিকে, মোস্টনের নয়। একটু ঘাঁটাঘাঁটি সইতেই হবে দরজিদের হাতে, কিন্তু উপায় তো নেই!"

"ঘাঁটাঘাঁটি না হয় সইলাম!" পোর্থসের কণ্ঠে হতাশার সুর ফুটে ওঠে—"বিপদের সময় অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। কিন্তু গেরো হয়েছে যে, এত কম সময়ের মধ্যে পোশাক তৈরি করে দিতে পারবে না বলে কোনো দরজিই কাজটা হাতে নিতে সাহস করছে না। নইলে ও চেষ্টা কি আমি করিনি ভেবেছ?"

"সাহস করছে না কেন? নেমন্তন্ন তো সেই বুধবারে! আজ তো সবে রবিবার! তিন দিনের ভেতর পোশাক তৈরি করে দিতে পারবে না কোনো দরজি?"

"নেমন্তন্ন বুধবারে বটে, কিন্তু আরামিস যে মঙ্গলবারেই আমাকে ওখানে যেতে বলেছে? উৎসবের সব কাজের ভার সে-ই ঘাড়ে নিয়েছে কিনা! সে আমায় ধরেছে ভক্সে গিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্যে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আরামিস! সে-ই সব কাজের ভার নিয়েছে!" দারতাঁয়া দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। সেখানে আরামিস, সেখানেই ঝামেলা। ভয়ে আবার কী ভেলকি দেখাবে সে, কে জানে!

ওদিকে পোর্থস চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—"পরশু আমায় যেতে হবে ভক্সে, অথচ আজ দেখি গায়ে দেওয়ার মতো একটা পোশাকও আমার নেই। এমন রাগ হচ্ছে মোস্টনের ওপর—তুমি এসে না পড়লে এতক্ষণে হয়তো কিছু একটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতাম, হয়তো বা মোস্টনের গলা টিপে ধরতাম!"

গলা টেপার নাম শুনে মোস্টন সভয়ে পিছিয়ে যায়।

"দরকার নেই কারও গলা টেপার।" বলেন দারতাঁয়া—"ওই ছত্রিশটার ভেতর যে কোনো একটা বাতিল পোশাক কোনোমতে গায়ে চড়িয়ে আমার সঙ্গে চল দেখি দরজির বাড়ি।"

"দরজি?" মাথা নাড়েন পোর্থস—"এ অঞ্চলে যত দরজি আছে, আমার চাকরেরা সবাইকে টোকা দিয়ে এসেছে একবার করে। এত কম সময়ে—"

"পার্সেরিনের কাছে গিয়েছিল কেউ?" জিজ্ঞাসা করেন দারতাঁয়া।

"কোন্ পার্সেরিন?"

"রাজার দরজি।"

"না, তার কাছে কেউ যায়নি!"

"চল, তাহলে রাজার দরজির কাছেই যাই। সে যখন রাজার গায়ে ফিতে চড়ায়, তোমার গায়েও না হয় চড়াল।"

পোর্থসকে নিয়ে দারতাঁয়া বেরিয়ে পড়লেন পথে।

পার্সেরিনের বাড়ির সামনে হাজির হয়ে তাঁরা দেখলেন—সেখানে যেন বাজার বসেছে!

পোর্থস জিজ্ঞাসা করেন—"এখানে এত লোক কেন?"

দারতাঁয়া জবাব দেন—"এরা সবাই পার্সেরিনের খদ্দের। কেউ পোশাক নিতে এসেছে, কেউ বা পোশাকের মাপ দিতে এসেছে।"

"সর্বনাশ! এ ভিড়ের ভেতর কি করে যাব?"

"ভিড় আমরা ঠেলব না।" এই বলে পোর্থসকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন দারতাঁয়া। ভেতরের একটা ঘরে আশি বছরের বুড়ো পার্সেরিন রাজার পোশাকে তেতাম বসাচ্ছিল। ভগ্ন প্রাসাদের উৎসবের জন্যে ভেলভেট, সাটিন ও ব্রোকেডের মতো সব দামি দামি কাপড়ের ছ'টা নতুন পোশাকের ফরমাশ দিয়েছেন রাজা। সবগুলো তৈরি হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু শেষ পোশাকটা।

দারতাঁয়াকে দেখে বুড়ো পার্সেরিন ওদিক থেকে একটুখানি মাথা বের করে হেঁকে বলল—"মসিয়োঁ কাপ্তেন, বড় ব্যস্ত আছি আজ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার জন্যে বড়দরের একটা খদ্দের এনেছি হে।" লোভ দেখান দারতাঁয়া।

"পরে দেখছি, কাপ্তেন!"

"খদ্দেরটি শুধু আমারই বন্ধু নন, মসিয়ে ফোকেরও বন্ধু।"

"তাই নাকি? নিশ্চয় তৈরি করব ওঁর পোশাক।"

"এখনি করা চাই যে!"

"অসম্ভব! একহপ্তা পরে করতে পারি। তার আগে কোনো নতুন কাজ হাতে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব!"

দারতাঁয়া বোধহয় রেগেই একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কে যেন দরজার পাশ থেকে নিচু গলায়, অথচ ভারী আওয়াজে কথা কয়ে উঠল—"না না, এখনি করে দিতে হবে। এ অনুরোধ আমার।"

দারতাঁয়া তাকিয়ে দেখলেন—আরমিস কথা কইছেন।

আরামিস আড়চোখে একবার দারতাঁয়ার দিকে, আর একবার পোর্থসের দিকে তাকিয়ে দরজিকে বললেন, "ও ভাই পার্সোরিন, দাও তো ব্যারন মশাইয়ের পোশাকটা তৈরি করে! কোকে ভারী খুশি হবেন এতে!"

আশ্চর্য! দারতাঁয়াকে যে মোটেই আমল দেয়নি, আরামিসের এক কথাতেই সে রাজী হয়ে গেল।

পোর্থসকে পার্সোরিন বলল—"যান, ওদিকে গিয়ে মাপ দিন!" এমন কাঠখোট্টা ভাবে কথাটা বলল দরজি যে পোর্থস রীতিমতো অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই, অপমানটা আপাতত হজম করে গায়ে মাপ দেবার জন্যে পোর্থসকে এগিয়ে যেতে হল।

তখন দারতাঁয়া আরামিসের দিকে সরে এসে বললেন—"তোমারও কি পোশাকের ব্যাপার নাকি?"

"আরে না, মানে—"

"ওঃ কিছু গোপনীয় বুঝি!"

"গোপনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বলে তোমার কাছে তো আমার গোপনীয় কিছুই থাকতে পারে না! খানিকক্ষণ থেকে দেখছি না, এখানে কি কাজে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভাই দারতাঁয়া, এ সময়ে যে তোমাকে এখানে পেলাম খুব বরাত জোরেই আমার বলতে হবে।"

"বলছ কি হে!" এ ছাড়া আর দারতাঁয়ার মুখ থেকে কোনো কথা বের হয় না। একটা কিছু পেঁচালো মতলব যে আরামিসের আছে, চতুর গাস্কনের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই আর।

দারতাঁয়া থেকে গেলেন। গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া আরামিস যে কোনো কাজই করেন না, একথা দারতাঁয়ার চেয়ে বেশি আর তো কেউই জানে না! আরামিস যে বিশেষ কোনো জরুরি দরকারে পার্সোরিনের কাছে এসেছেন, এ বিষয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুমাত্র সন্দেহ নেই দারতাঁয়ার।

"ও ভাই পার্সেরিন, তোমার কাছে বিশেষ একটা দরকারে আমার সঙ্গে মসিয়েঁ ব্রন এসেছেন, মসিয়েঁ ফোকের চিত্রকর।" বলে ওঠেন আরামিস।

ব্রন আবার কেন এসেছে এখানে!—ভাবেন দারতাঁয়া।

পার্সেরিন নড়ে না, আরামিসের কথায়ও কান দেয় না। অবশেষে আরামিস ব্রোকেড কাপড়খানা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে বলে ওঠেন—"আরে, তুমি তো রাজার ছ'টা পোশাক তৈরি করেছ! একটা ব্রোকেডের, একটা ভেলভেটের, একটা সাটিনের, একটা শিকরের, একটা নিচের—"

"আপনার অজানা আর কী আছে!" অবাক হয়ে সায় দেয় পার্সেরিন।

তারপরই সে জাঁক করে বলে ওঠে—"কিন্তু আসল খবর তো জানেন না আপনি। কী রঙ, কী ছাঁদ, কী ভঙ্গি—ওসব জানেন রাজা নিজে, জানেন কুমারী লা-ভেলিয়ার, আর জানি আমি। ধর্মযাজকদের ভেতর মহামানী লোক হলেও আপনার তো এসব জানার উপায় নেই।"

"নেই-ই তো! সেজন্যেই তো তোমার এখানে এসেছি! মসিয়েঁ বনকে রাজার পোশাকগুলো দেখাতে হবে তোমায়।"

পার্সেরিন লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল। দারতাঁয়াও কম অবাক্ হলেন না। এ কী আজগুবি অনুরোধ! এ কী সাংঘাতিক প্রস্তাব! রাজার পোশাক অন্যকে দেখানো! সেগুলো নড়াচাড়া করতে দেওয়া! রাজা জানলে যে পার্সেরিনের বাস্টিলে বসে কেউ ঠেকাতে পারবে না!

"রাজার পোশাক দেখাতে হবে! মহামান্য বিশপ, আপনি পাগল হয়েছেন নিশ্চয়ই!" এছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারে না পার্সেরিন।

"ভাই দারতাঁয়া!" আরামিস অনুনয় করেন—"তুমি একটু আমার হয়ে বুঝিয়ে বল পার্সেরিনকে। তুমি তো বুঝতেই পারছ সব।"

"না, বিশেষ কিছুই বুঝতে পারিনি ভাই!" স্বীকার করেন দারতাঁয়া।

"আরে বল কী! তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক এমন একটা সোজা কথা বুঝতে পারেনি! শোনো বন্ধু তাহলে, রাজাকে এমন অবাক করে দিতে চান ফোকে! ব্রন আঁকবেন রাজার ছবি, একেবারে তার এই নতুন পোশাক-পরা ছবি। রঙ, ছাঁদ, ভঙ্গি, কোনোদিক দিয়েই এক চুল এদিক ওদিক হবে না। রাজা খুশি হবেন ছবি দেখে, কুমারী লা-ভেলিয়ার হাততালি দিয়ে আনন্দের হিল্লোড় তুলবেন, আর আমরা সবাই ধন্য হব ওঁদের দুজনের আনন্দ দেখে! নিছক একটা নির্দোষ আমোদ আর কী!"

দারতাঁয়ার যেন এবার বিশ্বাস হল! বললেন তিনি—"মন্দ ফন্দী নয়! কার মাথা থেকে বেরুলো এটা? নিশ্চয়ই তোমার?"

"হয় আমার, নয় ফোকের!" এই বলেই আরামিস আবার পার্সেরিনকে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়লেন—"কী বলছ হে পার্সেরিন, দেবে কি না রাজার পোশাকটা? অন্যের হাতে ওটা তুলে দিতে যদি তোমার ভয় হয়, থাক তাহলে। কী আর করা যাবে! ছবি অবশ্য ব্রন আঁকবেই, কিন্তু পুরোনো পোশাকেই আঁকতে হবে রাজাকে। রাজা যখন শুনবেন, লা-ভেলিয়ার যখন শুনবেন যে নতুন পোশাক-পরা অবস্থায় রাজার ছবি আঁকা সম্ভব হয়নি, শুধু পার্সেরিন বাধা দিয়েছিল বলে—"

আরামিসের শেষের কথাগুলো শুনে পার্সেরিন দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

সে বললে, "বাবা! আমি বাধা দেব সে কাজে যাতে রাজা খুশি হবেন? কী বিচ্ছিরি সব কথা আপনি বলছেন মসিয়েঁ!"

এরকম সাফাই গাইতে গাইতে অবশেষে পার্সেরিন আলমারি খুলে রাজার নতুন পোশাকগুলো বের করে এক একটা পোশাক এক একটা কাঠের মূর্তির ওপর চড়িয়ে দিল,—ঘরে যেন রঙের রামধনু ঝলকাতে লাগল একেবারে।

পটুয়া ব্রন বসে গেল তার তুলি আর পট নিয়ে। ছবি আঁকবে রাজার এই পোশাকে।

তার আঁকা ছবিটা খানিকক্ষণ দেখে আরামিস বিরক্তভাবে বলে উঠলেন—"এ কী হচ্ছে হে ব্রন? একটা রঙও খুলছে না যে!"

ব্রনও বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—"এই টিমে আলোয় রঙ আমি চিনতে পারছিনে, তা তুলিতে ফোটাব কী করে!"

"এখানকার আলোয় হবে না তাহলে?" হতাশভাবে প্রশ্ন করেন আরামিস।

"এরকমটাই হবে।" ব্রন বললে মরিয়া হয়ে।

"তাহলে চল, তোমার পট গুটিয়ে বাড়ি চল। এ ছবি রাজাকে দেখানো যাবে না।"

তারপর হঠাৎই যেন বুদ্ধিটা এল আরামিসের মাথায়! হেসে উঠে নিজের মাথায় টোকা মেরে তিনি বললেন—"কী গেরো! সোজা উপায়টা কিছুতেই মগজে আসেনি এতক্ষণ। আরে পার্সেরিন, তোমার এই কাপড়গুলোর একটু করে নমুনা দাও না আমাদের। তা থেকেই রঙ ফোটাতে পারবে ব্রন। আর কাটছাঁট? সেসব তো নিজের চোখেই সে দেখে গেল।"

এ আপদটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে পার্সেরিন। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে সব রকম কাপড়ের এক এক টুকরো কেটে আরামিসের হাতে গুঁজে দিল। আরামিস খুশি হয়ে বেরিয়ে গেলেন ব্রনকে নিয়ে।

দারতাঁয়া মনে মনে বললেন—অব্রাক্য! এই নমুনাগুলোর জন্যেই কি আরামিস এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিল! কিন্তু সে কী করবে এসব নমুনা নিয়ে? সত্যিই কি ছবির জন্যে সে ওগুলো নিল, না, অন্য কিছুর জন্যে? কে জানে! আরামিসের মনের কথা দেবতা টের পান না, মানুষ তো কোন্ ছার!

ওদিকে আরামিস সোজা চলে গেছেন ফোকের দরবারে। তাঁর কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

সুপারিশ চিঠি নিয়েছেন মসিয়ে লিওনের নামে। লিওন একজন মস্ত বড় রাজপুরুষ। ব্যাস্টিলে লোক পাঠানো, বা ব্যাস্টিল থেকে লোক খালাস দেওয়া লিওনেরই কাজ।

আরামিসের অনুরোধে ফোকে সুপারিশ করলেন—সেলডন নামে একজন কয়েদীকে যেন আজই খালাস দেওয়া হয়। বেচারা দশ বছর ব্যাস্টিলে বন্দী হয়ে আছে অতি তুচ্ছ অপরাধে। বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে ওর ওপর।

আট

সন্ধ্যা সাতটা বাজল ঢং ঢং করে।

ব্যাস্টিলের অধ্যক্ষ বেইসিমিওজের খাওয়ার ঘরে আজও আরামিস অতিথি।

বেইসিমিওজ যৌবনে মাস্কেটিয়ার দলের সৈনিক ছিলেন। আরামিসের সঙ্গে আলাপ তখন থেকেই।

গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বেইসিমিওজ বলেন—"কাউন্ট দ্য-লা-ফেয়ার তো তাঁর জমিদারিতে চলে গেছেন। এখন আপনার খুবই একা একা লাগছে বোধ হয়, বিশপ?"

"লাগতো, কিন্তু আপনাকে পেয়ে গেছি যখন—বুঝলেন কিনা, আপনিও তো পুরোনো আলাপী, একসঙ্গে কাজ করেছি মাস্কেটিয়ার দলে।"

আরামিসের কথায় বেইসিমিওজ একেবারে আনন্দে গদগদ। একজন নামকরা বিশপ, গির্জার রাজা বললেই হয়, তাঁকে ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাইছেন—এ কী কম আনন্দের কথা! মদের গেলাস মুখে তুলে বেইসিমিওজ চুমুকের পর চুমুক দিতে লাগলেন একনাগাড়ে।

আরামিস কিন্তু কান খাড়া করে আছেন। নিচের প্রাঙ্গণ বাঁধানো উঠোনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। বেইসিমিওজের কিন্তু খেয়াল নেই ওদিকে। আপন মনে মদই খেয়ে যাচ্ছেন তিনি।

"ধুত্তোর!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন আরামিস হঠাৎ।

চমকে গিয়ে বেইসিমিওজ বললেন—"কী ধুত্তোর? আমার মদ, না আমি?"

"কোনোটাই নয়।" হেসে বললেন আরামিস—"উঠোনে ওই যে দারুণ খটাখট আওয়াজ করছে একটা ঘোড়া—ধুত্তোর বলছি ওকে। হয়তো কোনো হুকুম নিয়েই এসেছে কেউ।"

"চুলোয় যাক হুকুম।" বলেন বেইসিমিওজ—"আমি এখন খাওয়া ছেড়ে উঠছি না।"

আরামিস মাথা নেড়ে বললেন—"আরে না না! কর্তব্য আগে। জরুরি হুকুমও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো এসে থাকতে পারে! খোদ মহারাজও তো পেয়াদা পাঠিয়ে থাকতে পারেন। কাজ ফেলে রাখা উচিত নয়।"

"এখন কাজ করতে বসলে খানা ঠাণ্ডা হবে যে!"

"খানা খাওয়াটাই কি বড় বন্ধু? হয়তো কোনো বন্দীকে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম এসেছে। তাকে কয়েদ করে রেখে আমাদের পক্ষে বসে খান খাওয়া কি উচিত হবে? না, বন্ধু! সেটা কর' ঠিক হবে না। আপনি দেখুন, কী খবর এল।"

এর পর বেইসিমিওজ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রহরীকে বললেন নিচে থেকে হরকরাকে ডেকে আনতে।

হরকরা এসে সরকারী চিঠি দিল একখানা। খামের ওপরে লেখা 'জরুরি'। জরুরি কথাটা দেখেই বেইসিমিওজ খেপে গেলেন। রাত আটটার সময় মানুষ যখন সারাদিনের খাটুনির পরে ঠাণ্ডা হয়ে দুটো ভাল-মন্দ খেতে বসেছে, তখন জরুরি চিঠি পাঠিয়ে তার খাওয়া নষ্ট করা! রীতিমতো রুক্ষ মেজাজে চিঠিটা খুলে তিনি পড়লেন।

"কী চিঠি এল?" জিজ্ঞাসা করলেন আরামিস।

"একটা কয়েদীকে খালাস দিতে হবে! আজই রাতে।"

"বেশ তো, খালাস দিন!"

"আজ রাতে? কক্ষনো না। যে দশ বছর ব্যাস্টিলে কাটাল, একটা রাত সেখানে বেশি থাকলে তার কিছু লোকসান হবে না। তা ছাড়া এই রাতে ছেড়ে দিলে লোকটা এখন যাবেই বা কোথায়?"

"সেজন্যে ভাবনার কিছু নেই। আমার তো গাড়ি রয়েছে? ও যেখানে যেতে চায়, আমি ওকে সেখানেই পৌঁছে দেব। ধর্মযাজক মানুষ আমি, দুঃখী লোকের এটুকু উপকার না করলে আমার চলবে কেন?"

"তাহলে ডাকি তাকে!" এই বলে নিরুপায় বেইসিমিওজ প্রহরীকে ডেকে হুকুম দিলেন—"কয়েদী সেলডনকে নিয়ে আসতে বল কারারক্ষীদের।"

আরামিস ততক্ষণ সরকারী চিঠিখানা তুলে নিয়ে দেখছিলেন। বেইসিমিওজের শেষের কথাটা শুনেই তিনি হঠাৎ মাথা তুলে বললেন—"সেলডন! সেলডন বললেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সেলডনই তো!"

"কিন্তু এতে তো লেখা আছে 'মার্শিয়ালি'!"

"মার্শিয়ালি? না না, আমি যে পড়লাম 'সেলডন'!"

"আর এই যে আমি পড়ছি 'মার্শিয়ালি'! দেখুন না!"

আসল কথা, বেইসিমিওজ যখন প্রহরীর সঙ্গে কথা কইছেন, ঠিক সেই সময় আরামিস চিঠি পালটে ফেলেছেন! তাঁর পকেট থেকে নতুন একখানা চিঠি বেরিয়ে এসে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। টেবিলে আগে ছিল যে চিঠিখানা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা এখন আরামিসের পকেটে। দুটো চিঠি একই কাগজে একই হাতে লেখা হয়েছে, মন্ত্রীদপ্তরের একই শীলমোহর দুটোতে, বেইসিমিওজের সন্দেহ করার কোনো উপায়ই ছিল না।

"মার্শিয়ালি? আমি যে পড়লাম সেলডন!" এই বলে তিনি আর একবার চিঠিখানা পড়লেন—"ঠিকই! মার্শিয়ালিই বটে!" গুম হয়ে গেলেন বেইসিমিওজ। মদ কিছু বেশি খেয়েছেন তিনি, কিন্তু সে-খাওয়া এত বেশি নয় যে মার্শিয়ালি পড়তে সেলডন পড়বেন। এ তাহলে কী হল? ভৌতিক ব্যাপার, না অন্য কিছু?

বোঝা যাচ্ছে না কেন এমনটা হল। ব্যাস্টিল বড় বিপদের জায়গা। সামান্য ভুল হলেই আজকের দুর্গাধ্যক্ষ কাল কয়েদী হয়ে যেতে পারে! ভাল করে না বুঝে শুনে কিছুই করবেন না বেইসিমিওজ।

"মদটা কি চমৎকার!" বলতে বলতে আরামিস চিঠিটা হাতে তুলনেন—"মার্শিয়ালি! মার্শিয়ালিকেই খালাস দিচ্ছেন তাহলে!"

"খালাস দেব, তবে তার আগে ওই হরকরাকে ডেকে পাঠাতে হবে আবার। ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—চিঠিতে কার নাম লেখা ছিল—সেলডনের, না মার্শিয়ালির।"

"উঃ, কি বোকাই না আপনি! আপনি কি জানেন না যে চিঠির ভেতর কী লেখা আছে, কোনো হরকরাকে কোনোদিন তা বলে দেওয়া হয় না? আপনার মনে এত সন্দেহ জেগেছে কেন? এতে রাজার সই আছে, তা দেখেছেন তো?"

"দেখেছি।"

"মসিয়েঁ লিওনেরও সই আছে।"

"তাও দেখেছি। ওসবই সই হয়তো—"

"জাল?"

"এমন ব্যাপার এর আগে হয়েছে, শুনেছি।"

"শুনেছেন বলেই এই সই দুটোকে জাল বলে ধরে নেবেন?"

"আমি মোটের ওপর কিছুই করব না, যতক্ষণ না রাজার আর লিওনের নিজের মুখ থেকে শুনব যে সইগুলো তাঁদেরই সই।"

"তাঁরা তো আর এখানে আসছেন না আপনাকে সেকথা শোনাবার জন্যে।"

"যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ মার্শিয়ালির খালাস মুলতুবি থাক।"

"বুঝেছি! এবার এক টুকরো সাদা কাগজ আর একটা কলম আমায় দিন।" বললেন আরামিস।

কাগজ? কলম? কী করবেন আরামিস ওসব দিয়ে? অবাক হলেও বেইসিমিওজ এগিয়ে দেন কাগজ কলম। আরামিস খসখস করে তাড়াতাড়ি কী যেন লেখেন তাতে।

তারপর পকেট থেকে মোম আর কালো শীলমোহর বের করে আরামিস

www.BanglaBook.org

শীলমোহরের ছাপ মারেন সেই কাগজের ওপর। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তিনি সেই শীলমোহর-করা কাগজখানা বেইসিমিওভের হাতে দিয়ে বলেন—"রাজাও এখানে আসছেন না, লিওনও এখানে আসছেন না। এখানে রয়েছি আমি। এ কাগজে যে আমি নিজের হাতে লিখেছি, তা তো নিজের চোখে দেখলেন আপনি। কাজেই এতে যা লেখা আছে, তা অমান্য করার কোনো ওজর এবার নেই আপনার।"

বেইসিমিওভের মুখের চেহারা তখন মরা মানুষের মতো। তিনি কলের পুতুলের মতো সেই কাগজখানা নিয়ে পড়লেন তাতে লেখা রয়েছে—

"ব্যাস্টিলের দুর্গাধ্যক্ষ মসিয়েঁ বেইসিমিওভের কাছে রাজার যে হুকুমনামা এসেছে, তা নির্ভুল ও আইনসংগত বিবেচনা করে এখুনি তা তামিল করা হোক—এই আমাদের ইচ্ছা।

স্বাক্ষর—দ্যা-হারত্রে
সংঘ পরিচালক"

বেইসিমিওভ আর আরামিসকে এড়াতে পারলেন না। প্রহরীকে ডেকে মার্শিয়ালিকে তখনি খালাস দেবার হুকুম দিলেন তিনি। এবার আরামিস চললেন প্রহরীর সাথে কারাকক্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দী যুবক ফিলিপ বেরিয়ে এলেন আরামিসের সাথে।

* * *

গাড়ি চলছে। একটার পর একটা তোরণ পেরিয়ে আরামিসের গাড়ি চলছে। আগে আগে মশাল হাতে একজন দুর্গরক্ষী সৈনিক। প্রতি তোরণে সে হুকুম দিচ্ছে প্রহরীদের—"যেতে দাও, এ-গাড়িকে বেরিয়ে যেতে দাও।"

দরজা খুলছে আর গাড়ি বেরুচ্ছে, আর আরামিসের বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড ছুটে বেরুতে চাইছে ততক্ষণে।

আর গাড়ির কোণে বসে সদ্য খালাস-পাওয়া ফিলিপ যেন নিজের জীবনের স্পন্দন হারিয়ে ফেলেছেন।

তারপর শেষ তোরণ—সেন্ট অ্যান্টোয়েন তোরণ পেরিয়ে গাড়ি ছুটল শহরের পথে। এতক্ষণে ফিলিপ পেলেন খোলা হাওয়া, সুস্থ জীবন আর নিজের স্বাধীনতা।

গাড়ি খুবই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলছে। বার্সিতে ঘোড়া বদল হল। আগে গাড়িতে ছিল দুটো ঘোড়া, এবার হল চারটে। মেলন পেছনে পড়ে রইল। সেনাটের গভীর বনে গাড়ি হঠাৎ থামল। গাড়ি থামাবার জন্যে আরামিসকে কোনো হুকুম দিতে শোনা গেল না। গাড়ির চালককে বোধ হয় আগে থেকেই এই গভীর বনে গাড়ি থামানোর হুকুম দেওয়া ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিলিপ যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হল?"

"হয়নি কিছুই মহামান্য! তবে আর বেশিদূর যাওয়ার আগে আপনার আমার মধ্যে দু-একটা কথা হওয়া দরকার।"

"এখানে কথা কওয়ার সুযোগ কোথায়?" বলেন ফিলিপ।

"এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে? আমরা একটা গভীর বনের মাঝখানে থেমে আছি। কেউ শুনবে না আমাদের কথা।"

"কিন্তু গাড়ির সহিস? গাড়ির চালক?"

"তার তো কালা ও বোবা।"

আরামিসের কথায় কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন ফিলিপ, কিন্তু তাঁর মনের সংকোচ ও ভয় দূর হয়নি দেখে আরামিস ইশারা করলেন গাড়ির সহিস ও চালকদের। তারা ঘোড়া চারটে খুলে দিয়ে বনের ভেতর চলে গেল। ঘোড়াগুলো ঘাস খেতে লাগল। আরামিস ও ফিলিপ গাড়িতেই বসে রইলেন।

"আপনি ও কী করছেন?" ফিলিপ জিজ্ঞাসা করেন একটা আওয়াজ শুনে।

"পিস্তল খুলে রাখছি, তরোয়াল খাপে ভরছি। আজ আর ওসবের দরকার হবে না।" জবাব দেন আরামিস।

নিবিড় অন্ধকার। তারই ভেতর থেকে শোনা যায় আরামিসের গম্ভীর গলা।

"মহামান্য! ফরাসীদেশের রাজবংশের ইতিহাস আপনি জানেন। বর্তমান রাজা চতুর্দশ লুই শৈশবে ও কৈশোরে কষ্ট পেয়েছেন অনেক। প্রধানমন্ত্রী ম্যাজারিন ছিলেন কৃপণ। ভোগবিলাসের ভাল ব্যবস্থা তিনি করে দেননি রাজাকে। ম্যাজারিনের মৃত্যুর পর রাজা এখন তার শোধ তুলছেন। যে কষ্ট পেয়েছে, সে কষ্ট দেবেও। মানুষের স্বভাব এটা।

চতুর্দশ লুই প্রজার রক্তপাত হয়তো করবেন না। কিন্তু প্রজার ধন মান নিয়ে ছিনিমিনি তিনি খেলবেন। প্রজাকে নিঃস্ব করে নিজের চরম ভোগবিলাস সার্থক করে তুলবেন। প্রজার রক্ত চুষে নিজে উঠবেন ফুলে।

ফরাসীদেশকে সেই দুর্ভাগ্য থেকে আমরা বাঁচাতে চাই। আপনার ওপর অত্যাচার হয়েছে। অত্যাচার হতে যাচ্ছে ফরাসীদেশের জনসাধারণের ওপর। নিজের দিক থেকে আপনি বদলা নিন, দেশের জনসাধারণের দিক থেকে আপনি হোন তাদের রক্ষাকর্তা।"

ফিলিপ এতক্ষণে কথা বললেন—"আমাকে কী করতে বলছেন, তা আপনি খুলে বলুন।"

আরামিস আবার বলতে থাকেন—

"ত্রয়োদশ লুইয়ের ছেলে আপনি, চতুর্দশ লুইয়ের ভাই। বর্তমান রাজার সঙ্গে চেহারার এক তিল তফাত নেই আপনার। চতুর্দশ লুইয়ের বদলে আপনাকে যদি সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কেউ জানতেও পারবে না সে অদলবদলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা। নিজে যদি আপনি ধরা না দেন, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না কেউ। আপনি ব্যাস্টিলের যে কারাকক্ষে এতদিন জীবন কাটিয়েছেন, সেখানে চতুর্দশ লুইয়ের স্থান হবে এখন থেকে। আপনি শৈশব থেকেই বন্দী ছিলেন বলে দুঃখকষ্ট আপনার সয়ে গিয়েছিল। সে-সব দুঃখকষ্ট সয়ে আপনি বহুদিন বাঁচতে পারতেন। কিন্তু চতুর্দশ লুই ভোগবিলাসে অভ্যস্ত। বন্দীদশা তিনি বেশিদিন সইতে পারবেন না। কয়েক দিনেই মরণে তাঁর যাতনার অবসান হবে।"

"আমার আর লুইয়ের জন্মরহস্য আপনি ছাড়া আর কে কে জানে?" জিজ্ঞাসা করেন ফিলিপ।

"রানী-মা জানেন, আর জানেন ডাচেস্ শেভ্রোজ।"

"তাঁরা কী করবেন?"

"আপনি যদি নিজে থেকে ধরা না দেন, তবে তাঁদের কিছু করার প্রশ্ন তো ওঠে না।"

"তা বটে। কিন্তু আর একটা গুরুতর বাধা আছে যে!"

"কী বাধা, বলুন।"

"লুই বিবাহিত, তার স্ত্রী রয়েছে।"

"বিবাহ বিচ্ছেদ করাব। তাঁর স্ত্রী স্পেনে নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে যাবেন।"

"হয়তো বন্দীদশায় লুই সব কথা বলে দেবে।"

"কার কাছে? দেয়ালের কান আছে নাকি? আর, আগেই বলেছি, বন্দীদশায় বেশি দিন বাঁচার কোনো সম্ভাবনা তাঁর নেই।"

"সবই হিসেব করে দেখেছেন আপনি। তবু, আরও একটা বাধা আছে। এসবের চেয়েও বেশি দুর্বার সে বাধা।"

"বলুন, সেটা কী?"

"আমার বিবেক।"

"তার মানে, আপনার নিজের সংকল্পের দুর্বলতা। ঠিক বলেছেন—ও বাধা সত্যিই ডিঙিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। লাফিয়ে বাধা পেরুবার সময় ঘোড়া যদি ভয় পায়, খাদেই মুখ থুবড়ে সে পড়ে আর মরো ডুয়েল লড়তে গিয়ে যার হাত কাঁপে, শত্রুর তরোয়াল তার বুকেই বেঁধে। খুবই সত্যি কথা এগুলো।"

ফিলিপের মুখে কোনো জবাব নেই।

কথা কইলেন আবার আরামিস—

"আপনাকে দিয়ে জোর করে আমি কিছু করাতে চাই নে মহামান্য! আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছি। আপনাকে সুখী করাই ছিল আমার মনের। সে সুখের পথ আপনিই বেছে নিন। সিংহাসন ছাড়াও একটা নিরাপদ আশ্রয় আছে, যেখানে আপনি জীবনটা স্বাধীনভাবে কাটিয়ে দিতে পারেন। পয়টু প্রদেশে প্রয়

www.BanglaBook.org

ষাট বর্গমাইল এলাকা নিয়ে একটা বিশাল জলা আছে। সেই জলার মাঝখানে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে। সেখানে জনমানব বাস করে না, আছে কেবল জল আর জলজ ঘাস ও নলখাগড়া, জলজন্তু আর জলের পাখি! তারই কোনো দ্বীপে আপনি যদি গিয়ে বাস করেন, পশুপাখি আর মাছ খেয়ে আরামে দিন কাটাতে পারবেন। সেখানে একটাই শুধু ভয়—ম্যালেরিয়া জ্বরের ভয়। কিন্তু সিংহাসন পাবার পথে যদি এগিয়ে আসেন তো মৃত্যুভয় এ পথের পায়ে পায়ে। বেছে নিন এ দুটোর কোন্‌টে চান।"

ফিলিপ সহসা এর কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবার পর বললেন—"একেবারে মন ঠিক করে ফেলার আগে আমি গাড়ি থেকে নেমে ভগবানের দেওয়া মাটিতে কয়েক পা হেঁটে বেড়াতে চাই। প্রকৃতির মাঝে ভগবানের বাণী শুনতে চাই! শুধু দশ মিনিট অপেক্ষা করুন আপনি!"

"তাই হোক, মহামন্য।" জবাব দেন আরামিস।

দশ মিনিট কাল ফিলিপ আকাশের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে বলতে থাকেন—"দাও প্রভু, পথ দেখিয়ে দাও! অন্ধকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাড়িয়ে দাও তোমার করুণার হাত!"

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অভাগা ফিলিপের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

আর সেই দশ মিনিট আরামিসের অবস্থা বুঝি আরও করুণ।

কোন দিক্ থেকে কী কী বাধা আসতে পারে, একটা একটা করে খুঁটিয়ে ভেবে প্রত্যেকটার প্রতিকার তিনি আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছেন। ভাবেননি কেবল এটা। গভীর বনের ভেতর দাঁড়িয়ে ফিলিপ যে নিজের বিবেকের সাথে তাঁর উচ্চাশার দ্বন্দ্ব বাধিয়ে বসবেন, চিরদিনের স্বার্থসন্ধানী আরামিস তা আগে থাকতে কেমন করে বুঝবেন? দশ মিনিট যেন কাটতে চায় না! আরামিসের মনে হয় দশটা ঘণ্টা যেন কেটে গেল! ওই আসছেন ফিলিপ! এবার কী জানি কী বলেন তিনি! আরামিসের অন্তর কাঁপে, হয়তো এই মুহূর্তে তাঁর সব মতলব ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে যাবে।

কিন্তু তা হল না। ফিলিপ সরাসরি বললেন—"চলুন, যেথায় আছে ফরাসী দেশের সিংহাসন, সেথায় আমায় নিয়ে চলুন।"

নয়

মেলন শহর থেকে তিন মাইলের ভেতরেই ফোকের ভগ্ন প্রাসাদ। জমিদারি কিনে ফোকে নিজের পয়সায় বাড়ি তৈরি করিয়েছেন সেখানে। নিজের পয়সা বলতে অবশ্য সরকারী তহবিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই ভব্য প্রসাদে রাজা লুই আজ অতিথি! সঙ্গে তাঁর মা, স্ত্রী এবং অন্যান্য অভিজাত বংশের মহিলারা এসেছেন। কুমারী লা-ভেলিয়ারও আছেন দলের ভেতরে।

এমন জাঁকজমক করে খাতিরযত্ন কোনো রাজা কোনোদিন পাননি কোনো প্রজার বাড়িতে। পৃথিবীর যে দেশে যে সুখাদ্যটি পাওয়া যায়, ফোকে সেই দেশ থেকেই তা যোগাড় করেছেন। সেই খাদ্যটি খেয়ে রাজা খুশি হবেন বলে ফোকে যত্ন করে সেই খাদ্য ধরে দিয়েছেন রাজার টেবিলে। খুশি হয়েছেনও রাজা, খেয়েছেন সে-সব পেট ভরে, সেজন্য তিনি দেহটাতে অস্বস্তিও বোধ করছেন একটু। তার জন্যে দায়ী করেছেন ফোকেকেই। তাঁরই টাকাপয়সার তাঁকেই অসুস্থ করা—ফোকের এটা একান্ত বেয়াদবি নয় কি?

সন্ধ্যা হতেই সে কী আতসবাজির ধুম! প্রাসাদ, উদ্যান—সব আলোয় আলো—দিনের আলোকে হার মানিয়ে দিয়ে আকাশে হাউই ওঠে, ফোয়ারার জলের মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে আলোর ফুলঝুরি।

রাজাকে খুশি করার জন্যে ফোকের এই আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু কোলবর্ট অনবরত উসকে দিচ্ছেন রাজাকে। তাই ফল হল উলটো। রাজা ফোকের ওপর ভয়ানক রেগে গেলেন। ফোকে কি দেখাতে চায় যে সে রাজার চেয়েও ধনী? রাজা তো জানেন যে, এই উৎসবের খরচের প্রত্যেকটা লিভার তাঁরই তহবিল থেকে চুরি করেছেন ফোকে! এ বেয়াদবি এবার আর সইবেন না তিনি! সাজা তো ফোকের পাওনা হয়েই আছে। সাজা দিতে আর দেরি করবেন না তিনি। আজ রাতে এই দণ্ডেই ফোকেকে বন্দী করবেন তিনি।

কিন্তু রাজার এ কাজে বাধা দিলেন কুমারী লা-ভেলিয়ার। মনটা তাঁর খুবই নরম। ফোকের বাড়িতে বসেই ফোকের হাতে শেকল পরানোর ব্যবস্থাটা বড়ই বিশ্রী লাগল তাঁর কাছে। রাজাকে সত্যিই ভালোবাসেন লা-ভেলিয়ার। সেই রাজা নিজের চরিত্রে একটা কলঙ্ক মাখাতে যাচ্ছেন—এটা তিনি নীরবে সইতে পারলেন না। মিনতি করে রাজাকে বললেন তিনি—"ফোকের ওপর যে সাজা দিতে ইচ্ছে করেন, তা দেবেন এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে। এখন আপনি অতিথি ফোকের বাড়িতে। অতিথির উচিত নয় বাড়ির কর্তার অপমান করা।"

রাজাকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল লা-ভেলিয়ারের কথায়। কিন্তু ফোকে যদি রাজার মতলব বুঝতে পেরে পালিয়ে যান রাতারাতি, তাই সাবধান হলেন রাজা। শোবার আগে ডাকলেন তিনি দারওঁয়াকে। তাঁকে গোপনে হুকুম দিলেন ফোকেকে নজরবন্দী করে রাখতে। যাতে প্রয়োজন হলেই তাঁকে সহজে কয়েদ করা যায়।

দারওঁয়া তখনি গিয়ে ফোকের ঘরে হাজির। ফোকে তখন শুতে যাচ্ছেন। তাঁকে রাজার হুকুম জানালেন দারওঁয়া। ফোকের কাছে রাজার মনের ভাব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে অজানা ছিল না। রাজা আজ হোক, কাল হোক, তাঁকে যে বন্দী করবেনই, এ তিনি জানেন। তাই বলে আজই, এই উৎসবের মাঝখানে তাঁকে বন্দী হতে হবে, এতটা ভাবতে পারেননি ফোকে।

আরামিস ঠিক এই বিপদ থেকেই ফোকেকে বাঁচাবেন বলেছিলেন। দ'রতাঁয়ার মুখ থেকে রাজার হুকুম শোনার পরে ফোকে আরামিসের খোঁজে লোক পাঠালেন। কিন্তু কোথায়ও পওয়া গেল না আরামিসকে। কোথায় আরামিস—তা জানে না কেউ।

দারতাঁয়া ফোকের ঘরেই আরাম কেদারায় বসে রইলেন সারা রাত। আর ফোকে খাঁচার ভেতর বাঘের মতো অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করতেই থাকলেন শুধু। এতদিনের মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে গেল এবার। রাত কেটে গেলেই এই প্রাসাদের সামনে দিয়েই তাঁকে শেকল বেঁধে নিয়ে যাবে রাজার সৈন্যরা। হায়! কোথায় গেল আরামিস এসময়ে?

* * * *

আরামিস কিন্তু খুব কাছেই আছেন তখন।

রাজার শোবার ঘরের ঠিক ওপরেই যে ঘরখানা, সেখানেই আছেন তিনি। একা যে তিনিই আছেন—তাও নয়। তাঁর পাশে আছেন ফিলিপ, যাঁকে আগের রাতে তিনি ব্যাস্টিল থেকে বের করে এনেছেন।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছেন মেঝেতে একটা সরু লম্বা ফাটলের ওপর চোখ রেখে। এই ফাটলের ভেতর দিয়ে নিচের ঘরে রাজাকে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সব কথা। কোলবার্টের সঙ্গে রাজার পরামর্শ, দারতাঁয়ার প্রতি রাজার হুকুম, সে সব শুনেছেন আরামিস ও ফিলিপ।

আরামিস কানে কানে বলছেন ফিলিপকে—"ভাল করে দেখুন, ভাল করে শুনুন। রাজার বলার ভঙ্গি, চলার কায়দা, কেমন করে হাত-পা নাড়েন, কেমন করে রুমাল দিয়ে মুখ মোছেন—সব শিখে নিন। কাল থেকে এসব খুঁটিনাটিই আপনাকে নকল করতে হবে। নকল যদি কেউ ধরে ফেলে, তাহলেই সব মাটি।"

দারতাঁয়া অনেকক্ষণ হল চলে গেলেন। রাজা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন বিছানায়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল এই সময়ে। রাজাকে নিয়ে রাজার পালঙ্ক ধীরে ধীরে নামতে লাগল নিচের দিকে।

রাজার ঘুম খুব গাঢ় হয়নি আজ, কারণ ফোকের ব্যাপার নিয়ে মনটা তাঁর চঞ্চল ছিল। খুব ধীরেই তাঁর পালঙ্ক নামছে বটে, তবু সেই অতি সামান্য দোলানিতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই তিনি যেন দেখলেন—ঘরের ছাদটা সরসর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তাঁর চারদিকের আলো ক্রমে ঢিমে হয়ে আসছে, একটা ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে এসে গায়ে লাগছে তাঁর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি নিজের মনকে বোঝালেন—এ স্বপ্ন! আবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু এ অবস্থায় ঘুম কি আসে? আবার চোখ মেলতে হল তাঁকে। এবার দেখলেন—ঘরের ছাদ আর চোখে পড়ে না যেন! চারদিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে পাঁশুটে সাদা দেয়াল যেন খুব কাছেই দেখা যায়, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যাবে বলে বোধ হয়। পালঙ্ক তখনও সরসর করে নামছে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা ক্রমেই জোরে জোরে গায়ে লাগছে এসে।

রাজা নিজের মনকে বললেন—"এবারে এ স্বপ্ন থেকে তো জেগে ওঠা দরকার! ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে যে!"

ঠিকই সেই সময়েই পালঙ্ক থামল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন তাঁর দুদিকে দুজন অস্ত্রধারী লোক দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তাদের মুখোশ। একটা লোক আবার মস্তবড়, লম্বা চওড়া—একটা দৈত্য বললেই হয়।

চট করে মনে হল রাজার—'আমায় গুপ্তহত্যা করার জন্যেই ষড়যন্ত্র করেছে ফোকে। এরা হত্যা করবে আমায়।'

"নেমে আসুন।" গম্ভীর গলায় বলে উঠল অস্ত্রধারীদের একজন।

রাজা দেখলেন—এদের কথা না শুনে উপায় নেই। এই অন্ধকূপের মাঝে তিনি এখন একেবারেই এদের হাতের মুঠোয়। এত নিচে থেকে চিৎকার করলেও ওপরে তাঁর সৈন্যরা শুনতে পাবে না।

রাজা লুই ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পালঙ্ক সরসর করে ওপরে উঠতে লাগল।

পালঙ্ক উঠছে তো উঠছেই।

পালঙ্ক উঠে এসে আবার নিজের জায়গায় থেমে গেল।

তখন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল ঘরের ছাদটা। নেমে এসে ছাদ ঠিক পালঙ্কের কাছে থামল। তখন একটা সরু দরজা খুলে গেল সেই ছাদের তলায়, আর সেই দরজা দিয়ে পালঙ্কে নেমে এলেন ফিলিপ। ছাদ আবার ধীরে ধীরে উঠে গেল নিজের জায়গায়।

ফিলিপ এবার রাজার বিছানায় শুয়ে বালিশের যে জায়গাটা লুইয়ের গালের ছোঁয়ায় এখনও গরম হয়ে আছে, ঠিক সেই জায়গায় গাল রেখে শুয়ে আছেন ফিলিপ। দেহ তাঁর অনড়, কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মেরে যাচ্ছে একনাগাড়ে।

* * * *

অনেক—অনেক নিচে, অন্ধকূপের অতলে তখন ঘটল আর এক কাণ্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশের দেয়ালের একটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন রাজা লুই। তাঁর আগে আরামিস, পেছনে পোর্থস। দুজনের মুখে মুখোশ, হাতে খোলা তলোয়ার। রাজার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে এদের কথার অবাধ্য হলেই ওই তলোয়ার এখনি তার বুকে বিঁধিয়ে দেবে।

এভাবে বহুদূর চলে গেলেন রাজা সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে। অবশেষে এক জায়গায় পাওয়া গেল একটা দরজা। চাবি দিয়ে সেটা খুলে ফেললেন আরামিস। রাজা দেখলেন, তাঁরা হাজির হয়েছেন এক গভীর বনে।

নিকটেই একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রাজাকে সেই গাড়িতেই তোলা হল। তাঁর পাশে বসলেন আরামিস হাতে পিস্তল নিয়ে, সামনে বসলেন পোর্থস তরোয়াল বাগিয়ে ধরে।

লম্বা টানা পথ পেরিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্যাস্টিলের তোরণে। ঘুম থেকে টেনে তোলা হল বেইসিমিওজকে। আরামিস তাঁর কাছে গিয়ে খুলে ফেললেন মুখোশ। চমকে উঠে বেইসিমিওজ বললেন—"আপনি! এত রাতে এখানে আবার কেন?"

বেচারা দুর্গাধ্যক্ষের কানের কাছে মুখ নিয়ে আরামিস বললেন—"অভাগা মার্শিয়ালিটাকে ফেরত আনতে হল বন্ধু!"

"ফেরত আনতে হল? তার মানে.....!" এর বেশি আর কথা যোগায় না বেইসিমিওজের মুখে।

"তার মানে সেদিন একটা বিশ্রী ভুলই হয়ে গেছে আমাদের। মুক্তির হুকুমটা সেলভনের নামেই ছিল। তাছাড়া, হয়েছে কি জানেন?—হাঁ, আপনি তো নজর করেছেন যে মার্শিয়ালিকে দেখতে হুবহু—"

"হ্যাঁ—নজর করেছি বইকি! হুবহু রাজার মতো, কিন্তু তাতে হয়েছে কী?"

"হতভাগা পাগলটা খালাস পেয়েই লোক ডেকে ডেকে নিজেকে রাজা বলে জাহির করতে লাগল। বাধ্য হয়েই রাজা ওকে আবার ফেরত পাঠালেন ব্যাস্টিলে।"

"কিন্তু আবার যদি ওকে এখানে রাখতে হয়, তার জন্যে একটা নতুন হুকুমনামা চাই তো!"

"কিছুই চাই না। ওর খালাসের হুকুমনামাটা কোথায়?"

"এই যে!" বলে দেরাজ থেকে একটা কাগজ টেনে বের করলেন বেইসিমিওজ।

"আপদ শান্তি!" এই বলে কাগজখানা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন আরামিস। বেইসিমিওজ বাধা দেওয়ারও সময় পেলেন না। শুধু একবার আর্তনাদ করে বলে উঠলেন—"ও কী করলেন?"

"ঠিকই তো করলাম!" বলে মোমবাতির শিখায় একটা একটা করে কাগজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুকরোগুলো পোড়াতে লাগলেন আরামিস।

"মার্শিয়ালিকে যে বাস্টিল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তার আর কোনো নিশানা রইল না। যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাকে ফেরত দিয়ে গেলাম আবার। আপনি শুধু নজর রাখবেন যে রাজার হুকুম নিয়ে আমি নিজে না এলে কেউ যেন ওই হতভাগার সাথে কোনো কথাই কইতে না পারে। বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম বোধহয়!" মাথা চুলকে বলেন বেইসিমিওজ।

"তাহলে চলুন এখন মার্শিয়ালিকে তার পুরোনো ঘরে রেখে আসা যাক আবার।"

দুজনে বাইরে এসে দেখলেন—গাড়িতেই বন্দী বসে আছে, আর পোর্থস তখনও তার বুকের ওপরে বন্দুক ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। 'কথা কইলেই গুলি করবে'—আরামিস এই হুকুমই দিয়ে গেছেন তাকে।

এবার লুইকে নিয়ে যাওয়া হল সেই কারাকক্ষের সেই বিছানায়, যেখানে ফিলিপ থাকতেন। লুই তখন এমনি হতবুদ্ধি যে বাধা দেবার চিন্তাই তাঁর মাথায় এল না একবারও।

ছ'বছর যে ঘরে কাটিয়ে গেছেন ফিলিপ, সেই ঘরেই বন্দী হয়ে রইলেন রাজা চতুর্দশ লুই।

দরজায় পড়ল ডবল তালা। বেইসিমিওজ, পোর্থস, আরামিস আর যেসব প্রহরীরা এসেছিল, তাদের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। রাজা লুই তখনও হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন। কী যে ঘটল, তা বোধহয় বুঝতেই পারছেন না তিনি।

নিজের ঘরে ফিরে এসে বেইসিমিওজ বললেন—"ওই হতভাগা সেলডনের কথা কী যেন বলছিলেন?"

"হ্যাঁ, ওকে এবার খালাস দিতে হবে।" এই বলে পকেট থেকে সেই সেদিনকার হুকুমনামাটা বের করে দিলেন আরামিস।

আড়চোখে আরামিসের দিকে তাকিয়ে বেইসিমিওজ বললেন—"এখনি তাকে আনাই তাহলে? আপনার গাড়িতেই তাকে নিয়ে যান!"

"না না—কাল সকালে ওকে ছাড়লেও তা হলেই হবে—আপনি শুধু মনে রাখবেন আমি নিজে না এলে মার্শিয়ালির সাথে কেউ যেন কথা কইতে না পায়।"

বাকি রাতটা রাজা লুই রইলেন বাস্টিলে ফিলিপের ঘরে, আর ফিলিপ রইলেন ভস্ম প্রাসাদে রাজার বিছানায়।

উত্তেজনায় ফিলিপ ঘুমাতে পারলেন না একটুও। শেষ রাতের দিকে ফিলিপ দেখলেন ছায়ার মতো চুপি চুপি আরামিস ঘরে এসে ঢুকেছেন। তিনি কি ছাদ দিয়ে নামলেন? না, দরজা দিয়ে ঢুকলেন?—ফিলিপ তা টের পাননি কিছুই। কিন্তু তা নিয়ে ফিলিপের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আরামিস যে এসেছেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

আরামিস বিছানার কাছে আসতেই ফিলিপ মাথা তুললেন—নীরব জিজ্ঞাসা তাঁর মুখে।

"কাজ শেষ করে এসেছি।"

"শেষ!"—স্বর কাঁপে ফিলিপের।

"লুই এখন সেখানে, যেখানে আপনি ছটি বছর—"

"চুপ! কেউ কিছু জানেনি তো? সন্দেহ করেনি?"

"কেউ না। করেনি, করবেও না। দু'দিন যাক, ওকে আমরা পাঠিয়ে দেব বহু দূরদেশে নির্বাসনে। নিরালা কোনো বিজন দ্বীপে বা মরুভূমিতে, যেখানে দুঃখে কষ্টে হতাশায় তিলে তিলে মরবে সে।"

"যাক, এখন এখানকার কর্তব্য কী?"

"কাল রাজার হুকুম ছিল দা'রতাঁয়ার ওপর—"

"রাতে ফোকেকে নজরবন্দী রাখা, এবং ভোরে এসে তাঁর সম্বন্ধে হুকুম নিয়ে যাওয়া।"

"দারতাঁয়া আসবে এখনি। ফোকের মুক্তির হুকুম—"

"আমি কি কথা কইব?"

"না, আসল হুকুমগুলো আমি দেব। দরকার মতো আপনি 'হুঁ', 'হাঁ' বলবেন বা মাথা নাড়বেন। এরকম নিরালায়, এত কাছাকাছি দারতাঁয়ার সাথে আপনার এখনি দেখা না হওয়াই ভাল। ওর নজর বড় চোখ, কান বড় সজাগ।"

দারতাঁয়া এসে পড়লেন তখনি।

এত ভোরে রাজার ঘরে আরামিস? এখানে একটা বাঘ দেখলেও এমন চমকে যেতেন না দারতাঁয়া। এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল, কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি। যতদূর জানা আছে দারতাঁয়ার আরামিস মোটেই প্রিয়পাত্র নন রাজার। জীবনে দু'বারের বেশি রাজার সঙ্গে ওঁর দেখাই বোধ হয় হয়নি। তাহলে ব্যাপারটা কী?

আরামিস বলছেন—"মসিয়েঁ লি ক্যাপিটেন! মহারাজের রাতে ঘুম হয়নি ভাল। উনি আরও একটুখানি ঘুমোবেন। কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে এখন, সেদিকে নজর রাখতে হবে আপনাকে। আর—"

আরামিসের এই মোড়লি ঠিক বরদাস্ত করতে পারছেন না দারতাঁয়া। একটু রুক্ষভাবেই তিনি বলে ওঠেন—"মসিয়েঁ ফোকের সম্বন্ধে হুকুম দেবার কথা ছিল মহারাজের।"

"সে-হুকুম উনি আমাকে দিয়েছেন, মসিয়েঁ ফোকের মুক্তির হুকুম।"

"মুক্তি!" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দারতাঁয়া রাজার দিকে তাকান একবার।

ফিলিপ শুয়ে শুয়েই মাথা নাড়েন, আরামিসের কথার সমর্থন জানান।

www.BanglaBook.org

"মসিয়েঁ কোলবার্ট বলছিলেন—" তবু হুঁশ ছাড়েন না দারতাঁয়া।

"পরে, পরে!" বালিশের ভেতর থেকে রাজার ধরা গলা শোনা যায় একবার। তারপর তিনি পাশ ফিরে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েন।

দারতাঁয়া আর আরামিস এক সাথে রাজার ঘর থেকে বেরোন। দারতাঁয়া বলেন "ব্যাপারটা হল কী হে বন্ধু! হঠাৎ তুমি যে এখানে! তুমি তো জীবনে দু'বারের বেশি রাজার সঙ্গে দেখা করনি!"

"একশোবার দেখা করেছি হে দারতাঁয়া! তবে সেকথা রাজাও কাউকে বলেননি, আমিও কাউকে বলিনি।"

"ফোকের মুক্তির হুকুম তাহলে তুমিই বের করেছ?"

"তা একরকম বলতেই পার।"

কথা কইতে-কইতে দারতাঁয়া আর আরামিস ফোকের ঘরে এসে পড়লেন। আরামিসকে দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ফোকে। তিনি আশাই করেননি যে বাস্টিলে যাবার আগে আবার তাঁর বন্ধুকে দেখতে পাবেন।

দারতাঁয়া নিশ্চিন্ত করেন তাঁকে—"বাস্টিলে আর যেতে হল না আপনাকে। বিশপ হার্ব্রের সুপারিশেই রাজা মুক্তি দিয়েছেন আপনকে।"

"হার্ব্রের সুপারিশে!" দারতাঁয়া যতটা অবাক হয়েছিলেন রাজার কাছে আরামিসের সমাদর দেখে, ফোকে তার চেয়েও বেশি অবাক হয়ে যান রাজার কাছে আরামিসের সুপারিশ করার জোর আছে শুনে।

দারতাঁয়া দেখলেন যে, এঁরা দুজন এখন নিরালায় আলাপ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সরে পড়লেন।

"এই অতি অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল কি করে?" ফোকে প্রশ্ন করলেন আরামিসকে।

"অতি আশ্চর্য ভাবেই ঘটেছে। শুনুন, ব্যাপারটা এবার সব খুলে বলছি আপনাকে।"

রানী অ্যানের যমজ পুত্র প্রসব থেকে শুরু করে গত রাত পর্যন্ত ফিলিপের জীবনে যা যা ঘটেছিল সেসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফোকের কাছে আওড়ালেন আরামিস।

ভবিতব্য! নইলে চতুরচূড়ামণি আরামিসের এমন ভুল হবে কেন? আরামিসের কোনো দরকার ছিল না ফোকের কাছে আসল ব্যাপারটা খুলে বলার। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! তা নইলে অকারণে বিনা প্রয়োজনে তিনি ফোকের কাছে ফিলিপের গোপন কথা ফাঁস করতে যাবেন কেন?

* * * *

বিপদের প্রথম ধাক্কা খেয়েই রাজা লুই একেবারে জড়ভরত হয়ে গিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাউকে একটা কথাও বলতে পারেননি তিনি, হাত-পা নাড়বারও সাহস পাননি মুখোশধারী আরামিস ও পোর্থসের সামনে। ভীরু তিনি নন, তবু বন্দুক দেখে চুপ করে গিয়েছিলেন, আর নির্জীবের মতো মুখোশপরা গুণ্ডাদের হুকুম তামিল করেছেন।

তিনি জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন কিছুক্ষণের জন্যে, তবে খুব বেশিক্ষণের জন্যেও নয়। তাঁকে কারাকক্ষে বন্ধ করে আরামিস ও পোর্থস চলে যাবার পরেই একটু একটু করে তাঁর হুঁশ ফিরে আসতে লাগল।

এ তিনি কী করেছেন? দেশের রাজা তিনি, নিজেকে বন্দী হতে দিয়েছেন কুচক্রীদের হাতে? নিজের ওপরে ধিক্কার এল রাজা লুইয়ের।

তারপরেই প্রচণ্ড রাগে তিনি ফেটে পড়লেন যেন! এ নিশ্চয়ই ফোকের কাজ। এর জন্য সাজা তিনি দেবেনই ফোকেকে। ভগ্ন প্রাসাদে নেমন্তন্ন করে তাঁকে সেখানে নিয়ে আসার আসল মতলব ছিল তাঁকে গোপনে বন্দী করে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া। ফোকেকে বন্দী করতে দেরি করেই তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। ফোকে তাঁর দুশমন একথা জেনেও তার প্রাসাদে এসে রাত কাটানো চরম বোকামি হয়েছে তাঁর। সেই বোকামির ফলেই আজ তিনি বন্দী।

কিন্তু তিনি তো দেশের রাজা। প্রজারা তো তাঁকেই এখনো মানে। তবে তাঁর ভয় কি? কিন্তু ব্যাস্টিলের অধ্যক্ষ তাঁকে চিনতে পারল না কেন? নিশ্চয়ই সে দেখেনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁকে দেখলেই সে চিনবে, আর চিনলেই পায়ে লুটিয়ে পড়বে তাঁর। সে তো তাঁরই ভৃত্য! একবার মুখোমুখি তাকে দেখতে পেলে হয়। যা হোক, ডেকে পাঠাতে হবে তাকে এখনি।

চিৎকার করে ব্যাস্টিলের অধ্যক্ষকে ডাকতে লাগলেন লুই। বন্ধ ঘর। এ মহলে ঢুকবার দরজাও বন্ধ। সেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রহরী রাজার চিৎকার শুনতে পাবে কেন?

চিৎকার বন্ধ করে রাজা হাত-পা দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন লোহার দরজায়। হাত পায়ের চামড়া কেটে ঝরতে লাগল রক্ত। লাথি বা ঘুষি মারার শক্তি আর রইল না তাঁর দেহে। তখন ঘরের একমাত্র চেয়ারখানা তুলে নিয়ে সজোরে তাই দিয়ে দরজার ওপর ঘা মারতে লাগলেন লুই।

এবার প্রহরী এল। ধমক দিয়ে বলল—"ছ ছটা বছর তো বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে কাটিয়েছিলে। দু'দিনের জন্যে বাইরে ঘুরে এসেই মেজাজ গরম হয়ে গেল কেন?"

একথার কোনো মানেই বুঝলেন না রাজা। বোঝার মতো ঠাণ্ডা মাথা তখন তাঁর নেই। তিনি হেঁকে বললেন—"অধ্যক্ষ কই? অধ্যক্ষকে ডেকে দাও একবার!"

বন্দীরা পাগল হয়ে চেঁচামেচি করলেই কি অধ্যক্ষ আসবেন? তাহলে তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যক্ষকে অনবরত মহলে মহলে ঘরে ঘরে ছুটে বেড়াতে হয়! কারাককে কেউ না কেউ তো অনবরতই চেঁচাচ্ছে!

"চুপ করে শুয়ে থাকো!" এই বলে ধমকে প্রহরী চলে গেল।

রাজা এ কথায় খেপে উঠলেন। আবার চেয়ার দিয়ে একনাগাড়ে ঘা মারতে লাগলেন লোহার দরজার ওপর পাগলের মতো।

* * * *

ওদিকে ভস্ম প্রাসাদেও এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে সেই মুহূর্তে।

ফিলিপের কাহিনী বলা শেষ করেছেন আরামিস। বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার নয়, কিন্তু আরামিসের কথা তো অবিশ্বাসও করতে পারেন না ফোকে।

কাহিনীর গোড়ার দিকে হতভাগ্য ফিলিপের ওপর দয়ায় আর সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল ফোকের উদার মন। কিন্তু যেই কাহিনীটা শেষ হল, আর আরামিস যখন বললেন যে ব্যাস্টিলের বন্দী ফিলিপই এখন ভস্ম প্রাসাদে রাজবেশ পরে রাজার বিছানায় শুয়ে আছেন, তখন ফোকের মাথায় বাজ পড়ল যেন! ব্যাপারটা বুঝে উঠতে সময় লাগল অনেকক্ষণ। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি "আর রাজা? রাজা লুই তাহলে কোথায়?"

"ব্যাস্টিলে ফিলিপ যে বিছানায় এতদিন বন্দী ছিলেন, সেই বিছানায়!"

এবার ফোকে পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন—"বন্ধু! এ তুমি কী সর্বনাশ করলে আমার? রাজা যে আমার অতিথি! আমার অতিথিকে তুমি চুরি করে নিয়ে গেলে আমারই প্রাসাদ থেকে? তাঁকে আটকে রেখে দিলে ব্যাস্টিলে? তাঁর সিংহাসনে এনে বসালে অন্য একজনকে?"

আরামিস বাধা দিয়ে বললেন—"সেই অন্য একজন তো রাজা ত্রয়োদশ লুইয়েরই ছেলে। সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি লুইয়ের চেয়ে এক তিলও কম নয়।"

"দাবি থাকলেই তো রাজা হওয়া যায় না। যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, রাজা তিনি-ই। সব রাজভক্ত প্রজার আনুগত্যের ওপর তাঁরই একমাত্র অধিকার। তাঁর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করে, সে বিদ্রোহী। তাঁকে যে বন্দী করে, তার সাজা হল মৃত্যু। এছাড়াও মস্তবড় কথা হল যে, সেই রাজা ছিলেন আমার অতিথি। তাঁর ওপর অত্যাচার করে আমাকে তুমি শুধু রাজদ্রোহী-ই করোনি, অতিথির প্রতি গৃহীর যে কর্তব্য, সে কর্তব্য থেকেও ভ্রষ্ট করেছো আমাকে। এর সাজা ইহলোকে মৃত্যু, পরলোকে নরক। এ তুমি আমার কী সর্বনাশ করলে?"

"কিছুই তোমার সর্বনাশ করিনি। লুই ব্যাস্টিলে বন্দী না হলে এতক্ষণে তোমার ধড় থেকে মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত হয়তো।'

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠে ফোকে বললেন—"সেও যে আমার ভাল ছিল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজার আদেশে মাথা যাওয়া—সে অনেক মহৎ লোকেরও গেছে। তাতে দুঃখের কারণ যতই থাকুক, লজ্জার কিছুই নেই। কিন্তু এ তুমি যা করেছ, তাতে ইতিহাসে আমার নাম চিরদিনের জন্যে কলঙ্কিত হয়ে থাকবে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক ও অতিথিঘাতক বলে। এর চেয়ে মৃত্যু আমার শতগুণে ভাল ছিল!"

বলতে-বলতেই ফোকে চঞ্চল হয়ে ওঠেন আবার—"না, না, এ আমি হতে দেব না। আমি এখনি ব্যাস্টিলে যাব। খালাস করে আনব আমার রাজাকে। তাঁকে বসাব তাঁর সিংহাসনে। প্রতারক ওই ফিলিপকে আবার পাঠাব সেখানে, যেখান থেকে তাকে বের করে এনে আমার এই সর্বনাশ ঘটিয়েছ তুমি, মূর্খ আরামিস!"

"এখনও ভেবে দেখ এ কাজের পরিণাম। তুমি মরবে।"

"আমি মৃত্যুকে পরোয়া করি নে।"

"আমিও মরব।"

"হ্যাঁ, এ একটা ভাবনার কথা বটে। রাজা যেমন আমার অতিথি ছিলেন তুমিও তেমনি আমার অতিথি। এক অতিথির প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে আর একজন অতিথিকে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি নে। তুমি তাহলে পালাও!"

"পালিয়ে কতদূর যাব? কোথায় বা যাব?"

"এখনি পালাও আমার সবচেয়ে সেরা ঘোড়াটা নিয়ে। চলে যাও আমার বেল-আইল দুর্গে। সেখানে কিছুদিন তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে। চার ঘণ্টার ভেতরে রাজার সৈন্যরা তোমার পিছু নিতে পারবে না। এখন থেকে ব্যাস্টিলে গিয়ে রাজাকে খালাস করে আনতে অন্তত ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে আমার।"

এই পর্যন্ত বলেই ফোকে আরামিসকে আলিঙ্গন করে তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে বাহু মেলে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

আরামিসের দু'হাত তখন জামার ভেতরে বুকের ওপরে। বুকের ভেতরে যে তোলপাড় চলেছে, তা ঠাণ্ডা করার জন্যে জোর করে তিনি বুক চেপে ধরেছেন। এত জোরে তিনি নিজের বুক চেপে ধরেছেন যে হাতের নখ বিঁধে গেছে বুকের মাংসে। হাত যখন তিনি বের করলেন, তখন তাতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত লেগে আছে।

ফোকে বাহু মেলে আলিঙ্গন করতে আসতেই আরামিস তাঁর সামনে হাত নাড়া দিতেই তা থেকে সেই রক্তবিন্দুগুলো ঝরে পড়ল ফোকের মুখের ওপর। একটা অভিশাপ উচ্চারণ করে তিনি দ্রুত হারব্রে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এক মিনিট পরেই আরামিস আর পোর্থস ছুটে বেরিয়ে গেলেন ভক্স প্রসাদ থেকে দুটো তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

আরামিস পালালেন, পেছনে পড়ে রইলেন ফিলিপ। আরামিস তাঁকে সঙ্গে নিতে পারেননি। তিনি এখন পলাতক, ফিলিপকে কোথায় নিয়ে যাবেন তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে? ফোকে যখন গোপন কথা প্রকাশ করে দিতে নাছোড়বান্দা, তখন ফিলিপকে বাঁচানো কারুর পক্ষেই আর সম্ভব নয়। তাই ফিলিপকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আরামিস কেন নিজের পালানোর পথে কাঁটা ছড়াবেন নিজের হাতে?

* * * *

আরামিস আর পোর্থস ছুটে বেরোবার পরেই ফোকেও বেরিয়ে পড়লেন গাড়ি নিয়ে। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যাস্টিলে গিয়ে হাজির হলেন দু'ঘণ্টার ভেতরে। দেখা করলেন তিনি বেইসিমিওজের সাথে।

ফোকের খাতির সব জায়গায়। রাজা যে তাঁর ওপর রেগে রয়েছেন, একথা রাজার বিশেষ অন্তরঙ্গ দু'একজন লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। ফোকের হুকুমে সব কিছুই করতে পারেন বেইসিমিওজ, কিন্তু আরামিস একটু আগে যে বন্দীকে ফেরত দিয়ে গেছেন ব্যাস্টিলে, রাজার নিজের হাতের হুকুমনামা ছাড়া তার সঙ্গে দেখা করতে তিনি দিতে পারেন না ফোকেকে। রাজার নাম করে নিষেধ জানিয়ে গেছেন বিশপ হার্ব্রে।

কিন্তু ফোকে দেখা করবেনই। ফোকের কথায় যদি রাজী না হন বেইসিমিওজ, তাহলে ফোকে সারা দেশের সকল সৈনা নিয়ে এসে ব্যাস্টিল দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। বন্দীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে ফোকের।

ফোকের গরম মেজাজ দেখে, আর তাঁর শাসানি শুনে শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন বেইসিমিওজ। 'যা হবার হবে, আপাতত ফোকের হাত থেকে তো রক্ষে পাই'—একথা ভেবে ফোকেকে নিয়ে তিনি মার্শিয়ালির ঘরে চললেন। দূর থেকে শোনা গেল একটা চিৎকার! অনবরত কেউ যেন চিৎকার করে যাচ্ছে ভাঙা গলায়, আর লোহার দরজার ওপরে পেটাচ্ছে কোনো ভারী জিনিস দিয়ে! সে চিৎকার যে রাজার, তা চিনতে কষ্ট হল না ফোকের। রাজা প্রাণপণে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন—"আমি রাজা লুই, ফোকে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে। আমায় বাঁচাও তোমরা।"

ফোকের সারা গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে সেই চিৎকার শুনে।

বেইসিমিওজের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে তাকে সে-মহল থেকেই বের করে দিলেন ফোকে। তারপর চাবি দিয়ে দরজা খুলতেই একটা লোক ছুটে এল তাঁর দিকে। পাগলের মতো চেহারা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, মুখে হাতে রক্ত মাখা, মাথার চুলে ধুলো জমেছে এরই মধ্যে, চোখের চাহনি দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে।

লোকটা ছুটে আসছিল বোধ হয় হাতের ভারী কাঠখানা দিয়ে ফোকের মাথায় এক ঘা বসিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ফোকে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললেন—"রাজা আমার, প্রভু আমার! এ কী দশা হয়েছে এরই মধ্যে!"

www.BanglaBook.org

ফোকে! যে ফোকে সব অনিষ্টের মূল বলে রাজার ধারণা, সেই ফোকেই ছুটে এসেছে রাজাকে খালাস করতে? নিশ্চয়ই এটা তার নতুন কোনো চাতুরি! এ সময়েও রাজা বিশ্বাস করতে পারেন না ফোকের ওপরে।

বিশ্বাস না করেও পারেন না লুই শেষ পর্যন্ত। সত্যবাদী ফোকের প্রত্যেকটা কথায় যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে, কোনো মানুষই বেশিক্ষণ তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। রাজাকে বিশ্বাস করতে হল ফোকের কৈফিয়ত। ঠিক তাঁরই মতো চেহারা নিয়ে তাঁরই যমজ ভাই কোথাকার কোন্ আঁধার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সিংহাসন দখল করার ফিকির করেছে, এমন আজগুবি কথাও বিশ্বাস করতে হল তাঁকে।

কথাটা বিশ্বাস করলেন লুই, কিন্তু ক্ষমা করলেন না ফোকেকে। ব্যাস্টিল থেকে বেরুবার কোনো উপায়ই দেখতে না পেয়ে হতভাগ্য লুই যখন পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিলেন, তখন তাঁকে খালাস করার জন্যে যে লোকটা একা এগিয়ে এসেছেন নিজেকে রাজার একান্ত অপ্রিয় জেনেও, সেই নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণ ফোকের ওপর রাজার একবিন্দু করুণাও হল না। ফোকের বন্ধু হার্ব্লে ফোকেরই প্রাসাদে বসে তাঁর সর্বনাশের ফন্দী এঁটেছিল, এ অপরাধ লুই ক্ষমা করতে পারেন না। ব্যাস্টিল থেকে বেরিয়েই তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, হার্ব্লে আর ফোকেকে চরম সাজা দেবেন তিনি।

ব্যাস্টিল থেকে বেরিয়ে লুই সোজা চলে গেলেন প্রাসাদে। ফোকেও তাঁর সাথে সাথে গেলেন। সেখানে পোশাক পালটে নিলেন লুই।

ঠিক আগের মতো রাজবেশ ধারণ করে রাজকীয় মহিমায় লুই ফিরে গেলেন ফোকের ভক্স প্রাসাদে, যেখানে তাঁর রানী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রয়েছেন।

* * * *

ভক্স প্রাসাদে সকাল বেলায় মজলিস রাজারে ঘরেই বসেছে নিয়মমতো। ফিলিপ ঘুম থেকে উঠে জামা-কাপড় পরছেন। লুইয়ের পোশাকের সঙ্গে ফিলিপের পোশাকের কোনো তফাতই নেই। পার্সেরিনের দোকান থেকে কাপড়ের নমুনা তো এজন্যেই এনেছিলেন আরামিস। ফিলিপের পোশাক পরা শেষ হওয়ার আগেই রাজার মা রানী অ্যান এসে পড়লেন, আর এলেন সেন্ট আইনাঁ। এলেন না কেবল রানী, লুইয়ের স্ত্রী। সেন্ট আইনাঁকে ফিলিপ পাঠালেন রানীর খোঁজ নেবার জন্য, যাতে তাঁর অভিনয়ে যেন কেউ ত্রুটি ধরতে না পারে। আর সে-ঘরে আছেন দারতাঁয়া।

দারতাঁয়াকে ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন—"বিশপ হার্ব্লে কোথায়?"

দারতাঁয়া তো রাজার প্রশ্ন শুনে অবাক। হার্ব্লে আর পোর্থস একটু আগেই

www.BanglaBook.org

তো ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল ভস্ল প্রাসাদ থেকে। রাজা কি তা জানেন না? রাজা আজই ভোরবেলায় হার্ব্রের মুখ দিয়েই তো দারতাঁয়ার ওপর হুকুম জারি করেছিলেন?

রাজা জানেন নিশ্চয়ই হার্ব্রে কোথায় গেছেন। জেনেও হয়তো এখন না জানার ভান করছেন রাজা। কারণ আছে নিশ্চয়ই ভান করার। সুতরাং দারতাঁয়ারও কোনো দরকার নেই একথা বলার যে, হার্ব্রে ভস্ল প্রাসাদে হাজির নেই। দারতাঁয়া তাই জবাব দিলেন—"তাঁকে খুঁজে দেখব নাকি?"

"না, খুঁজে দেখার তেমন দরকার নেই, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।" বললেন ফিলিপ।

রানী অ্যান ফোকের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। লোকটা রাজার অভ্যর্থনার নাম করে এই যে কোটি কোটি টাকা ওড়াচ্ছে, এ টাকা সে পেল কোথায়? নিশ্চয়ই সরকারী তহবিলের টাকা! ওকে এখনি বন্দী করা উচিত।

এ-ধরনের কথা রোজই হয় রাজার মজলিসে। রাজা রোজই সায় দেন এ ধরনের কথায়। আজ কিন্তু রাজার মুখে প্রতিবাদ শোনা গেল। তিনি বললেন—"আমি ভেবে দেখলাম ফোকের ব্যাপারটা। লোকটার অপব্যয় আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গুণও ওর অসাধারণ। তাছাড়া, সত্যিকার রাজভক্ত লোক ফোকে। ওর দোষটা শুধরে যায় যাতে, সেই চেষ্টাই বরং করা ভাল। একটা দোষের জন্যে অমন গুণী লোকের সেবা থেকে দেশকে বঞ্চিত করা ভাল হবে না বোধ হয়।"

সবাই রাজার মুখে ফোকের স্বপক্ষে এই নতুন সুরের কথা শুনে অবাক হয়ে আছে, এমন সময় বাইরে সেই ফোকেরই গলা শোনা গেল। খুব উত্তেজিত হয়ে ফোকে বলছেন—"মহারাজ, এদিকে আসুন! এদিকে!"

"এ কী! মসিয়েঁ ফোকে কথা কইছেন না?" বলে ওঠেন দারতাঁয়া।

ফোকে কি বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরকার রাজাকে হাঁকডাক দিয়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে বলছেন নিজের কাছে?—এমন অশোভন কাজ করতে যে সাহস করে, সে তো নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে বুঝতে হবে!

ফোকের কথায় সবাই তো হতভম্ব। কেউ বাইরের দিকে তাকায়, কেউ বা তাকায় ফিলিপের দিকে। ফিলিপ ফোকের মুখের কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনতে পাননি। তাঁর গলা চেনা নয় ফিলিপের। ফোকে যে এখানে এসেছেন—এটা দারতাঁয়ার কথা থেকেই বুঝলেন তিনি। বুঝে আশ্বস্তই হলেন তিনি। ফোকে যখন এসেছেন, হার্ব্রেও নিশ্চয়ই ফোকের সঙ্গে এসেছেন। হার্ব্রেকে গরহাজির দেখে তিনি ভাবনায় পড়েছিলেন। এবার তাঁর মনে সাহস ফিরে এল।

ফিলিপ উৎসুক হয়ে দরজার দিকে তাকালেন।

কিন্তু তাকিয়েই যা দেখলেন, তা দেখার কল্পনাও তিনি করেননি। ফোকে আসেননি দরজা দিয়ে, এসেছে অন্য একজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরের প্রতি কোণ থেকে একটা আর্ত চিৎকার উঠল। রাজকর্মচারীরা, রাজ-পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সবাই চেঁচিয়ে উঠল একটানা। যে-দৃশ্য ঝলমকা ফুটে উঠল সকলের চোখের সামনে, তা এ দুনিয়ার মানুষ বড় একটা চোখে দেখতে পায় না।

জানলাগুলো অর্ধেক বন্ধ রয়েছে বলে ঘরের ভেতর আলোটা টিমে। তবু সেই টিমে আলোতেও দরজা দিয়ে যে লোকটা এখন ঢুকল, তার চেহারার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ঘরের লোকগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল। এত স্পষ্ট সেই চেহারা, যেন তার ভেতর থেকে একটা আলো বেরিয়ে ওকে জ্যোতির্ময় করে তুলেছে।

লুইয়ের পেছনে ফোকে। লুইয়ের মুখ ফ্যাকাশে আর তাঁর চোখের চাহনি কুটিল। ফোকের মুখ কঠোর, আর সেই কঠোরতার আড়ালে অপার দুঃখের আভাস।

দুই রাজপুত্র, দুজনেই দিশেহারা। দুজনেই কাঁপছেন, হাতে মুঠি পাকাচ্ছেন, আর ঝুলছেন কলের পুতুলের মতো। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন, সে-চাহনিতে যেন শাণিত ছুরিকার ঝলকানি! কথা নেই কারুর মুখে, হাঁপাচ্ছেন দুজনেই, দুজনেই একপায়ে খাড়া—যেন এ-ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেন এখনি। আশ্চর্য মিল, মুখে চোখে, ভাবে ভঙ্গিতে, লম্বায় চওড়ায়। পোশাক পর্যন্ত একরকম।

এই অদ্ভুত মিল দেখে ভয়ে যিনি সবচেয়ে মুষড়ে গেছেন, তিনি হলেন রানী অ্যান, এই দুই রাজপুত্রের মা। মুষড়ে গেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি কী, তা তিনি এখনও বুঝতে পারেননি। কিংবা বুঝেও মনকে চোখ ঠেরে বলছেন—"বুঝিনি! বুঝিনি!"

অন্য সবাই? তারা ভাবছে এ একটা ভৌতিক ব্যাপার।

লুই তো জেনেছেন এ ব্যাপার ভৌতিক নয়। সামনের ওই যে রাজবেশী যুবক হুবহু তাঁরই মতো দেখতে, সে যে একান্তই রক্তমাংসের জীব, ভূত নয়, তা তো তিনি জানেন। কিন্তু কী ভাবে তিনি এ জট ছাড়াবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না। অবস্থাটা যে এমন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন, এসে দেখা দেওয়া মাত্রই তাঁকে সবাই আসল রাজা বলে চিনতে পারবে। তা তো কেউ পারছেন না! পারবেই বা কেমন করে? লুই নিজের মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—কে যে আসল, কে যে নকল—তা এরা যদি ঠিক করতে না পেরে থাকে এখনও, সেজন্যে এদের কোনোমতেই দোষী করা চলে না।

কিন্তু তাঁকে তো চেনাতে হবেই। তা নইলে এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধান কি করে হবে? লুই ছুটে গেলেন রানী অ্যানের কাছে, মিনতি করে বললেন তাঁকে—

www.BanglaBook.org

"মা! অন্য সবাই তো তাদের রাজাকে ভুলে গেছে। তুমিও কি তোমার ছেলেকে চিনতে পারছ না?"

সেই মুহূর্তেই ফিলিপও বলে উঠলেন—"মা!—তোমার ছেলেকে তুমি কি চিনতে পারছ না?"

চিনতে ঠিকই পেরেছেন রানী অ্যান। অনুতাপে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর মন। তিনি মড়ার মতো লেটিয়ে পড়লেন আসনের ওপর। কোনো জবাব এল না তাঁর মুখ থেকে।

হতাশভাবে লুই একবার করে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন। না, বৃথা! মা যাকে চিনতে পারেননি, এরা তাকে চিনবে কেমন করে?

বাকি আছে শুধু দারতাঁয়া। এসব দেখে শুনে দারতাঁয়া ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছেন। তাঁর মাথা যেন ঘুরছে! তাই সোজা হয়ে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে যেন কঠিন হয়ে পড়েছে! তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লুই এক লাফে ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন—"সৈনিক! তোমার রাজাকে বাঁচাও! কে রাজা? আমি?—না, সে?"

মা যাকে চিনতে পারেনি, সৈনিক তাকে চিনল। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দারতাঁয়া। তারপর ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে গিয়ে ফিলিপের হাতের ওপর হাত রেখে বললেন—"মসিয়োঁ, আপনি বন্দী।"

ফিলিপের নজর তখনও দারতাঁয়ার দিকে নয়, তাঁর ভাই লুইয়ের দিকে।

দশ

আরামিস আর পোর্থস ঘোড়া ছুটিয়েছেন বেল-আইলের দিকে। বেল-আইল শব্দটার মানে সুন্দর দ্বীপ। ফোকের এক সুরক্ষিত দুর্গ আছে এই দ্বীপে। এ দ্বীপ তাঁরই জমিদারি। এখানেই আপাতত আশ্রয় নেবেন তাঁরা। রাজার সৈন্যরা এসে পড়ার আগেই এখান থেকে ইংলন্ডে পালাতে অসুবিধা হবে না তাঁদের।

জায়গায় জায়গায় ঘোড়া বদল করতে করতে তাঁরা ছুটছেন। বিশ্রাম করা তো দূরে থাকুক, আহারের জন্যেও তাঁরা এক মুহূর্ত দেরি করছেন না কোথাও। বেচারা পোর্থসের তো মাথায়ই আসছে না যে, কী এমন জরুরি কাজ—যার জন্যে তাঁদের এমন তড়িঘড়ি ছুটতে হতে পারে।

বেচারা পোর্থস! আরামিস তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝিয়েছেন। বুঝিয়েছেন যে রাজার এক সাংঘাতিক শত্রু আছে। সে রাজাকে তাড়িয়ে নিজে সিংহাসনে বসতে চায়। রাজা তাকে সরিয়ে দিতে চান, কিন্তু অতি গোপনে! এমন কতকগুলো গোপন রহস্য জড়িয়ে আছে এই ব্যাপারে, যার জন্যে ওই শত্রুর

www.BanglaBook.org

কথা ফরাসীদেশের জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ করা চলবে না। রাজা এই গোপনীয় কাজের ভার দিয়েছেন আরামিসের ওপর। আরামিস চাইছেন প্রিয় বন্ধু পোর্থসের সাহায্য। পোর্থস যদি সাহায্য করেন তাহলে রাজসেবার পুরস্কার হিসেবে তিনি ডিউক উপাধি পাবেন, আর পাবেন ডিউকের মর্যাদা-মাফিক একটা জমিদারি।

সরল মন পোর্থসের। তিনি ভাবতেই পারেননি যে আরামিসের মতো পুরোনো বন্ধু তাঁকে মিথ্যে কথা বলবেন, বা ভুল বোঝাবেন। তিনি মনে-প্রাণে রাজভক্ত। রাজার শত্রুকে গোপনে সরিয়ে দিতে হবে, এ কাজে তিনি কেন সাহায্য করবেন না? বিশেষত যখন ডিউক হবার আশা রয়েছে এ কাজ করলে! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পোর্থসের এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি রাজার কাজই করে চলেছেন।

সে বিশ্বাস এখনও আছে পোর্থসের। আরামিস এখনও তাঁকে বলেননি যে তাঁদের চেষ্টা বিফল হয়েছে এবং তাঁরা পালাচ্ছেন। পোর্থসকে এখনও ভুল বুঝিয়ে চলেছেন তিনি। বলেছেন, রাজারই হুকুমে রাজারই কাজে তাদের বেল-আইলে যেতে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি।

না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, বিশ্রাম না করে এভাবে ছুটোছুটি করা অনেকদিন থেকেই পোর্থসের অভ্যাস নেই। আজকাল তিনি ভোগবিলাসেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তবু তিনি হাসিমুখে ছুটে চলেছেন। কেননা, রাজার কাজে তাঁকে যেতে হচ্ছে, এ কাজের পুরস্কার হল ডিউক উপাধি, আর মর্যাদা-মাফিক একটা জমিদারি।

আরামিস অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছেন। পোর্থসকে এভাবে ভুলিয়ে এনে বিপদে ফেলা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছেন অবশেষে। ধরা পড়লে তাঁদের দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবেই হবে। সরল বিশ্বাসী বন্ধুর অপঘাত মৃত্যুর জন্যে আরামিসই দায়ী হবেন ভগবানের চোখে।

পথে পড়ে ব্লয়-এর জমিদারি। বন্ধু আথস এখানে আছেন। কোথাও আর নতুন ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁর সাথে আরামিসের দেখা করা বিশেষ দরকার। বোফোর ডিউক আক্রমণ করতে যাচ্ছেন আলজিয়ার্স, তাই এ অঞ্চলের সব ঘোড়া তিনি নিয়ে গেছেন সৈন্য পাঠিয়ে। অথচ ঘোড়া বদলাতে না পারলে আরামিস ও পোর্থস আর এক পাও এগোতে পারছেন না।

দেখা হল আথসের সঙ্গে। রাউল সেখানে আছে। লা-ভেলিয়ারের নিষ্ঠুরতা সে ভুলতে পারেনি, পারবেও না কোনোদিন। বোফোর ডিউকের সঙ্গে সেও যাচ্ছে আলজিয়ার্সের যুদ্ধে। মরবার জন্যেই সে যাচ্ছে। বেঁচে থেকে তুষানলে পুড়ে মরার চেয়ে বীরের মতো যুদ্ধ করে মরাই ভাল। তাই সে আজ যুদ্ধে যাচ্ছে। আথসও নিষেধ করেননি তাকে। বীরপুত্র যুদ্ধে যেতে চাইছে, বীর পিতা তাকে নিষেধ করেন কেমন করে? যুদ্ধের পরে সে যদি নিরাপদে ফিরে আসে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লা-ভেলিয়ারের বেইমানির জ্বালা হয়তো সে ততদিনে ভুলে যাবে। আর যদি নাই ফেরে সে—ভগবানের ইচ্ছাই পূরণ হল বুঝতে হবে।

আথসকে গোপনে ডেকে নিয়ে আরামিস আগাগোড়া ব্যাপারটা বললেন তাঁকে। সব শুনে আথস বললেন—"মতলবটা খুবই চমৎকার করেছিলে, সেই সঙ্গে অপরাধটাও করেছ গুরুতর। যাক, নিরাপদে বেল-আইলে পৌঁছোতে পার যেন, এটাই কামনা করি।"

নিজের সেরা ঘোড়া দুটো আথস বন্ধুদের দিয়ে দিলেন। বিদায়কালেও পোর্থস হাসিমুখে বলছেন—"বন্ধু, আমি শীগ্‌গির ডিউক হচ্ছি।"

অতি বিষণ্ণ মনে আথস তাকিয়ে থাকেন তাঁদের দিকে। দূরে, আরও দূরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছেন আরামিস আর পোর্থস। তারপরেই পাহাড়ের গা বেয়ে তাঁরা চূড়োয় উঠে চলে গেলেন একেবারে চোখের আড়ালে। চূড়োর ওপারে নামছেন হয়তো।

আথসের মনে হল—আর দেখা হবে না ওঁদের সঙ্গে।

* * * *

ঠিক সেই সময়ে ফরাসীদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সাগরতীরে এসে থামল একখানা গাড়ি। গাড়িতে রয়েছেন দারতাঁয়া। আরও একটা লোক আছে গাড়িতে। তার মুখে ইস্পাতের মুখোশ আঁটা। রাজা লুইয়ের হুকুম—এ বন্দী যদি কখনও মুখ থেকে মুখোশ খোলে, তখনি যেন তাকে মেরে ফেলা হয়।

এ বন্দী রাজারই যমজ ভাই, হতভাগ্য ফিলিপ।

দারতাঁয়া তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন সেন্ট মার্গারেট দ্বীপে। এটা একটা ছোট দ্বীপ। কয়েকজন জেলে ছাড়া আর কেউ সেখানে বাস করে না। একটা পুরোনো দুর্গ আছে দ্বীপের এক পাশে। আট-দশজন সৈনিক নিয়ে এক অধ্যক্ষ সেই দুর্গে থাকেন, আর ফলের চাষ করেন দুর্গের আশেপাশে।

এই অধ্যক্ষের হেপাজতে এখন থেকে বরাবরের মতো বাস করবেন ফিলিপ। তিনি যে আসলে কে, তা দুর্গের অধ্যক্ষ জানেন না, জানে না এ দ্বীপের কেউই। তারা শুধু এটুকুই জানে যে বাইরের কোনো লোক যদি এই বন্দীর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করে, তবে তখনি তাকে ভাল করে মেরে ফেলতে হবে।

ফিলিপকে সেন্ট-মার্গারেটে পৌঁছে দিয়ে দারতাঁয়া যখন প্যারীতে ফিরলেন, রাজা তখন নান্তে শহরে রয়েছেন। দারতাঁয়ার ওপর হুকুম হল—সমস্ত মাস্কেটিয়ার সৈন্যদলটা সঙ্গে নিয়ে রাজার আগেই নান্তে পৌঁছোতে হবে।

দারতাঁয়া মনে মনে হিসাব করলেন—নান্তে থেকে সাগর পথে বেল-আইলে পৌঁছোনো খুবই সোজা। বেল-আইলে আরামিস আর পোর্থস আছেন। রাজা তাহলে ওঁদের ধরে এনে প্রাণদণ্ড দেবার জন্যেই সেখানে যাচ্ছেন। দারতাঁয়া কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুই করতে পারেন না বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যে? চিন্তায় পড়লেন দারতাঁয়া।

কিন্তু নান্তেয় রওনা হওয়ার আগে দারতাঁয়ার ওপর আর একটা কাজের ভার পড়ল। তাঁকে গ্রেফতার করতে হবে ফোকেকে।

ফোকেও রাজার আগেই নান্তেয় এসেছেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হবে, আগে থাকতেই তা বুঝতে পেরেছেন তিনি। তাই তিনি সময় থাকতেই পালিয়ে তেজী ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন সাগরতীরের দিকে। একবার সাগরতীরে পৌঁছোতে পারলে আর কে তাঁর নাগাল পাবে? যে কোনো একটা জেলেডিঙি ধরে তিনি বেল-আইলে চলে যাবেন। সেখানে তাঁর দুর্গ আছে, নিজের কামান আছে, আরামিস ও পোর্থস আছেন—কিছুকাল অন্তত লড়াই করে যুঝতে পারবেনই। তারপর, হয় ইংলন্ডে পালাবেন, নয় তো মরবেন বীরের মতো লড়াই করতে-করতে।

ফোকে যখন নান্তে ছেড়ে বেশ কিছুদূরে এসে পড়েছেন, সেই সময় রাজা দিলেন ফোকের গ্রেফতারের হুকুমনামা দারতাঁয়ার হাতে। গ্রেফতার করে ফোকেকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে অ্যাঞ্জের্স দুর্গে, সেখান থেকে পরে পাঠাতে হবে সুদূর পিনেরোল কেল্লায়—সাতশো মাইল দূরে।

রাজার হুকুম মানতেই হবে। নান্তেয় এসে দারতাঁয়া বেরিয়ে পড়লেন ফোকের আস্তানার দিকে।

কিন্তু সেদিকে তাঁর যাওয়া হল না। বাইরে আসতেই তিনি দেখতে পেলেন—লয়ার নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে দিগন্তসীমায় সাদা কী একটা যেন ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে।

চিরদিন ঘোড়া নিয়ে কারবার দারতাঁয়ার। একথা বুঝতে তাঁর এক সেকেন্ডও লাগল না যে, ছুটে যাচ্ছে যে জিনিসটা, সেটা আসলে একটা সাদা ঘোড়া। তাঁর কেমন যেন মনে হল—ওভাবে যে ছুটছে, সে পালাচ্ছে নিশ্চয়। আর ফোকে ছাড়া এই মুহূর্তে পালাবেই বা কে?

দারতাঁয়া আর ফোকের বাড়িতে গেলেন না, ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন লয়ারের বাঁধের দিকে।

ফোকের ঘোড়াও খুব তেজী—ছুটে চলেছে ঝড়ের মতো। গোটা দেশটার মধ্যে সব চেয়ে পাকা ঘোড়সওয়ার হয়েও দারতাঁয়া ফোকের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারলেন না। বহুক্ষণ ধরে ছুটলেন দুজনেই। ফোকেও নজর করছেন যে তাঁর পেছনে ঝড়ের বেগে কেউ একজন সৈনিক আসছে, কিন্তু তাঁর চঞ্চল হবার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না দারতাঁয়ার!

এভাবে চললে তো রাজার হুকুম তামিল করা যাবে না! দারতাঁয়া নিজের ঘোড়ার পেটে রেকাবের খোঁচা দিতে লাগলেন। দামাল যুদ্ধের ঘোড়া প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ছুটল। ফোকের ঘোড়ার অত যে জোর কদম, তাকেও হারিয়ে

www.BanglaBook.org

দিয়ে উল্কার মতো বেগে ছুটল সে। ফলে কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল ফোকে আর বেশি এগিয়ে নেই। এভাবে আর দু'পাঁচ মিনিট ছুটতে পারলেই ফোকেকে ধরে ফেলতে পারবেন দারতাঁয়া।

কিন্তু সেই দু'পাঁচ মিনিট আর ছুটতে পারল না দারতাঁয়ার ঘোড়া। যে বেগে তাকে ছোটানো হয়েছে, তা কতক্ষণ আর সে বজায় রাখতে পারে? হঠাৎ সেই ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। দারতাঁয়াও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন লাফ দিয়ে। তাকিয়ে দেখেন তিনি—ঘোড়াটা মরে গেছে।

ফোকে তাকিয়ে দেখছেন! দারতাঁয়াকে চিনেছেন তিনি। উদার, মহৎ ফোকে! দারতাঁয়া তাঁর বন্ধু ছিলেন না কোনোদিন, তবু বীর, বুদ্ধিমান, কর্তব্যনিষ্ঠ, অথচ ভদ্র, স্নেহশীল, সদালাপী বলে দারতাঁয়াকে শ্রদ্ধা করেন ফোকে। তাঁকে বিপন্ন দেখে ফোকে কাতর হলেন। বাঘ ছুটেছে হরিণের ঘাড় ভাঙার জন্যে। সে-বাঘকে বিপন্ন দেখে হরিণ যেন কাতর হল। অদ্ভুত চরিত্র এই ফোকের। তিনি ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলেন।

দারতাঁয়ার ঘোড়া নেই, তাই তিনি পায়ে ভর করে ছুটলেন। লম্বা ঝোলানো তরোয়ালখানা তাঁর পায়ে বাধছে, সেজন্যে তরোয়ালসুদ্ধ খাপখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার ছুটলেন। গরম লাগছে মোটা কোট গায়ে দিয়ে ছুটতে, তাই কোট খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তখনও ছুটছেন। ছুটছেন আর চিৎকার করছেন প্রাণপণে—"দাঁড়ান ফোকে! রাজার হুকুম, দাঁড়ান! আমি রাজার নামে গ্রেফতার করছি আপনাকে।" দারতাঁয়া চিৎকার করছেন একনাগাড়ে।

ফোকে সেই চিৎকারে মোটেই কান দিচ্ছেন না। ঘোড়ার বেগ তিনি কমিয়েছেন—কিন্তু থামেননি।

দারতাঁয়া হাঁইফাঁই করছেন। ঘোড়ার পিঠে ছোটাই তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। নিজের পায়ে ভর দিয়ে কখনও তাঁকে ছুটতে হয়নি। অথচ আজ ছুটে পাল্লা দিতে চাইছেন তিনি ফোকের ঘোড়ার সঙ্গে। ফল যা হবার, তাই হল। যেভাবে তাঁর ঘোড়া উলটে পড়েছিল, সেভাবেই উলটে পড়লেন দারতাঁয়া নিজেও।

এবার ফোকেকে থামতে হল। বাঘ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, হরিণ ফিরে এল তাকে সেবা দিয়ে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে। পাহাড়ের নিচেই লয়ার নদী। নেমে গিয়ে টুপিতে করে জল এনে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন দারতাঁয়ার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ বাদে হুঁশ ফিরে এল দারতাঁয়ার।

চোখ মেলেই দেখেন—পাশে হাঁটু গেড়ে সেই লোকই বসে আছে—যাকে গ্রেফতার করার জন্যে তিনি উন্মত্ত হয়ে ছুটে এসেছেন।

কিন্তু এঁকে তিনি কী করে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাবেন? ইনি যে এখনি তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন! তিনি কাতর হয়ে বললেন—"মসিয়েঁ ফোকে, আপনার তরোয়াল আমার বুকে বিঁধিয়ে দিন। তা নইলে, আপনাকে বন্দী না করে আমার উপায় নেই!"

www.BanglaBook.org

একথা শুনেই ফোকে তরোয়াল খুলে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন—"আপনার মতো বীর বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে রাজার কাছে অপমানিত হবে, এর চেয়ে আমার ধরা দেওয়াই ভাল। আপনি আমায় বন্দী করে নিয়ে চলুন।"

দারতাঁয়া রাজী হলেন না। বললেন—"আমি কি অকৃতজ্ঞ? আমি কি পশু?"

"আপনি যদি আমায় বন্দী না করেন, আমি নিজে রাজার কাছে গিয়ে ধরা দেব।" বললেন ফোকে।

তখন দুজনে মিলে ফোকের ঘোড়ায় চড়লেন। ঘোড়াও দারুণ পরিশ্রান্ত ছিল। দুজনের ভার সে বেশিদূর বইতে পারল না। কিছুক্ষণ বাদে মারা পড়ল সেটাও। তখন দুজনে পাশাপাশি হেঁটে নান্তের দিকে এগোতে থাকলেন। সেখানে আছে লোহার খাঁচা। সেই খাঁচায় আটকানো হবে ফোকেকে, যেন তিনি কোনো হিংস্র জানোয়ার।

* * * *

বেল-আইলে সৈন্য যাচ্ছে।

ফোকে আটক হয়েছেন লোহার খাঁচায়। এবার আরামিসের পালা। দারতাঁয়ার ওপরই ভার পড়ল বেল-আইল দখল করার।

আরামিস আর পোর্থসকে কখনোই রাজার কাছে বেঁধে নিয়ে যাবেন না—দারতাঁয়ার এই কড়া শপথ। ফিলিপ তাঁর কেউ ছিল না, বন্ধু ছিলেন না ফোকেও, কিন্তু আরামিস ও পোর্থস তো দুজনেই তাঁর সারাজীবনের বন্ধু। আজ এক একজনের ভিন্ন ভিন্ন পথ বটে, কিন্তু যৌবনে বহু বছর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে একপথে চলেছেন আথস, পোর্থস, আরামিস ও দারতাঁয়া। আজ কি সেই একপ্রাণ বন্ধুদের ভেতর একজন আর একজনের মৃত্যুর কারণ হবে? না, তা কখনই হবে না।

বেল-আইলে রাজার সৈন্যবাহিনী আসছে। তাদের চারদিক তারা ঘিরে ফেলেছে। পোর্থস এ সবের মানে বুঝতে পারছেন না। তাঁরা তো রাজারই কাজের জন্যে এসেছেন এখানে। তবে রাজা কেন সৈন্য পাঠাবেন তাঁদের ধরে আনার জন্যে?

পোর্থস আরামিসকে বললেন—"আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে!"

আরামিস আর নিজের পক্ষ সমর্থন রাখতে পারলেন না। লজ্জায় মাথা নিচু করে পোর্থসকে বললেন—"বন্ধু! আমি তোমায় এতদিন ভুল বুঝিয়েছি। আমরা রাজার পক্ষে কাজ করিনি, করেছি রাজার বিপক্ষে। আমরা আইনের চোখে বিদ্রোহী। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার মুখ নেই আমার।"

পোর্থস একটুখানি চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। তার পরে বললেন—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভুল যদি বুঝিয়েই থাক, কী আর হয়েছে তাতে? আমার ভাল হবে ভেবেই তো ভুল বুঝিয়েছিলে?"

এবার আরামিস জোর দিয়ে বলে উঠলেন—"নিশ্চয়ই। এতে তোমার ভাল হবে, এ নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকলে তোমাকে আমি এর ভেতর টেনে আনতাম না।"

"তবে তো মিটেই গেল!" এই বলে পোর্থস জড়িয়ে ধরলেন আরামিসকে।

আর আরামিসের মাথা আবার নুয়ে পড়ল। বন্ধুর মহত্ত্বের তুলনায় নিজের কুটিল স্বভাবটা বড় বেশি কালো মনে হল আজ।

ওদিকে দারতাঁয়া মুশকিলে পড়েছেন একটা ব্যাপারে। তিনি যেখানেই যান, ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘোরে তাঁরই এক সহকারী। তাকে তাড়িয়ে দিতে গেলে সে জবাব দিয়েছে দারতাঁয়াকে—"রাজার হুকুম আছে, আপনাকে যেন এক মুহূর্তও চোখের আড়াল না করি। এই দেখুন রাজার নিজের হাতে লিখে দেওয়া হুকুম।"

রাজার হুকুম দেখে দারতাঁয়া থ হয়ে গেলেন। তাঁর মতলব ভেস্তে গেল। গোড়া থেকেই তিনি ভেবেছিলেন যে, কোন ফিকিরে গোপনে রাজারই একখানা নৌকোয় চড়িয়ে আরামিস আর পোর্থসকে তিনি ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর পেছনে এই গোয়েন্দা থাকলে কী করে তা করবেন তিনি?

তাই তিনি অন্য কায়দা করবেন, ঠিক করলেন। ঘেরাও তুলে নিয়ে পিছু হটে যাবেন তাহলে দ্বীপের জেলেদের কোনো নৌকো নিয়ে আরামিস ও পোর্থস সাগর পাড়ি দিয়ে পালাতে পারবেন।

এই মতলবে তিনি নিজের সহকারী সেনানীদের ডেকে তাদের বললেন—"আমি দেখছি এই সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এ দ্বীপ আমরা দখল করতে পারব না। উলটে খুবই ঘা খাব লড়াই করতে গেলে। কেননা, দ্বীপের পাহাড়ের মাথায় মাথায় কামান সাজানো আছে, গোলা ছুড়লে আমাদের নৌকো জাহাজ সবই ডুবিয়ে দিতে পারবে ওরা। তাই আমি ঠিক করেছি যে আমরা আপাতত পিছু হটে খাঁড়ির ওপারে অপেক্ষা করি। এদিকে ওদিক থেকে জাহাজ আর কামান পাঠাতে লিখি—সেগুলো এসে পৌঁছলে আবার এগিয়ে এসে লড়াই করা যাবে।"

অন্য সহকারীদের এতে আপত্তি নেই, কেননা দারতাঁয়া অন্যায় কিছু বলেননি। ভারী কামান না নিয়ে লড়াই শুরু করলে জয়লাভ হয়তো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে, কিন্তু বহু সৈন্য যে মারা পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা যে তা না ভেবেছেন, তা নয়। কিন্তু কামান পাঠাতে সময় লাগবে, অথচ কাজটা তাড়াতাড়ি করতে চান তিনি। দেরি তাঁর অসহ্য। আর সৈন্য যদি কিছু মরেই, রাজার তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না, সৈন্যরা তো মরবার জন্যেই আছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দারতাঁয়ার প্রস্তাবে সেই ছায়া-গোয়েন্দা সহকারীটিও মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু নীরবে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে দারতাঁয়ার হাতে দিল।

দারতাঁয়া পাথর বনে গেলেন একেবারে। রাজার সই! রাজার সীলমোহর! রাজার হুকুমনামা!

রাজা লিখেছেন—"যে মুহূর্তে দারতাঁয়া লড়াই না করে পিছু হটে আসার কথা চিন্তা করবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি আর সেনাপতি থাকবেন না। তিনি বন্দী বলে গণ্য করবেন নিজেকে, এবং পরবর্তী সেনানীর হাতে সৈন্যভার দিয়ে তিনি নিজে পত্রবাহকের সঙ্গে চলে আসবেন রাজার কাছে।"

এতে করার কিছুই নেই। হিংস্রভাবে গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে নৌকোয় চড়ে দারতাঁয়া নন্তের দিকে ফিরলেন। সঙ্গে এল সেই ছায়া-গোয়েন্দা।

খাঁড়ি পেরিয়ে তাঁদের নৌকো যখন তীরে ভিড়ল, সেই মুহূর্তেই বুম্‌বুম্ শব্দে কামান গর্জে উঠল বেল-আইলে। রাজার সৈন্যবাহিনী দুর্গ আক্রমণ করেছে।

* * * *

প্রথম আক্রমণ হটিয়ে দিলেন আরামিস ও পোর্থস।

সবে দুর্গে এসে তরোয়াল খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দ্বীপের চারদিক থেকে একসঙ্গে শত্রুর জয়ধ্বনি শোনা গেল। এদিকে যখন লড়াই হচ্ছিল, রাজার সৈন্যরা সেই ফাঁকেই নানা জায়গায় তীরে নেমে পড়েছে। এবার তারা ধেয়ে আসছে নানা দিক থেকে একসঙ্গে।

আরামিসের সৈন্য বলতে দ্বীপের বাসিন্দা জেলেরা। আরামিস তাদের বললেন—"যে যার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে থাক। আর লড়াই করা মানে ঝাড়ে মূলে নির্বংশ হওয়া। তার দরকার নেই।"

"কিন্তু আপনাদের কী হবে?"

"আমরা পালাব।"

কী করে পালাবেন—আরামিস তা কিছুতেই বললেন না। কিন্তু আরামিসের ওপর সরল জেলেদের এ ক'দিনে এমন গভীর বিশ্বাস এসে গেছে যে তিনি যখন বললেন "পালাব," তখন কেউ ভাবতে পারলে না যে তাঁর হয়তো পালাতে পারবেন না।

জেলে বাসিন্দারা চলে গেলে খুব গোপনে অতি সাবধানে পোর্থসকে নিয়ে আরামিস চলে এলেন দ্বীপের আর একটা দিকে, সাগরতীরে। সেখানে একটা ছোট পাহাড়; অতি ছোট একটা টিলা বললেও চলে তাকে। তারই আড়ালে চড়ার ওপরে একখানা নৌকো রয়েছে। নৌকোতে খাবার আছে, জল আছে, গুলিভরা বন্দুক আছে। আর আছে দুজন জেলে, নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেলেরা আরামিসের হুকুমে নৌকো ঠেলে জলে নামাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সবাই। কুকুর! রাজসৈন্যরা ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে পলাতকদের পেছনে।

ওই ছোট টিলাটার ওপাশেই কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। পোর্থসকে নিয়ে আরামিস ছুটে ওই টিলার দিকে এগিয়ে গেলেন। টিলাটা প্রায় ফাঁপা; প্রায় তার সমস্তটা দৈর্ঘ্য জুড়ে আছে পর পর তিনটে গুহা। একটা থেকে আর একটাতে যাওয়ার রাস্তা আছে, তবে খুব সরু।

এই টিলাটার ভেতরেই আটকাতে হবে কুকুর আর সৈন্য—সবাইকেই। তা নইলে, নৌকো জলে নামাবার আগেই ওরা এসে পড়বে।

প্রথম গুহা থেকে দ্বিতীয় গুহায় ঢুকবার যে সরু দরজা, তা দিয়ে একজনের বেশি লোক এক সময়ে চলতে পারে না। সেখানে পাথরের দেয়ালের আড়ালে পোর্থসকে দাঁড় করিয়ে দিলেন আরামিস।

পোর্থসের হাতে তুলে দিলেন এক ভারী লোহার মুগুর। তারপর আরামিস জিজ্ঞাসা করলেন—"কতজন দুশমন এখানে তুমি আটকাতে পারবে পোর্থস?"

"যত আসবে!" সংক্ষেপে উত্তর দিলেন তিনি।

আরামিস ছুটে গেলেন নৌকো জলে নামাবার জন্যে।

প্রথমে এল কুকুর। একটা করে আসে, আর লোহার মুগুর পড়ে তার মাথায়। একটার বেশি দুটো ঘা কাউকে মারতে হয় না। ঘা খেয়ে একবার চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতাও কোনো কুকুরের হয় না। চুপচাপ তারা মুগুরের বাড়ি খায়, আর মুখ বুঁজে তারা মরে।

কুকুরগুলো গুহায় ঢুকে আর সাড়া দেয় না কেন? সৈনিকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে। কিন্তু তারা ফরাসী সৈনিক, ভয় কাকে বলে জানে না; অজানার ভেতরেই তারা নির্ভয়ে লাফিয়ে পড়ে।

যা হয়েছিল কুকুরদের ভাগ্যে, তাই ঘটতে থাকে সৈনিকদের ভাগ্যেও। একজনের পর একজন আসে, আর লোহার মুগুরের এক এক ঘা তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়। কেউ চিৎকার করে পেছনের লোকদের হুঁশিয়ার হতেও বলতে পারে না। সে সময়টুকুও পায় না কেউ।

সরু দরজা বন্ধ গেল মড়ার স্তূপে মড়া গাদা হয়ে। রক্তের স্রোত বইতে লাগল গুহার ভেতরে। তখন নির্ভীক সৈনিকরাও ভয় পেয়ে গেল। প্রথম গুহায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল সেনানীরা। সৈনিকেরা মড়া টেনে সরিয়ে পথ পরিষ্কার করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে একটা কালো বাক্স হাতে দিয়ে আরামিস ছুটে এলেন, বললেন—"নৌকো নেমেছে জলে। কিন্তু এদের পেছনে জ্যান্ত রেখে আমরা যদি নৌকো ছেড়ে দেই, তাহলে ওরা গুলি করে নৌকো ডুবিয়ে দেবে। তুমি এই বাক্সটা নাও—"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কনে কানে পোর্থসকে উপদেশ দিয়ে আরামিস আবার ছুটে চলে যান। বাক্সের সঙ্গে একটা ফিতে লাগানো। সেই ফিতের শেষ ডগায় দেশলাই জ্বালিয়ে ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল; আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটাকে দু'হাতে ধরে ছুড়ে মারলেন পোর্থস। যেখানে রাজসৈন্যের বাকি সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল, ছুড়ে মারলেন সেখানে, সেই ভিড়ের মধ্যে।

পলতেটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠে বাক্সের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপরই যেন হাজারটা বাজ ফাটল একসাথে গুহায় ভেতরে। বারুদের বাক্স জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটে গেল চকিতের ভেতর। সৈনিকদের মরণ যাতনার আর্তনাদে ভরে গেল গুহা।

বাক্স ছুড়ে দিয়েই পোর্থস ছুটে বেরিয়েছিলেন সাগরের দিকে। দ্বিতীয় গুহা থেকে বেরিয়ে তৃতীয়ে এসে পড়েছেন তিনি। ওই যে-সাগরের জলে নৌকা ভাসছে। নাবিক দুজন দাঁড় হাতে বসেছে নিজের নিজের জায়গায়। ঠিক জলের কিনারায় আরামিস দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধুর প্রতীক্ষায়।

আর এই কয়েক হাত জায়গা! এটা পেরুলেই নৌকোয় উঠে যাবেন! তরপর আসবে রাজার হাত থেকে মুক্তি। নিরাপদ হবেন তাঁরা।

কিন্তু এ কী হল? পা ওঠে না কেন? পোর্থসের পা দুখানায় আজ এ পাথরের ভার এল কোথা থেকে? যে পায়ের লাথি পাহাড় গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে, সে আজ পোর্থসের দেহটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না কেন গুহার বাইরে? পোর্থস পাণপণে টেনেও পা তুলতে পারেন না।

বাইরে থেকে আরামিস ডাকেন—"পোর্থস! ছুটে এস শীগগির!"

"পারছি না যে! হাঁটতে পারছি না যে!" পোর্থসের নিজের কণ্ঠে ভয়ের বদলে বিস্ময়। কী হল তাঁর বুঝতে পারছেন না নিজেই। হাঁটতে পারছেন না পোর্থস।

আরামিস ছুটে এলেন, আর সেই সময়েই আবার একটা তুমুল শব্দ! পাহাড়টা এবার ধসে পড়ল। সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় ফোকরা পাহাড় এলিয়ে গেছে একেবারে। তার ছাদ, তার দেয়াল সব একসাথে ভেঙে পড়ল পোর্থসের মাথায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন পোর্থস। তৃতীয় গুহার ঠিক দোরগোড়ায় পড়ল তাঁর মাথাটা। আর তাঁর মাথার ওপর পিঠের ওপর চেপে বসল সেই পাহাড়ের ভাঙা টিবিগুলো।

আরামিস এলেন, নাবিকরা এল। সবাই মিলে পোর্থসের মাথার ওপরকার পাহাড়ের টুকরোটা ঠেলে খানিকটা একটু উঁচু করলেন। পোর্থস মাথা তুললেন একটুখানি। একটু হাসলেনও বুঝি। হেসে বললেন—"বড় ভারী! পারবে না তোমরা!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিই আরামিস ও তাঁর নাবিকেরা পাহাড়ের টুকরোটা তুলে ধরে রাখতে পারলেন না। চেপে বসল পাহাড় পোর্থসের দেহের ওপরে। চোখের ভেতর জীবনের আলো, যা মিটিমিটি জ্বলছিল একটু আগেও, এবার দপ্ করে তা নিভে গেল।

বীর পোর্থসের যোগ্য সমাধি হল।

একটু বাদে নৌকো ছেড়ে দিল একা আরামিসকে নিয়ে। নৌকো দূরে চলে যায়—আরও দূরে। ভাঙা পাহাড়ের টিবি নজর করে বসে থাকেন আরামিস পাথরের মূর্তির মতো।

* * * *

দারতাঁয়ার ওপর রাগ করা দূরে থাক, রাজা যেন বেল-আইলের ঘটনার পর থেকে আরও বেশি ভালবাসতে থাকলেন তাঁকে। তিনি তাঁকে ডেকে শোনালেন পোর্থসের অন্তিম সময়ের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, আর আরামিসের পালানোর কথা। একা পোর্থসের হাতে একশো ছত্তন রাজসৈন্য মারা পড়েছে—এ খবর পেয়ে দারতাঁয়া শোকের ভেতরেও সান্ত্বনা পেলেন অনেকখানি।

রাজা তাঁকে ছুটি দিলেন পোর্থসের জমিদারির বিলিব্যবস্থা করে আসার জন্যে।

সেসব শেষ করে দারতাঁয়া গেলেন ব্লয় শহরে।

সেদিনই একটা দারুণ দুঃসংবাদ এসেছে সেখানে। আলজিয়ার্সে রাওল মারা গেছে লড়াইয়ে। তার বীরত্বের অশেষ প্রশংসা করে স্বয়ং ডিউক চিঠি লিখেছেন আথসকে।

এ-দারুণ শোকের সময় দারতাঁয়া কী যে বলবেন আথসকে তা কিছুই বুঝতে পারছেন না। কলের পুতুলের মতো ধীরে ধীরে তিনি ঢুকলেন গিয়ে আথসের শোবার ঘরে।

আথস শুয়ে আছেন বিছানায়।

দারতাঁয়া ডাকলেন—"বন্ধু!"

সাড়া নেই।

দারতাঁয়া গিয়ে আথসের গায়ে হাত দিলেন, তার পরেই কেঁদে উঠলেন তিনি। আথস আর বেঁচে নেই। বীর পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলে গেছেন পরপারে।

* * * *

রাজা বললেন—"ক্যাপ্তেন! তোমায় আমি ফরাসীদেশের সবচেয়ে বড় সম্মান দিতে চাই। মার্শাল করতে চাই তোমাকে। হল্যান্ড জয় করে এস। লড়াই-জেতার পুরস্কার হিসেবে ছাড়া মার্শাল পদ তো কাউকে দেওয়া যায় না!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দারতাঁয়ার আনন্দের সীমা নেই। ফ্রান্সের মার্শাল! যার চেয়ে গৌরবের পদবী আর কিছুই হতে পারে না! রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে হল্যান্ড অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

লড়াইয়ের পর লড়াই হল। প্রত্যেকটাতে দারতাঁয়া বিজয়ী হয়ে চলেছেন। নগরের পর নগর এবং দুর্গের পর দুর্গ দখল করে চতুর্দশ লুইয়ের বিজয় পতাকা তিনি ওড়াতে থাকলেন।

আজ শেষ লড়াই। এই দুর্গটা জয় হলেই সমস্ত হল্যান্ড দারতাঁয়ার দখলে আসবে। দারতাঁয়া লড়াইয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে চতুর্দশ লুইয়ের দূত এসে তাঁকে রাজার চিঠি দিল, আর তার সঙ্গে মার্শালের বেটন। রাজার হাতের রাজদণ্ডের মতো মার্শালের হাতেও থাকে মার্শালের বেটন।

বেটনটা সবে হাতে তুলে নিয়েছেন দারতাঁয়া, ঠিক এমনি সময় দুর্গ থেকে একটা গোলা এসে পড়ল সোজা তাঁর বুকের ওপর। বেটন হাতে করেই দারতাঁয়া লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

অজেয় চার বন্ধু—আথস, পোর্থস, আরামিস ও দারতাঁয়া। সেই চারজনের ভেতর বেঁচে রইলেন শুধু আরামিস। তিনি আশ্রয় পেয়েছেন স্পেন দেশে। সেখানেই আছেন তিনি।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG